উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৯,৫৯৫.৫৯ (+১৮৭.০৯)
নিফটি : ২৪,১৬৭.২৫ (+৪১.৭০)

‘সবার ওপরে সংসদ’
বিচার বিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই।
» ৭

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড
ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। কারণ এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৫°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৪°	২৪°	২৩°

গড়াপেটায় বিদ্ধ টিম দ্রাবিড়
» ১১

৯ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 23 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 333

মৃত্যু উপত্যকা

জঙ্গি হানায় নিহত ২৭ পর্যটক

“বন্দুকধারী কয়েকজন এসেছিল। আমার সামনেই স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমি বললাম, আমাকেও মেরে ফেলো। তখন এক জঙ্গি বলল, ‘না, তোমায় মারব না। তুমি গিয়ে মোদিকে বোলো।’
-পল্লবী রাও, কর্ণাটকের বাসিন্দা

“পহলগামে হামলার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। এই জঘন্য অপরাধের পেছনে যারা রয়েছে, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না।
-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

মুদাসির কুলোঁ

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। নিশানায় পর্যটকরা। আট বছর পর আবার। অন্তত ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। আহত কমপক্ষে ১২। নিহতদের মধ্যে প্রবীণ এবং মহিলারা রয়েছেন। রয়েছেন কয়েকজন বিদেশি। শেষবার পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল ২০১৭ সালে। তখন নিহত হয়েছিলেন ৮ জন।

কাশ্মীরে এখন উপচে পড়া পর্যটকের ভিড়ের সময় ফের জঙ্গি হামলা হল সোমবার। অনন্তনাগ জেলার পহলগাম এলাকায় ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে হামলাকারীদের এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে দেখেছেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজনের। তাঁদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে। এরমধ্যে একজন বাঙালি পর্যটকও রয়েছেন। বিতান অধিকারী নামে ওই তরুণ কলকাতার পাটুলির বাসিন্দা হলেও থাকেন টেক্সাসে। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হল।

স্বপ্নের কাশ্মীরে দুঃস্বপ্ন। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত স্বামীর পাশে অসহায় স্ত্রী। পহলগামে। ভাইরাল এই ছবি দেখে শিউরে উঠছে গোটা দুনিয়া।

পহলগাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বৈসরন উপত্যকায় সবুজ ঘেরা খোলা একটি জায়গায় এই হামলা হয়। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের ভারত সফর চলাকালীন এই সন্ত্রাসবাদী হামলা অস্বস্তি বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে খোঁজখবর নেন। রাতেই তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার ভোরে তাঁর পৌঁছানোর কথা।

শা তারপরেই কাশ্মীরে উড়ে যান। পরে এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, ‘এই বর্বর ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘কাপুরুষোচিত হামলায় জড়িতদের রেয়াত করা হবে না। আমি শ্রীনগরে যাচ্ছি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে।’ পর্যটনেও বিরাট ধাক্কা দিল হামলাটি।’

একদিকে টিউলিপ, অন্যদিকে বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এখন কাশ্মীরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট। শুধু চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে কাশ্মীর উপত্যকায় বেড়াতে এসেছেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ। তাঁদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পর্যটক পহলগাম ঘুরে গিয়েছেন। ২০২৪ সালে যে সংখ্যাটি ছিল ২.২ মিলিয়ন। সে বছর কাশ্মীরে এসেছিলেন ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক।

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কার্যত রিসর্ট শহর বৈসরণে উপচে পড়া ভিড় ছিল পর্যটকদের। হামলার পর দ্রুত খালি হয়ে যায় সমস্ত হোটেল, রিসর্ট। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন অনেকে, মাথা নীচু করে পাশে বসে এক মহিলা। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছেন মহিলা পর্যটকরা। অন্য একটি ভিডিওতে কান্নাভেজা গলায় এক মহিলার করুণ আর্তি শোনা গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

- পহলগাম-এর বৈসরণ উপত্যকায় দুপুর ৩টে নাগাদ পর্যটকদের ওপর হামলা
- ফোনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির
- চিরুনি তল্লাশি চলছে পহলগামে
- রাতেই শ্রীনগরে অমিত, উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা
- দেশের রাজধানীর সুরক্ষায় বাড়তি নজর, দিল্লিতে পর্যটনস্থলে মোতায়েন পুলিশ
- সৌদি সফর বাতিল করে রাতেই বিমানে চাপবেন মোদি, কাল ভোরে পৌঁছানোর কথা

কপালজোরে বেঁচে গেল ওরা তিনজন

কেকা ঘোষ মিত্র
(লাটাগুড়ির বাসিন্দা)

সকাল থেকে সব ঠিকঠাকই চলছিল। পহলগামের যে এলাকায় আমরা আছি সেই জায়গাটার নাম রিভার র‍্যাফটিং পয়েন্ট। একটু পরেই আমার মেয়ে বৃষ্টি আর দলের কয়েকজনের বৈসরণে ঘাসের উপত্যকায় যাওয়ার কথা ছিল। ওখানে তো যাওয়ার একমাত্র বাহন ঘোড়া। টিমের বাকিদের যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। গত কয়েকদিন এত ঘুরেছি যে ক্লান্তিতে আর ওরা তিনজনও আর যেতে চাইল না। তাই হয়তো ওরা বেঁচে গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে গত ১৭ তারিখ পহলগাম এসে পৌঁছেছি। আমি লাটাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের পরিবার বলতে আমার মেয়ে বৃষ্টি ও স্বামী বিশ্বজিৎ। আমাদের টিমে বাকি সঙ্গীরা জলপাইগুড়ি শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী সীমা ও আরেক পরিবার জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-শান্তা আর ওঁদের মেয়ে দেবস্মিতা। কাশ্মীরের অপূর্ব প্রকৃতি দেখতে দেখতে কখন যেন ভুলেই গিয়েছিলাম এখানকার জঙ্গি সন্ত্রাসের কথা। আজ সকালে যখন বৈসরণ ঘাস উপত্যকায় যাওয়ার কথা উঠল তখন বয়স্করা কেউই যেতে চাইল না। যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বৃষ্টি আর দেবস্মিতার। আমাদের টিম ম্যানেজার শুভম দাস ওদের নিয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা যাচ্ছি না বলে শেষপর্যন্ত ওরাও গেল না।

কিছুক্ষণ আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। এই এলাকাটা বেশ জমজমাট। বেশকিছু দোকানপাট আছে। *এরপর দশের পাতায়*

ভবিষ্যতের ‘উত্তর’ খুঁজতে আচার্য সদনের সামনে ধর্নায় চাকরিহারারা। কলকাতায়। মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : আবির চৌধুরী ও পিটিআই

তালিকা-জট কাটল না

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : জটিলতা মেটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত চাকরিহারারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। সোমবার রাতভর আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা ধর্না চালিয়ে যান। ময়ূখ ভবনে আটজন শিক্ষাকর্মী অনশনে বসেছেন। চড়া রোদের মধ্যে মঙ্গলবার দিনভর দাবি আদায়ে অনড় থাকার পর চাপে পড়ে আন্দোলনকারীদের ১৮ জন প্রতিনিধির সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়। সেখানে ১৭ হাজার ২০৬ জনের তালিকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৫ হাজার ৪০৩ জনকে যোগ্য বলা হয়েছে। কোনও মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি। বৈঠকের পর আন্দোলনকারীরা জানান, অযোগ্যদের বহিষ্কারের আবেদন নিয়ে যোগ্যরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘আমরা এখন স্কুলে যাব না। যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ হচ্ছে ততক্ষণ অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাব।’ মিরর ইমেজ প্রকাশ না করায় তাঁরা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট নন বলে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানাচ্ছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশে তাঁদের প্রশ্ন, ‘১৭ হাজারের তালিকার মধ্যে যাঁরা অযোগ্য, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কেন বরখাস্ত করা হচ্ছে না?’

অন্যদিকে, এদিন মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আইনি পরামর্শ মেনে শিক্ষা দপ্তর যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে না। তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে বলেও ব্রাত্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তর এদিনই যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পাঠিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এসএসসি জানায়, তারা আগামী বুধবারের মধ্যে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে তিনটি পর্যায়ে চাকরিহারাদের তালিকা বানিয়ে পাঠাবে।

সোমবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া অনশনের পর আন্দোলনকারীরা মঙ্গলবারও চড়া রোদে আচার্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। যোগ্য ও অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করার আশ্বাস শিক্ষা দপ্তর দিলেও নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন তা প্রকাশ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হামলা
» *সাতের পাতায়*

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন ৩ শিল্পপতি
» *দশের পাতায়*

হলদিবাড়ি বাগানে বাছুর মারল চিতাবাঘ

হাতির হানায় মৃত্যু

শুভদীপ শর্মা ও গোপাল মণ্ডল

লাটাগুড়ি ও বানারহাট, ২২ এপ্রিল : বন ছেড়ে লোকালয়ে আসা বন্যদের হানায় উদ্বেগ বাড়ছে। একদিকে লোকালয়ে হাতির হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। অপরদিকে চিতাবাঘ গোয়ালে ঢুকে বাছুরকে খুবলে খেল। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি বনবস্তি ও বানারহাটের হলদিবাড়ি চা বাগানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে কখনও একপাল আবার কখনও একটি দাঁতাল হাতির জাতীয় সড়ক পারাপারের জেরে জাতীয় সড়ক বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীরা বারবার সকলকে সচেতন করার পরও জাতীয় সড়কে হাতি দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে ছবি তুলতে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাতি ও চিতাবাঘের হামলায় বন দপ্তর সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দুই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় খাঁচা পাতা ও হাতির হামলা রুখতে আরও কঠোর নজরদারির দাবি জোরালো হয়েছে।

সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে বড়দিঘি বনবস্তি এলাকায় হাজির হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রাতি ওরাওঁ, সোমা খেড়িয়ারা জানান, লোকালয়ে হাতি বেরিয়ে আসায় তাঁরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেই পটকার আওয়াজে স্থানীয় বাসিন্দা নান্দু খেড়িয়া (৩৬) ও তাঁর ছেলে বিনীত খেড়িয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। হাতি দেখার জন্য তাঁরা সার্চলাইট জ্বালান। সেই সময় দাঁতালটি তাঁদের দিকে তেড়ে যায়। *এরপর দশের পাতায়*

লোকালয়ে উদ্বেগ

- সোমবার রাতে লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বড়দিঘি বনবস্তিতে আসে
- পটকা ফাটিয়ে সেটিকে তাড়ানোর সময় সেটির হানায় এক তরুণের মৃত্যু
- হলদিবাড়ি চা বাগানে এক বাসিন্দার গোয়ালে চিতাবাঘ বাছুর মারে

মণিরুলকে জেরা করতে পারে সেনা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : জাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট চক্রে কারা রয়েছে, মণিরুলকে জেরা করে তার হদিস পেতে চাইছেন পুলিশকর্তারা। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা মণিরুলকে জেরা করছেন। সেনাবাহিনীর তরফেও মণিরুলকে জেরা করার সম্ভাবনা আছে। মালে পরপর সার্টিফিকেট জালিয়াতি চক্রের হদিস মেলায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, ‘মণিরুলকে জেরা করতে ছয়দিনের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।’

আগামী ২৯, ৩০ এপ্রিল সিকিমে সেনাবাহিনীর পোর্টারের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এরপর ৬ মে ওই পরীক্ষা হবে বাগ্রাকোটে। সেনাবাহিনীর সামগ্রী দুর্গম এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে এই পোর্টারদের ওপর। সেনাবাহিনীর বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে পোর্টারদের কাছে। তাই ওই পদের পরীক্ষায় প্রয়োজন হয় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের। সরকারি ওয়েবসাইটে অনলাইনে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয়। চাকরিপ্রার্থীর আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের লিংক না থাকলে অনলাইনে এই শংসাপত্র পাওয়া সম্ভব নয়। সেটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি। অনেকেই সময়ের অভাবে অফলাইনে সার্টিফিকেট জোগাড়ের খোঁজ করেন। আর সেই খোঁজ করা তরুণরাই টার্গেট মণিরুলের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিরুলের তৈরি করা ২২টি জাল শংসাপত্র ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে। এর বাইরেও আরও সার্টিফিকেট তৈরি করেছে সে, এমনটাই অনুমান তদন্তকারী অফিসারদের। *এরপর দশের পাতায়*

১৪০ দিন বন্ধ গজলডোবার সেতু

অনুপ সাহা ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পুরোদস্তুর সংস্কারের জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ১৪০ দিনের জন্য গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে থাকা ফুটপাথ দিয়ে অবশ্য হেঁটে চলাচল করা যাবে। ভরা বর্ষায় কাজের বিঘ্ন না ঘটলে আগামী সেপ্টেম্বরে মহালয়ার কয়েকদিন আগে আবার ওই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে। মঙ্গলবার বাস, ট্রাক, স্কুলবাস সহ অন্যান্য যানবাহন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে তিস্তা সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

মঙ্গলবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে রোড সেফটি কমিটির বৈঠক হয়। সেখানেই পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠনকে ডেকে সেতু বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাক মালিকদের সংগঠন এতদিন সেতুতে দ্রুত ট্রাক ও ডাম্পারের মতো ভারী যান চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানালেও এদিন বৈঠকে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্কারকাজ ১৪০ দিনের সময়সীমার মধ্যেই শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে নির্দেশ জারি *এরপর দশের পাতায়*

সংস্কারের জন্য বন্ধ তিস্তা ব্যারেজের সেতু। গজলডোবায়।

সংস্কারের জন্য

- গজলডোবায় তিস্তার সেতুর পিচের আস্তরণ সম্পূর্ণ তুলে ফেলে ডেক সংস্কার করা হবে
- আগামী ১৪০ দিন ওই সেতুর ফুটপাথ দিয়ে শুধু হেঁটে যাতায়াতের অনুমতি
- বর্ষায় সেবকে ধস নামলে জলপাইগুড়ি বাইপাস হয়ে ময়নাগুড়ি ঘুরে ডুয়ার্সে যাতায়াত করতে হবে
- প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিল পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠন

ভবঘুরেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ফোরামের

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে ভবঘুরে ও আশ্রয়হীনদের উদ্ধার করে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। এই কাজের জন্য ফোরামের তরফে 'নবদিশা' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এজন্য সাতটি হোম তৈরি করেছে ফোরাম। গত রবিবার তিনজনকে উদ্ধার করে কোচবিহার, ঘোষপুকুর ও মাদারিহাটে ফোরামের হোমে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন ভবঘুরেকে উদ্ধার করে ঠিকানা খুঁজে তাঁদের বাড়ি পাঠিয়েছেন ফোরামের সদস্যরা।

ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, '২০২২ সালের নভেম্বর থেকে আমরা এই কাজ করছি। অনেককেই আশ্রয়হীনভাবে মেডিকেল কলেজে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা তাঁদের হোমে নিয়ে রাখছি।'

অসমে গিয়ে রক্তদান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ এপ্রিল : ও পজিটিভ রক্ত মিলছিল না এক মুমূর্ষু রোগীর। তাও এ রাজ্যে নয়, সেই রোগীর চিকিৎসা চলছিল অসমের কোকরাঝাড়ের একটি হাসপাতালে। অবশেষে ১০০ কিমি দূরে কোকরাঝাড়ে গিয়ে ওই রোগীকে রক্ত দিয়ে এলেন শামুকতলার এক খেতমজুর তরুণ ছোটন বর্মন।

রোগীর নাম মায়ারানি দত্ত, বয়স ৬০। বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁওয়ে। তিনি হার্ট সহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে কোকরাঝাড়ের আরএনবি সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হন কিছুদিন আগে। একসময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেখানে এক ইউনিট রক্ত মিললেও আর রক্ত মিলছিল না। খবরটি সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পান সমাজকর্মী তথা কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টিয়ারি অর্গানাইজেশনের সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ। তিনি ও পজিটিভ রক্তের প্রয়োজনের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেন। সেখান থেকে খবর পেয়ে শামুকতলা থানার ছোট চৌকিরবস গ্রামের বাসিন্দা ছোটন উদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর উদয় ছোটনকে কোকরাঝাড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মঙ্গলবার ছোটন সেখানে গিয়ে রক্ত দিয়ে ফিরে এসেছেন। ছোটনের সঙ্গে সজল দেবনাথ নামে এক তরুণও গিয়েছিলেন। এই রক্তদানের ফলে ওই মহিলা অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

রোগীর আত্মীয় কল্পনা সূত্রধর ছোটনের এই উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় খুনিয়া মোড় থেকে কুমাই পর্যন্ত তৈরি ১২ কিমি রাস্তা।

সীমান্ত সুরক্ষায় খুলছে নতুন পথ

রাজনাথের উদ্বোধন ২৬ এপ্রিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের সঙ্গে চিন সীমান্ত সুরক্ষায় বড় হাতিয়ার হতে চলেছে নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে চাপড়ামারি ও কুমানির জঙ্গল চেরা রাস্তা। আপাতত কুমাই পর্যন্ত ১২ কিমি ওই ঝাঁ চকচকে পথের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬ এপ্রিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রাস্তার ওই অংশের উদ্বোধন করে ফেলবেন ভার্চুয়ালি। সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রতিনিধিরা। এজন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। খুনিয়া মোড়ে তৈরি করা হচ্ছে প্যান্ডেল।

প্রথম ধাপে রাস্তাটি বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত যাবে। মোট দৈর্ঘ্য ৩৫ কিমি। পরবর্তীতে সিকিমের রাচেলা হয়ে জুলুক পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথের সম্প্রসারণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। এই রাস্তা হলে একদিকে ভারত, ভুটান ও চিনের ট্রাই জংশন পয়েন্ট ডোকালাম ও অন্যদিকে সিকিমের চিন সীমান্ত রক্ষা আরও শক্তভাবে করা যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, যোগাযোগের এই উন্নয়নের সুফল ঝালং সহ গোটা জলঢাকা উপত্যকা এবং সিকিমের পর্যটনশিল্পেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। বিআরও-র এক কর্তা জানান, এখনও পর্যন্ত খুনিয়া মোড় থেকে ২০ কিমি রাস্তা প্রায় হয়ে গিয়েছে। তবে পাকাপাকি কাজ শেষ হওয়া ১২ কিমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন হিসেবে ২৬ এপ্রিলকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত ৩৫ কিমি কাজ হয়ে যাওয়ার পর সিকিমের দিকে সম্প্রসারণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক হবে।

আগের পুরোনো রাস্তা পুরো ভেঙে ফেলে নয়া রাস্তাটি ১২ মিটার চওড়া করে তৈরি করা হয়েছে। তবে ঝালংয়ের ২ নম্বর ব্যারেজের দিকে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে কারিগরি কারণে একটু সময় লাগছে। সেখানে ডাইভারশন করে খানিকটা অংশ অন্য রুট দিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'চাঙ্গা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এলাকার বাসিন্দাদের যোগাযোগ ও সেইসঙ্গে পাহাড়ের পর্যটনের আরও শ্রীবৃদ্ধি, একসঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্য ওই রাস্তার মাধ্যমে সাধিত হবে। ২৬ এপ্রিলের উদ্বোধনের চিঠি পেয়েছি।' জলঢাকা অফবিট ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর প্রণয় বরাইলির মন্তব্য, 'রাস্তার কাজটি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে পর্যটকদের কাছে ঝালং যে বেস ক্যাম্পে পরিণত হবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সিকিমে যাওয়ার বিকল্প রুট পেয়ে পর্যটকদের জোয়ার নামবে বলেই মনে করি।'

আজ টিভিতে

নিউ কিডস ইন দ্য ওয়াইল্ড বিকেল ৩.১৪
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.১৫ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.১৫ ফাইটার-মারবো নয় মরবো, রাত ১০.১৫ রোমিও, ১.০০ মাস্টারমশাই

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.২০ কুলি, রাত ১০.২৫ স্বদেশ-আ জার্নি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১২.৪৫ অন্তর্ধান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিযান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৪ বিবাহ : আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ, বিকেল ৩.১১ মঙ্গলবার, ৫.৫৬ সিটিমার, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.২৫ মধুরা রাজা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৩ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ১.৪৮ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৩০ ডেয়ারিংবাজ, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ ২.০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.৪৪ নো স্মোকিং, বিকেল ৪.৫৭ জওয়ানি জানেমন, সন্ধে ৬.৫৮ বদলা, রাত ৯.০০ রাঞ্ঝনা, ১১.২০ নাম শবানা

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৯ ইলেক্ট্রা, ২.৩১ দ্য ওয়াচ, বিকেল ৪.০৮ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, বিকেল ৫.৫২ দ্য গিভার, রাত ৯.০০ লিজিয়ন, ১০.৩২ ননস্টপ

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

সিটিমার বিকেল ৫.৫৬
জি সিনেমা এইচডি

লিজিয়ন রাত ৯.০০
এমএনএক্স

রাখে হরি মারে কে বিকেল ৪.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

নিউ বঙাইগাঁওয়ে এসএস মেটালের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৮এ। তারিখ : ১৮-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম :** সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওয়ে ৭৫টি কোচের জন্য এফআরপি ট্রফ -এর জায়গায় আরএমপিইউ -এর নিচে এসএস মেটাল ট্রফের ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক খরচ :** ১,০৪,৭৩,৪০০.৫০/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ২,০২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের উপরোক্ত সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডিই এন/।।।/রঙিয়া। অধিক্ষেত্রের অধীনে ইআরসি সহ টিএফআর ৩৮.৫ কিমি। (প্রকল্প আইডি ০৮.০৪.৩১.২৪.৩.৫৩.০২২)। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৬৬,৩২৮.১৬ টাকা; বায়নার ধন: ১,৪১,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JOB

সাব-এডিটর

নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL) BINNAGURI CANTT
PHONE : 8945070455 / 6005016011
e-mail:echscellbinnaguri@gmail.com
EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following appointments on contractual basis in ECHS Polyclinic Binnaguri & Cooch Behar for a period of one year (ESM)/ 11 months civilian subject to performance of candidates / other conditions according to the criteria as mentioned against each :-

Ser No.	Appointment	Minimum Qualification	No of Vacancy	Fixed Remuneration
(a)	Medical Officer (ECHS PC Binnaguri)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(b)	Nursing Assistant (ECHS PC Binnaguri)	BSc Nursing, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(c)	Driver (ECHS PC Binnaguri)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(d)	Medical Officer (ECHS PC Coochbehar)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(e)	Dental Officer (ECHS PC Coochbehar)	BDS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(f)	Dental Hygenist (ECHS PC Coochbehar)	Diploma holder in Dental Hyg/class-I DH/DORA course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(g)	Driver (ECHS PC Coochbehar)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(h)	Peon (ECHS PC Coochbehar)	Education Class 8 GD (armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 16,800/-
(i)	Lab Tech (ECHS PC Coochbehar)	DMLT /Class I Laboratory Tech course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(j)	Chowkidar (ECHS PC Coochbehar)	Education 8th Pass of GD trade for Armed forces	01	Rs. 16,800/-

2. **For Terms & Conditions, Application Form, Remuneration:** Kindly visit our website **www.echs.gov.in**. For additional Details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) **Binnaguri & Cooch Behar,** Mobile No 8945070455 & email **echscellbinnaguri@gmail.com**. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

3. **Last date of receipt of application as per format given at our website:** Application as per requisite format along with self attested photocopies of testimonials in support of Education Qualifications and Work Experience will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell). By **30 May 2025** in duplicate. Any application received after **30 May 2025** will not be accepted.

4. **Interview Date, Timing & Venue :** Candidate must reach **Stn HQ Binnaguri ESM Cell at 0900 hrs** on **06 Jun 2025** for the interview to be held between **1130 hrs** to **1330 hrs**. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th/Matric,10+2 & Graduation/post-graduation/diploma/course, work exp and discharge book, PPO, service records and 02 (Two) PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Qualitive Requirement may apply. Also bring Medical fitness Certificate from SEMO/CMO at the time of interview.

5. **Overlapping of Handing/Taking period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets).** 10 days of handling/taking over between the key appointment (Medical Officer, Nursing Assistant, Dental Officer, Dental Hygenist, Driver, Peon, Lab Tech, Chowkidar) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of Dental Officer with regards to immovable & movable property will be deposited with Stn HQ, Binnaguri before tenanting the appt. This will be applicable for both initial appt & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Traning (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contact. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় মন্দা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বীকৃতি মিলবে। গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। বৃষ : বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যার সমাধান। মিথুন : শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। কর্কট : ব্যবসায় মন্দা কমবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সমস্যা নেই। পরিবারের কোনও সদস্যের কৃতিত্বে আনন্দ। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। হঠাৎ কোনও নতুন কাজের সুযোগ আসবে। কন্যা : সারাদিন পরিশ্রমে যাবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। তুলা : বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃশ্চিক : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। ধনু : একাধিক উপায়ে অর্থ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। মকর : ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। শেষমুহূর্তে এসে থমকে যেতে পারে পদোন্নতি। নতুন বাড়ি কেনার ভালো সুযোগ। কুম্ভ : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনকে মানসিক আঘাত দিয়ে বসবেন। প্রতারিত হতে পারেন। মীন : বড় কোনও কাজ হঠাৎ থেমে যেতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল, ২০২৫, ৯ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ বদি, ২৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৪, অঃ ৫।৫৮। বুধবার, দশমী দিবা ১১।৪৪। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।৩৬। শুক্রযোগ দিবা ২।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৪৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৩৬ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৫ গতে ৩।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, দিবা ১।১১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩২ গতে নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বই দিবস ও কপিরাইট দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

Affidavit

I Samir Ghosh, Father of Sayan Ghosh, Admit Card No. 8622029, Centre No. 1256674, Roll No. 1256674/012, due to his mother's name being wrong, on 22.4.25 at Siliguri EM Court, vide affidavit I declare that 'Ankita Aich' and 'Ankita Ghosh' is the same person. Samir Ghosh, Siliguri, Darjeeling. (C/116196)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৫/ মার্চ/০১, তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ২

টেন্ডার নং. সিই/কন/সিএইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১-এর বিপরীতে সংশোধনী-২ জারি করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখ: ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CORRIGENDUM NOTICE
Date and Time Extension

1) **Tender ID: 2025_MAD_832441_1, Name of work :** Construction of Car shade at Sanitary campus of Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
2) **Tender ID: 2025_MAD_832453_1, Name of work :** Cleaning and installing concrete Paver block at Sanitary Compound at Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
3) **Tender ID: 2025_MAD_832465_1, Name of work :** Beautification of Samaj Para valley in ward No. 5 under Jalpaiguri Municipality.
4) **Tender ID: 2025_MAD_832476_1, Name of work :** Construction of road using Paver Block from Shani Mandir to Sri Tanay Dey house extension to Sri Bishal Roy house in ward No. 1 under Jalpaiguri Municipality.

The above mentioned tender till date not attended by the bidder (due to Banking Server problem) for qualify the tender process, so another 10 days date and time extension allow to participant the tender process.

Last date of bidding (On line) dated: 02/05/2025 at 6.55 P.M.

Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

তিনসুকিয়া মণ্ডলে আরসিসি ওভার হেড ট্যাংকের ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. টিএসকে/ইএনজিজি/১২ অফ ২০২৫ তারিখ ১৭-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** নিউ তিনসুকিয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনের ৩০,০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা (নিউ তিনসুকিয়াতে ২ টি ২০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ২ টি ১০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন)। **টেন্ডার রাশি:** ২,১৫,২১,৮৩১/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৫৭,৭০০/- টাকা। **আইটেম সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** তিনসুকিয়া মণ্ডলে- ২ বৎসরের জন্যে এডিইএন/তিনসুকিয়া, এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউন, এডিইএন/সরুপথার এবং এডিইএন/মরিয়ানি অধীনে অধিক্ষেত্রের অধীনের আধিকারিক এবং অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার রাশি:** ২,৫২,৭৫,৭২৮/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৭৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইঞ্জি), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/ tea shop near NBU, girl with proficiency in English preferred. (M/M)

●

সেলসের কাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ/ মহিলা নিয়োগ, স্টাইপেন্ড আছে। M : 7430979039 (Jal), 8597059434. (Slg). (C/116071)

●

Required Salesman for Philips Light, with 2-3 years experience in Electrical Field will preferred. Adie Centre, Behind 9/10 Hotel, Siliguri-98320-67075. (C/116072)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার (শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার) আসল Land Deed, যাহার নং- 08241, Dt. 18-12-2017, হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন। শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার, পিতা-সুবল চন্দ্র সরকার, ঘুঘুমারি, কোচবিহার। M : 8918771220.

অ্যাফিডেভিট

আমার খতিয়ান নং 278, JL No. 055 মৌজা- চন্দনচৌড়া, নাম ভুল থাকায় গত 17-04-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dulal Das এবং Dipak Chandra Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চন্দনচৌড়া, মধুপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114693)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড নং WB-63 20090979388 নাম ভুল থাকায় গত 30-01-25 তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rejadul Haque এবং Rejajul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মানসাই, বক্সিরহাট, কোচবিহার। (C/114694)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir- Siliguri, Phone : 8372059506/ 9800050770, Tea Tasting,Tea Blending & Tea Marketing Course refresher course for tea traders and start ups, Duration : 6 days, Course fee : Rs. 10000/- Next batch : 3rd to 8th May. (M/M)

Tender Notice

Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur-I Panchayat Samity SBKT under SBM (G) vide Memo No. 218, Date : 21/04/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Panchayat Samity
Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টি।। জলপাইগুড়ি থানা মোড়ে মঙ্গলবার শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

গর্ভাবস্থার প্রথম থেকে মহিলাদের দিকে বিশেষ নজর রেখেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। হবু মা থেকে সদ্যোজাত, দুজনকে সুস্থ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ।

রক্তের ডেটা ব্যাংক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : গরম পড়তে জেলাজুড়ে বেড়ে গিয়েছে রক্তসংকট। রক্তের জন্য ব্লাড ব্যাংকে গেলেই শুনতে হচ্ছে 'কার্ড নয়, একই গ্রুপের ডোনার নিয়ে আসুন।' এরপরেই ডোনার খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি করছেন রোগীর আত্মীয়পরিজন। এই সংকটের পরিস্থিতিতে গর্ভবতীদের জন্য ডোনার খুঁজতে যাতে বেশি ছুটোছুটি না করতে হয়, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

অন্তঃসত্ত্বার পরিবারের সদস্য থেকে প্রতিবেশী, যাঁদের সঙ্গে রক্তের গ্রুপ মিলবে, এমন পাঁচজনের নাম, ফোন নম্বরের তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে বলা হয়েছে আশাকর্মীদের। জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'আমরা আশাকর্মীদের বলেছি, গর্ভবতীর ব্লাড গ্রুপ জানার পর থেকে একই ব্লাড গ্রুপের পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীর নাম, ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে। এতে ব্লাড ব্যাংকে যদি রক্তের সংকট হয়, তখন তাঁদের থেকে রক্ত নিয়ে গর্ভবতীকে দেওয়া যায়। ডোনারদের একটি ডেটা ব্যাংকও তৈরি করা হবে।'

সদ্যোজাতর ওজন মাপছেন আশাকর্মী। -সংবাদচিত্র

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক থেকে প্রতিদিন ৬০-৭০ ইউনিট রক্ত খরচ হয়। যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ যায় প্রসূতি বিভাগে, অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য। বাকি ৩০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে থ্যালাসিমিয়া রোগী, দুর্ঘটনায় আহত, রক্তাল্পতার রোগীরা। এছাড়া কয়েক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয় সাধারণ অস্ত্রোপচারের জন্য।

প্রসূতি বিভাগের চাহিদা মেটাতে কার্যত হিমসিম খেতে হয় ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের। অধিকাংশ সময় দেখা যায় জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটি গ্রুপের রক্ত মজুত থাকছে ব্লাড ব্যাংকে। অন্তঃসত্ত্বাদের অস্ত্রোপচারের আগেই চিকিৎসক রক্ত চেয়ে পরিবারের হাতে স্লিপ দিয়ে দেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত নেই।

এই সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্তঃসত্ত্বার রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে থাকে রোগীর হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা এবং গ্রুপ নির্ণয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে গর্ভবতীর হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকবে বা প্রসবের সময় রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাঁদের জন্য আগে থেকে একই গ্রুপের ডোনার চিহ্নিত করে রাখতে হবে। প্রথম দিন থেকে ওই মহিলার দেখভালের দায়িত্বে থাকা আশাকর্মীর দায়িত্ব ডোনার খুঁজে কথা বলে রাখা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক তালিকা তৈরি থাকলে পরবর্তীতে ওই এলাকার অন্য কারও রক্তের প্রয়োজন হলে দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

উদ্যোগ

- গর্ভবতীদের চিকিৎসা চলাকালীন রক্তের গ্রুপ এবং হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়
- আশাকর্মীকে সেই অন্তঃসত্ত্বার ব্লাড গ্রুপের পাঁচজনের নাম, ফোন নম্বর জোগাড় করতে বলা হয়েছে
- সেই ডোনার গর্ভবতীর পরিবারের সদস্য হতে পারেন বা প্রতিবেশীও হতে পারেন
- ভবিষ্যতের কথা ভেবে তৈরি করে রাখা হবে ডোনারদের ডেটা ব্যাংক

উপভোক্তা সচেতন সেমিনার

বেলাকোবা, ২২ এপ্রিল : জিনিসপত্র কেনাকাটার সময় মানসূচক হলমার্ক দেখে জিনিস কিনতে হয়, না হলে ঠকতে হয়। যে কোনও জিনিস কেনার সময় সজাগ থাকতে হবে। মঙ্গলবারের সেমিনারে এই বিষয়ে জানল কেবলপাড়া হাইস্কুল এবং রাজগঞ্জ গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের পড়ুয়ারা।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক ও রাজ্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার দপ্তরের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক শাখার সহযোগিতায় দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল সেমিনারের। আয়োজনে দাসপাড়া নবদিশা এডুকেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রাজগঞ্জ শাখা।

কেনাকাটার সময় রশিদ, এমআরপি দেখে নেওয়া, পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করেন জলপাইগুড়ির কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার সৌরদীপ সাহা, অভিষেক বেরা এবং আয়োজক সংস্থার সম্পাদক আনিসুর রহমান।

কেবলপাড়া হাইস্কুলের পড়ুয়া সাহসিকা সেন মজুমদার বলে, 'এদিনের সেমিনারে এসে অনেককিছু জানলাম। এটা বাড়িতে এবং অন্যদের বলব। তাহলেই কেউ আর ঠকাতে পারবে না।'

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ন্যূনতম বেতন, ইনসেন্টিভ প্রদান সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী (অস্থায়ী) ইউনিয়নের সদস্যরা মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের কাছে স্মারকলিপি দেন। দাবি মানা না হলে তাঁরা রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন, ইনসেন্টিভ প্রদান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পদোন্নতি, অসুস্থতার কারণে কেউ অবসর নিলে অথবা মারা গেলে তাঁর পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার মতো দাবি জানানো হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'আমরা আমাদের সাধ্যমতো দাবিগুলি পূরণের চেষ্টা করব। তাছাড়া, বাকি দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব।'

র‍্যাশনে অনিয়ম

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : আতপ চালের বদলে সেদ্ধ চাল দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার নাগরাকাটার ছাড়টন্ডু বস্তির একটি র‍্যাশন দোকানে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, র‍্যাশন নিতে গেলে মাঝে মাঝেই লিংক নেই বলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হয়রানির মুখে পড়তে হয় তাঁদের। র‍্যাশন দোকানের ডিলার সরস্বতী কেপচাকি অবশ্য বলেন, 'লিংক মাঝেমধ্যে ফেল থাকে। সেজন্য সময়ে র‍্যাশন দিতে পারি না ঠিকই কিন্তু চাল যেমন আসে, তেমনই গ্রাহকদের দেওয়া হয়।'

নিম্নমানের সামগ্রীর ব্যবহার

নির্মাণে বাধা ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ২২ এপ্রিল : বানারহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ঢালাই-এর কাজ আটকে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন কাজ নিয়ে অভিযোগ তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাটি ডলোমাইট মেশানো নিম্নমানের বালি এবং নদীর ছোট পাথর দিয়ে ঢালাইয়ের কাজ শুরু করেছিল। এই ধরনের কাজ এমন সামগ্রী দিয়ে হওয়া উচিত নয় বলেই স্থানীয়দের দাবি। সংস্থার কর্মীদের কাছে নির্মাণের শিডিউল দেখতে চাইলেও তাঁরা তা দেখাতে অস্বীকার করেন। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ আটকে বিক্ষোভ দেখান।

২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বানারহাটের সরকারি পরিষেবা প্রদানের মঞ্চ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই হাসপাতালটিকে ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীতকরণের ঘোষণা করেন। এরপরই কাজের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৬৯ টাকা বরাদ্দ হয়। ১৮ মাসের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার কথা। ৯ এপ্রিল নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাসের মধ্য দিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত বিশ্বাস বলেন, 'ডলোমাইট মেশানো বালি ও নদীর ছোট পাথরের বদলে ভালোমানের বালি-পাথর দিয়ে নির্মাণকাজ করতে বলা হয়েছিল। তবুও নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়েই কাজ হয়। পূর্ত দপ্তরের একজন ইঞ্জিনিয়ারও পরিদর্শনে এসে সামগ্রীর গুণগতমান ভালো নয় বলে জানিয়েছিলেন। তারপরও ঠিকাদার সংস্থার স্থানীয় ম্যানেজার একপ্রকার জোর করেই সেই সামগ্রী দিয়ে কাজ চালু রাখতে চান। আমরা প্রতিবাদ করে কাজ বন্ধ করে দিই।'

একই বক্তব্য স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ইব্রাহিম শেখের। তাঁর কথায়, 'পাশেই রেললাইন। এমন নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হলে ট্রেন চলাচলে কম্পনের কারণে ক্ষতি হতে পারে।' তাঁরা জানান, এই বিষয় নিয়ে উপযুক্ত জায়গায় তাঁরা অভিযোগও জানাবেন বলে ঠিক করেছেন। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মনের অবশ্য আশ্বাস, 'পুরো বিষয়টি আমি শুনেছি। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছেন। পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বলা হবে।'

পূর্ত দপ্তরের গয়েরকাটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক সাহা বলেন, 'নির্মাণের বিষয়টি জানি। স্থানীয় বাসিন্দাদের করা অভিযোগ নিয়ে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলব। খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান করে ফের কাজ শুরু করা হবে।'

অভিযোগ

- বানারহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয় নির্মাণকাজ
- কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, এই কাজে ব্যবহার করা সামগ্রী নিম্নমানের
- বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের শিডিউল দেখাতে বলা হলে তাঁরা সেটা দেখান না
- এতেই আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা

মীমাংসার প্রস্তাব

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ৭৪ বছরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সক্ষম বছর কুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ধর্ষণে অভিযুক্ত বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছে। এরই পাশাপাশি সালিশি সভার মাধ্যমে মীমাংসা করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপির সেই পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নির্যাতিতার দাদার বক্তব্য, সোমবার বিকেলে ওই ঘটনার পর পঞ্চায়েত সদস্য সালিশি সভায় আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে তিনি কোনওরকম মীমাংসায় না গিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে। ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, বিচারক জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, ওই পঞ্চায়েত সদস্য এ ধরনের কোনও মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। মীমাংসার প্রস্তাবের সমালোচনা করেছেন কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একাদশী রায় বর্মন। তিনি বলেন, 'এ ধরনের ঘটনায় বিজেপির পঞ্চায়েত যে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছেন তা একেবারে অন্যায়। এর তীব্র নিন্দা জানাই।'

দমকলকেন্দ্র নেই, ভরসা ফায়ারম্যান শরিফুল

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২২ এপ্রিল : এলাকায় কোনও দমকলকেন্দ্র নেই। তাই ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালহাটি মোড় এলাকার বাসিন্দা শরিফুল হক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজের বাইকে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাংশ লাগিয়ে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছেন। এলাকাবাসীর কাছে তিনি ফায়ারম্যান নামে পরিচিত। গত দেড় বছরে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি অগ্নিকাণ্ড বড় আকার নেওয়ার আগে তাঁর জন্যই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। পেশায় তিনি একজন লটারি বিক্রেতা। সংসারে অভাব থাকলেও মাসের পর মাস নিজের বাইকের তেল ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাংশের খরচ বহন করে তিনি ব্লকের দমকলকেন্দ্রের অভাব মেটাচ্ছেন। শরিফুল বলেন, 'গোটা ব্লকে দমকলকেন্দ্র নেই। আগুন লাগলে ৫০ কিলোমিটার দূরের মালবাজার কিংবা ৩৫ কিলোমিটার দূরের ময়নাগুড়ি থেকে দমকলের গাড়ির আসতে অনেক সময় লাগে।

ফলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়।'

শরিফুল এর আগে দেরি করে দমকল পৌঁছোনোয় চোখের সামনে প্রতিবেশীর বাড়িঘর সহ ছয়টি ছাগলকে আগুনে পুড়ে যেতে দেখেছিলেন। তারপরই তিনি নিজে আগুন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেন। ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার টাকা লোন করে অগ্নিনির্বাপণের বিভিন্ন সামগ্রী কেনেন তিনি। নিজের মোটর সাইকেলেই সমস্ত যন্ত্র লাগিয়ে রাখেন। এভাবেই গত দেড় বছর ধরে শুধু ক্রান্তি নয় পার্শ্ববর্তী মাল ব্লকেও শরিফুল পরিষেবা দিয়েছেন। স্ত্রী রোশনি বেগম সহ এক ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে শরিফুলের সংসার।

গত বুধবারও ব্লকের ধলাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা আমজাদ আলির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন শরিফুল। তার চেষ্টাতেই আমজাদের বাড়ি বড়সড়ো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এবিষয়ে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'আমরা চেষ্টা করব যাতে তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা যায়।' এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ জানান, 'ক্রান্তি ব্লকে দমকলকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তার আগে শরিফুল যে কাজ করে চলেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

ছন্দে ফিরুক হিলকার্ট রোড

রণজিৎ ঘোষ

তিনধারিয়া, ২২ এপ্রিল : ধসে শুধু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, মার খেয়েছে ব্যবসা। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সমতল থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি আজও। অথচ এই রুটের ওপর কয়েকশো মানুষের রুজিরুটি নির্ভরশীল। সড়কের পাশে একের পর এক দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে গ্যারাজ খুলেছে একসময়। সেই থেকে আয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন বাসিন্দারা। রমরমা ব্যবসা হত।

২০১২ সালে তিনধারিয়ায় বড় ধসের পর থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। তারপর একাধিকবার ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই রাস্তা। মেরামতও হয়েছে। তবে আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি সড়কের হাল। চুনাভাটিতে চায়ের দোকান রয়েছে সুপর্ণা তামাংয়ের। আক্ষেপের সুর তাঁর গলায়, 'এখন দিনে ৫০০ টাকারও ব্যবসা হয় না। অথচ একসময় ৩০০০ টাকা অবধি বেঁচাকেনা হত। অনেক ট্রাক, বাস আর চারচাকার ছোট গাড়ি দাঁড়াত দোকানে। চালক, পর্যটকরা চা ও জলখাবার খেতেন। অন্য দোকান থেকেও কেনাকাটা করতেন। এখন তো দু'তিনটে বেসরকারি বাস ছাড়া কিছুই তেমন চলে না।'

কিছু জায়গায় টয়ট্রেনের লাইন নতুন করে পাততে গিয়ে আরও সরু হয়েছে সড়ক। সেদিক দিয়ে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলা মুশকিল। তাই যানবাহনের সংখ্যা কমেছে স্বাভাবিকভাবে। স্থানীয়রা চাইছেন, তাঁদের কথা ভেবে জাতীয় সড়ক দিয়ে আগের মতোই গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হোক। কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়ের বক্তব্য, 'জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচলে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে, কয়েকটি জায়গায় পরিস্থিতি খারাপ। সেখানে কাজ চলছে। যে কোনও গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বললেন, 'হিলকার্ট রোড নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।'

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে সাড়া

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : একটা সময় প্রসব করাতে হাতুড়ে বা ধাইমা-রা ভরসা ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে লাগাতার প্রচারের পর সেই সমস্যা থেকে এখন অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে নাগরাকাটা। এখন প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা। সুরক্ষিত থাকছে সদ্যোজাতরাও।

এ কাজে আশাকর্মী থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরের অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদান যে অনস্বীকার্য, তা একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। নাগরাকাটার বিএমওএইচ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যেক গর্ভবতীর দিকে শুরু থেকে নজর রাখছেন। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত পরিষেবা অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতিদের পাওয়ার কথা, তাতে কোথাও কোনও খামতির প্রশ্নই নেই।' অন্তঃসত্ত্বাদের প্রসবের সময় বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিখরচায় নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও রয়েছে।

সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল।

> প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যেক গর্ভবতীর দিকে শুরু থেকে নজর রাখছেন। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত পরিষেবা অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতিদের পাওয়ার কথা, তাতে কোথাও কোনও খামতির প্রশ্নই নেই।
>
> **-মোল্লা ইরফান হোসেন**
> *বিএমওএইচ, নাগরাকাটা*

ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-'২৫ আর্থিক বর্ষে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়েছে ৬২৭টি। ২০২৩-'২৪ সালে বাড়িতে প্রসবের সংখ্যা ছিল এক। সর্বশেষ আর্থিক বছরে বাড়িতে প্রসবের কোনও খবর নেই। সুলকাপাড়া ছাড়াও ব্লকের ধূমপাড়া এবং লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ধরলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা আরও বেশি। সুলকাপাড়া থেকে অনেক অন্তঃসত্ত্বাকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেও অনেকে সন্তান প্রসব করেছেন।

নাগরাকাটা হল ডুয়ার্সের চা বলয়ের কোর এলাকা। ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সুলকাপাড়া, লুকসান এবং চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, তিনটিই চা বাগান ঘেরা। চা বাগান রয়েছে আংরাভাসা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি বনবস্তিও। সে কারণে অনেকসময়ই সেখানকার অন্তঃসত্ত্বাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব নিশ্চিত করা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। আর সেই চ্যালেঞ্জে যে স্বাস্থ্যকর্মীরা খুব ভালোভাবে উতরেছেন, সেটা নিয়ে সংশয় নেই স্বাস্থ্যকর্তাদের।

গহন বনের স্বাদ দিতে খুলছে পানঝোরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : চার বছর পর চালু হল বন দপ্তরের পানঝোরার ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প। নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সেখানকার চারটি কটেজ। চাপড়ামারি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের কোল ঘেঁষে মূর্তি নদীর ধারে অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রটি ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের নয়া ঠিকানা হতে চলেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই সংশ্লিষ্ট মহলে। বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কটেজগুলি বুকিং করা যাচ্ছে। আরও কীভাবে ক্যাম্পটিকে পর্যটকবান্ধব গড়ে তোলা যায়, সেটাও দেখা হচ্ছে।'

করোনা সংকটের সময় ২০২১-এর এপ্রিল মাস থেকে ওই ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পড়ে থাকা কটেজগুলিকে নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নেয় গরুমারা ডিভিশন। জীর্ণ কটেজগুলি মেরামতির পর প্রলেপ পড়েছে বাহারি রংয়ের। মখমলি ঘাস লাগিয়ে সবুজ করে তোলা হয়েছে গোটা ক্যাম্পাস। তৈরি করা হয়েছে দু'দণ্ড নিভৃতে প্রকৃতিকে উপভোগ করার জায়গা। ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পানঝোরা যৌথ বন পরিচালন সমিতিকে।

নতুন সাজে পর্যটকদের অপেক্ষায় পানঝোরার ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প।

দু'দণ্ড শান্তিতে জিরিয়ে নিতে আসা পর্যটকদের কাছে ওই নিরিবিলি স্থানটি এক সময় দারুণ প্রিয় ছিল। শব্দ বলতে সেখানে শুধু মূর্তি নদীর স্রোত আর দেশের মধ্যে অন্যতম পাখিরালয় হিসেবে পরিচিত চাপড়ামারি থেকে ভেসে আসা নানা ধরনের পাখপাখালির কলতান। বন্ধ হওয়ার আগে সেখানে প্রতিদিন পর্যটকদের জন্য আদিবাসী লোকনৃত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। সেটা ফের চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে যৌথ বন পরিচালন সমিতি। সমিতির সভাপতি অমৃত ছেত্রী বলেন, 'আগে গ্রামে ১৫টি নাচের দল ছিল। ধূপকাঠি থেকে হাতে তৈরি সামগ্রী পর্যটকদের কাছে বিক্রি করতেন স্থানীয়রা। বস্তিবাসীর কাছে আয়ের বড় উৎস ছিল এই ক্যাম্প। সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনাই এখন মূল লক্ষ্য।'

বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, পানঝোরার ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্পে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে রাখা হয়েছে জেনারেটর। পানঝোরা বস্তির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে মূর্তি রেলসেতু পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে পর্যটকরা যেতে পারবেন। এরপর অল্প কিছুটা পথ হাঁটতে হবে। আগে চাপড়ামারির জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার রাস্তা ছিল। তবে বনের সুরক্ষার কারণে সেই রাস্তাটি এখন আর ব্যবহার করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অমৃত বলেন, 'পর্যটকদের গাড়ি রাখতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সে কারণে গ্রামেই গ্যারাজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে অনলাইনে বুকিং শুরুও হয়ে গিয়েছে। নতুন করে খোলার পর বুধবার প্রথম পর্যটকদের একটি দল আসবে। আমরাও তাঁদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।'

সাঁকো ভাঙা, হেঁটেই ঝোরা পারাপার

আবদুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২২ এপ্রিল : বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়েছে প্রায় চার মাস আগে। বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া পোস্ট অফিসের পাশে কালুয়াঝোরার ওপর ওই সাঁকোটি বেশ কয়েকটি পরিবার সহ স্থানীয় পড়ুয়াদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানপাড়া কালুয়াঝোরা সংলগ্ন এলাকার ১৪/২০৭ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন। এই মুহূর্তে ঝোরায় জল কম থাকায় হেঁটেই পারাপার করেন স্থানীয়রা। তবে যান নিয়ে যাতায়াত করতে হলে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তারিণী রায়ের অভিযোগ, 'বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিতভাবে একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু আজও সমস্যার সমাধান হয়নি।' স্থানীয়রা জানালেন, প্রতি বছর বাঁশ, দড়ি দিয়ে নিজেরাই সাঁকো তৈরি করেন। কিন্তু তা টেকসই হয়নি। প্রশাসনের কাছে মজবুত সাঁকো কিংবা স্থায়ী সেতু নির্মাণের আর্জি জানানো হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমস্যা দেখা দেয়।

সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষের বক্তব্য, 'আমরা সেতু নির্মাণের দাবিপত্র পেয়েছি। অতিদ্রুত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।'

ওই এলাকার এক গৃহশিক্ষক সদানন্দ রায় জানিয়েছেন, সাঁকোটি ভাঙা থাকায় এলাকাবাসীরা খুব সমস্যায় রয়েছেন। পাশাপাশি যে সকল পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসে তাদেরকে অনেকটাই পথ ঘুরে আসতে হচ্ছে। তিনি বললেন, 'আমরা চাই দ্রুত এই এলাকায় সেতু নির্মাণ করে সমস্যার সমাধান করা হোক। নয়তো গ্রাম পঞ্চায়েত ঝোরা পারাপারের জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

অপহরণের তদন্তে পুলিশ

ধূপগুড়ি, ২২ এপ্রিল : প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে নাবালিকার প্রেম। সেই প্রেমের টানে প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছে ওই নাবালিকা। প্রেমিকের বিরুদ্ধে ধূপগুড়ি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকার অভিভাবকরা। ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার।

গত রবিবার ওই নাবালিকা প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছিল। তার পরিবার অপহরণের অভিযোগ করায় তরুণের পরিবার সালিশি সভা ডেকে সমস্যাটি নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নাবালিকার পরিবার তাতে নারাজ হওয়ায় সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। নাবালিকাটি একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার ১৮ বছর বয়স হতে এখনও কয়েকমাস বাকি। ফলে নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। নাবালিকা এবং তার প্রেমিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে পুলিশের দাবি।

বেহাল শৌচাগার

রাজগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কমিউনিটি শৌচাগারের বেহাল অবস্থা হয়েছে। দেড় বছর আগে জেলা পরিষদের তরফে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুন্দরদিঘিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকায় একটি শৌচাগার তৈরি করা হয়। কিন্তু দেখভালের অভাবে সেটি নষ্ট হচ্ছে। সেটির দরজা, জানলা চুরি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে জলের ব্যবস্থাও নেই। ফলে বাসিন্দারা শৌচাগারটি ব্যবহার করতে পারছেন না। সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শৌচাগারটি সংস্কার করে পুনরায় চালু করার জোরালো দাবি উঠেছে। এই ব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্য রণবীর মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'স্থানীয় বাজার কমিটি বা ক্লাবকে ওই কমিউনিটি শৌচাগারের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে জানি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সবুজ সঙ্গী।। *কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন আবুবক্কর মিয়াঁ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে

গাড়ি চালানো শিখতে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায়

ছবি : এআই

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ঝুঁকি আছে তা জানা আছে বিলক্ষণ। তবুও নবীন প্রজন্মের একাংশ ময়নাগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকেই বাইক বা ছোট গাড়ি চালানোর জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এসব চালানো শেখার জায়গার অভাব, প্রশিক্ষণকেন্দ্র না থাকার মতো বিষয়গুলি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের অবশ্য বক্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে এভাবে গাড়ি চালানো শেখা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।'

আগে অনেকেই ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দান, দেবীনগর বেসিক স্কুল ময়দান, আনন্দনগর নেতাজি ময়দানে বাইক অথবা ছোট গাড়ি চালানো শিখতেন। বছরখানেক আগে দেবীনগর বেসিক স্কুল ময়দানে এক দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে বাইক এবং ছোট গাড়ি চালানো শেখায় বাধা দিয়ে তা বন্ধ করে দেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানের চারদিক রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। আনন্দনগর নেতাজি ময়দানেও একইভাবে বাইক, গাড়ি চালানো শেখা বন্ধ করা হয়। এজন্য গাড়ি চালানো শিখতে কমবয়সিদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অথবা মহাসড়ককে বেছে নিচ্ছে। সকাল-বিকেলে ময়নাগুড়ির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় কেউ বন্ধুর সঙ্গে কিংবা পরিজনের কাছে বাইক, ছোট গাড়ি চালানো শিখছে। এছাড়া ময়নাগুড়ি দাড়িভিজা লিংক রোড এবং ময়নাগুড়ি-রামশাই রোডে নবীন চালকদের সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে এর জেরে পাল্লা দিয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও জোরালো হচ্ছে।

দাড়িভিজা রোড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রবিন বর্মনের কথায়, 'কিছুদিন আগে গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে স্থানীয় এক তরুণ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ধাক্কায় দুটি গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়।' আমগুড়ির বাসিন্দা অমল সরকারের বক্তব্য, 'শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এভাবে গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।'

প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের অভাবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে অপটু হাতে গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেড়েছে বলে বাসিন্দাদের দাবি। ২১ বছরের তরুণ শুভদীপ সাহার কথায়, 'গাড়ি চালানো শেখার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়েই রাস্তায় গাড়ি চালানো শিখতে হচ্ছে।' স্কুটার চালানো শিখতে আসা দেবরূপা দত্তও একই কথা বললেন।

সময়ে অফিসে আসেন না গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরা

আসা-যাওয়া, মাইনে পাওয়া...

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : সকাল ১১টা বেজে গেলেও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কর্মীদের দেখা নেই। বিভিন্ন প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে এমনই ছবি ধরা পড়ল। দিনের পর দিন দুপুর পেরিয়ে কর্মীরা দপ্তরে আসছেন বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবিষয়ে দপ্তরের কর্মীদের একাধিকবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণসহায়ক নিলয় গুহ রায় শুধু সময়মতো দপ্তরে আসেন। ১১ জন কর্মীর মধ্যে বাকিরা কেন নিয়ম মানছেন না? উত্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কানন অধিকারী বলেন, 'অনেকবার বলেছি, কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করেননি। যেহেতু কর্মীরা বিডিও দপ্তরের অধীনে তাই সেখানে বিষয়টি জানিয়েছি।'

মঙ্গলবার ঘড়িতে তখন সকাল ১১টা। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ল অফিস খাঁখাঁ করছে। একজন কর্মীও সেখানে নেই। বিবেকানন্দপল্লি থেকে একজন শংসাপত্র সংক্রান্ত কাজে এসেছেন। কথা বলে জানা গেল, তিনি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে এসে বসে আছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কানন অধিকারী দপ্তরে এসে হাজির হলেন। এরপর ওই তরুণীকে ডেকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজ প্রধান করে দিলেন।

এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ এলেন। তিনি দপ্তরের রেজিস্টার বের করে সেখান থেকে তথ্য নিয়ে তরুণীর হাতে থাকা কাগজটিতে লিখে দিলেন। মনোজ যে কাজটি করলেন সেটা দপ্তরের কর্মীর করার কথা। মনোজের কথায়, 'কয়েকজন কর্মী দুপুর ১টার পর অফিসে আসেন। কেন তাঁরা ১টা পর্যন্ত অফিসে নেই জানতে চাইলে জানান, দপ্তরের কাজে নাকি তাঁরা বাইরে আছেন। অথচ এবিষয়ে আগে থেকে আমরা কিছু জানতে পারছি না। কর্মী যথাসময়ে অফিসে আসেননি বলে কাউকে অপেক্ষা করতে বলতে পারি না। দপ্তরের সুনাম বজায় রাখতে তরুণীর কাজটি করে দিলাম।'

কর্মীদের একাংশের মধ্যে কার্যত বেপরোয়া মনোভাব তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারেও অনেক কর্মী স্বাক্ষর করছেন না বলে অভিযোগ। কিন্তু এদিন কর্মীদের অফিসে দেরিতে আসা নিয়ে সদর বিডিও মিহির কর্মকার আবার অন্য কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এদিন আবাস যোজনার কয়েকটি কাজ আমার দপ্তরে ছিল। যে কারণে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীদের সকাল সাড়ে ন'টায় আমার দপ্তরে আসতে বলা হয়েছিল। ওঁরা এখানে এসেছিলেন। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

ফাঁকা খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

কাজে অনীহা

- সকাল ১১টা বেজে গেলেও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কর্মীদের দেখা নেই
- পরিষেবা দিচ্ছেন প্রধান ও উপপ্রধান
- সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন

"অনেকবার বলেছি, কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করেননি। যেহেতু কর্মীরা বিডিও দপ্তরের অধীনে তাই সেখানে বিষয়টি জানিয়েছি।

কানন অধিকারী *প্রধান*
খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রামে ফিরল শ্রমিকের মৃতদেহ

ধূপগুড়ি, ২২ এপ্রিল : কেরলে পরিযায়ী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত এক তরুণের দেহ মঙ্গলবার দুপুরে বাড়িতে ফিরল। ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়ার বাসিন্দা সুশান্ত রায়ের (২৭) মৃতদেহ এদিন বাড়ি ফিরে আসতেই পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় সুশান্ত ভিনরাজ্যে রড বাইন্ডিংয়ের কাজে যান। পরিবারের সদস্যদের দাবি, কেরলে কাজে গিয়ে সুশান্ত তাঁর কোনও সহকর্মীর হাতে খুন হন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সুশান্ত রবিবার মোবাইল ফোনে ধূপগুড়িতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারপর কী করে তাঁর মৃত্যু হল তা পরিবারের সদস্যরা ভেবে পাচ্ছেন না। মৃতের মামা স্বপন রায়ের অভিযোগ, 'ভাগ্নেকে খুন করা হয়েছে।' যে ঠিকাদার সংস্থার অধীনে সুশান্ত কাজ করতেন, পরিবারের তরফে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝুলন্ত দেহ

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানি বস্তি থেকে মঙ্গলবার উদ্ধার হল দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতার নাম নেহা ওরাওঁ (১৭)। নেহা নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ত। মৃত ছাত্রীর বাবা ও মা পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা কেরলে থাকেন। ওই দম্পতির আরও দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা এদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে দরজা ভেঙে ওই ছাত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

যৌন নিগ্রহ

বানারহাট, ২২ এপ্রিল : নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল বানারহাট থানার পুলিশ। বানারহাট ব্লকের এক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে নাবালিকা ছাত্রীর শিক্ষক ছিলেন অভিযুক্ত। বর্তমানে ওই ব্যক্তি জেল হেপাজতে রয়েছে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। এই বিষয়ে বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।'

উন্মুক্ত সীমান্তে অবাধে চোরাকারবার

বাংলাদেশি পাচারকারী ধৃত

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে উন্মুক্ত সীমান্ত অতিক্রম করার সময় গোরু সমেত এক বাংলাদেশি পাচারকারী ভারতের মূল ভূখণ্ডে ধরা পড়ল। সোমবার মধ্যরাতে দক্ষিণ বেরুবাড়ির ৭৭৮-এর ১৮এস আন্তর্জাতিক পিলার সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম মহম্মদ শামিম। বয়স ৩৮ বছর। তার বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত মুক্তির হাটের সুবডিগঞ্জে। ইতিমধ্যেই গোরু সমেত ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বিএসএফের ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে জানা গিয়েছে, বিশেষ সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ধরা হয়েছে। ওই ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে থাকা গোরুটি উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ আউটপোস্ট পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ওই পাচারকারী একটি গোরু নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাওয়ার পথে ভারতের মূল ভূখণ্ডে তাকে ধরে ফেলে বিএসএফ। পরে বিএসএফ জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সবটা স্বীকারও করে নেয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে জমি বিতর্কের জেরে এলাকায় সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া গড়ে উঠেনি। ফলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ২৫-৩০টি গ্রামের প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকা এখনও এই অবস্থায় রয়েছে। সেই সুযোগে প্রায়ই ওই এলাকা দিয়ে গোরু সহ বিভিন্ন সামগ্রীর চোরাচালান অবাধে চলে। অবৈধ অনুপ্রবেশ যেন ওই এলাকায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে দ্রুত ওই উন্মুক্ত এলাকায় সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া তৈরির দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

সীমান্ত উন্মুক্ত থাকায় বাংলাদেশি পাচারকারীরা নিজেরাই অনায়াসে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, এদেশের পাচারকারীরা গোরু নিয়ে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় অপেক্ষা করে। বাংলাদেশের পাচারকারীরা সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে লেনদেন সেরে গোরু সঙ্গে নিয়ে ফের নির্বিঘ্নে ফিরে যায়। সীমান্ত নাগরিক সমিতির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাসের দাবি, 'সম্প্রতি বিএসএফের তরফে সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করার জন্য জমি জরিপ করে পিলার বসানো হয়েছে। তারপরে কোনও কাজ হয়নি। বর্তমানে অনেক জায়গায় সেসব পিলারও তুলে দেওয়া হচ্ছে। পুরোটাই যেন প্রহসন।' তাঁর অভিযোগ, এই বিষয়ে বিএসএফকে উদ্যোগ নিতে দেখা গেলেও প্রশাসনিক স্তরে কোনও তৎপরতা নজরে আসেনি।

বিএসএফের হাতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি। দক্ষিণ বেরুবাড়িতে।

ঘটনার বিবরণ

- সোমবার মধ্যরাতে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় পাচারকারী ধরা পড়ে
- ধৃত বাংলাদেশির নাম মহম্মদ শামিম
- বিএসএফ তাকে আটক করে মানিকগঞ্জ আউটপোস্ট পুলিশের হাতে তুলে দেয়
- গোরুটিও উদ্ধার করা হয়েছে

ছোট্ট তারা

আপালচাঁদ ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী আনিতি ওরাওঁ খেলাধুলো করতে, আঁকতে এবং নাচতে ভালোবাসে। এই তিনটি বিভাগে একাধিক পুরস্কার রয়েছে তার ঝুলিতে।

এখনও কাজ বাকি

বেলাকোবা, ২২ এপ্রিল : বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ কলোনিতে নতুন টিউবওয়েল বসানোর জন্য প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সিভিল বিভাগের কাজের পর মেকানিক্যাল বিভাগের কাজ বাকি রয়েছে। অভিযোগ, দপ্তরের তরফে সেরকম উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অমলেন্দু ভৌমিক বিবেকানন্দ কলোনির বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দ কলোনির পিএইচই-র দুটি টিউবওয়েলের মধ্যে একটি এক মাসের ওপর বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় টিউবওয়েলটি থেকে এলাকার সকলে পর্যাপ্ত জল পাচ্ছেন না। তিনদিন আগে প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু মেকানিক্যাল বিভাগের উদ্যোগ না থাকায় বাকি কাজ থমকে রয়েছে। অবিলম্বে বাকি কাজ শেষ করে এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা চালু করা হোক।' টিউবওয়েলের বিষয়টি দপ্তরের সিভিল বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেকানিক্যাল বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার অলোক বিশ্বাস।

অঞ্চলে আঁচল

ময়নাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ও রামশাই অঞ্চল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মসূচি হল। মঙ্গলবার রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খেমনেরহাট এলাকায়। এদিন সভায় এলাকার শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে রাজ্য সরকারের মহিলাকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মনোজ রায় সহ তৃণমূল মহিলার অন্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। বুধবার খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টেকাটুলি এলাকায় এই কর্মসূচি হবে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পঠনপাঠন শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ না রাখতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিল দেশবন্ধুনগর আরআর নম্বর ১ প্রাইমারি বিদ্যালয়। মঙ্গলবার ওই স্কুলের ৩৩ জন পড়ুয়াকে তিস্তা উদ্যানে নিয়ে যান শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুমকি রায় বলেন, 'বইয়ে বাচ্চারা বিভিন্ন ফুল গাছের নাম পড়ে। সেইসব ফুলের সঙ্গে পরিচয় করাতে বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে এসেছি।'

শিবির

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : অ্যানিমিয়া রোগের সচেতনতায় শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সচেতনতামূলক শিবির করল। মঙ্গলবার সশস্ত্র সীমা বলের ৪৬ নম্বর বাহিনীর কার্যালয়ে জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অ্যানিমিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

দুর্ঘটনা এড়াতে রোড সাইনেজ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : দুর্ঘটনা ও যানজট এড়াতে ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের নয়া উদ্যোগ। মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কের পাশে সচেতনতামূলক রোড সাইনেজ লাগানো হল। ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের ওসি ফারুক আলম বলেন, 'লাগাতার সচেতনতা অভিযান চালানো হচ্ছে। রোড সাইনেজ লাগানোর পর ট্রাফিক আইন ও নির্ধারিত নিয়ম না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্রান্তি ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় মাঝেমধ্যে যানজটের সমস্যা দেখা দিত। বিশেষ করে লাটাগুড়ি বাজার, মৌলানি বাজার ও ক্রান্তি বাজারে এই সমস্যা দিন-দিন বাড়ছিল। এবার ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের তরফে বাজারের ওই সমস্ত জায়গাকে 'নো পার্কিং জোন' হিসাবে চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হল। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে ওই সমস্ত জায়গায় কোনও বাইক, টোটো ও ছোট গাড়ি পার্কিং না করার জন্য বারবার সচেতন করা হয়েছিল। তাও বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় অনেকে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখতেন। সেজন্য প্রায়দিন বিভিন্ন বাজার সংলগ্ন এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হত। সেকারণে এবার রোড সাইনেজ লাগিয়ে, 'নো পার্কিং জোন' চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর যদি কেউ ওই জায়গায় কোনও গাড়ি পার্ক করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাশপাশি ক্রান্তির বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাতেও এদিন গাড়ি ধীরে চালানোর জন্য রোড সাইনেজ লাগানো হয়েছে। ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের ওসি ফারুক আলমের কথায়, 'যাতে কেউ মদ্যপান করে গাড়ি না চালায়, সিট বেল্ট পড়ে থাকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে সড়কের বিভিন্ন প্রান্তে রোড সাইনেজ লাগানো হয়েছে। যাতে কেউ নিয়ম না ভাঙে সেজন্য লাগাতার নজরদারি চালানো হচ্ছে। ব্রেথালাইজার দিয়ে কেউ মদ্যপান করে গাড়ি চালাচ্ছে কি না তাও দেখা হচ্ছে।'

গাছের ঠিকুজি জানতে কিউআর কোড

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : কোন গাছের কী উপকারিতা, সেই গাছের বিজ্ঞানসম্মত নামই বা কী ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য এক মুহূর্তে পড়ুয়াদের জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল সমগ্র শিক্ষা মিশন। মঙ্গলবার বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্কুল প্রাঙ্গণ ও আশপাশের গাছের গায়ে কিউআর কোড সাঁটাল ছাত্রছাত্রীরা। স্মার্টফোন দিয়ে ওই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই মিলবে সংশ্লিষ্ট গাছটি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীব দাস বলেন, 'এই উদ্যোগে শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, উপকৃত হবেন স্কুলগুলির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও।' গাছ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। কিউআর কোড তৈরির জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। ওই ওয়েবসাইটে হরেকরকম গাছগাছালির তথ্য আপলোড করা যায়।

বেলাকোবার মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়াংকা চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের স্কুলে কৃষ্ণচূড়া, কদম সহ বিভিন্ন ধরনের শৌখিন বা অর্নামেন্টাল গাছের কিউআর কোড তৈরি করে ছাত্রছাত্রীরা সাঁটিয়েছে।' ওই স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা জানিয়েছে, কাজটি করে তারা বিভিন্ন গাছ সম্পর্কে বিশদে জানতে পেরেছে। শাল, সেগুন, জারুল, আম, জাম, সিধা, চিলৌনি, রুদ্রাক্ষ, হরিতকীর সহ নানা ধরনের গাছের কিউআর কোড তৈরি করেছে একতিয়াশাল বিএফপি, ওয়াশাবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল, খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুলের মতো বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা।

রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলে এই কর্মসূচির পাশাপাশি প্রকৃতি বিষয়ক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চন্দনকুমার বর্মন।

গাছের পরিচিতি জানাতে কিউআর কোড সাঁটাল পড়ুয়ারা।

"আমাদের স্কুলে কৃষ্ণচূড়া, কদম সহ বিভিন্ন ধরনের শৌখিন বা অর্নামেন্টাল গাছের কিউআর কোড তৈরি করে ছাত্রছাত্রীরা সাঁটিয়েছে।

প্রিয়াংকা চক্রবর্তী *প্রধান শিক্ষিকা*
মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুল

পিছোল মামলা

আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আবেদনের মামলা মুলতুবি রইল। নিম্ন আদালত থেকে মামলার নথি হাইকোর্টে না আসায় মঙ্গলবার শুনানি মুলতুবি হয়ে যায়।

কুণালকে অনুমতি

কুণাল ঘোষের লন্ডন যাত্রার আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মঙ্গলবার নির্দেশ দেন, নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে কুণালকে। সেখানে যেসব শর্তাবলি রয়েছে, তা বহাল থাকবে।

ফিরলেন রাজীব

হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর পদে নিয়ে আসা হল তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২১ সালে তৃণমূলে ফেরার পর থেকে তিনি কোনও পদেই ছিলেন না।

মেয়াদ বৃদ্ধি

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ জুন মাস পর্যন্ত বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৬ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

খরচ না হওয়া অর্থে নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সরকারের সব দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' চলতি মাসের মধ্যেই জানতে চায় নবান্ন। গত আর্থিক বছরে (২০২৪-'২৫) দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে টাকা খরচ করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে তার আর্থিক পরিমাণই বা কত, বিস্তারিতভাবে অর্থ দপ্তরকে তা জানাতে বলা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের এই সার্কুলার (নম্বর ২৬/এফবি) পাওয়ার পর এখন সরকারের সব দপ্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, গত আর্থিক বছরে বিভিন্ন দপ্তর বাজেট বরাদ্দের পরও যে টাকা খরচ করতে পারেনি, এবার তার বিস্তারিত জানা হবে। দপ্তরগুলির কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে অর্থ দপ্তর। খরচ না হওয়া বাড়তি অর্থ সরকারকে কিছুটা হলেও আর্থিক সংকটে বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন প্রশাসনের খবর, অর্থসংস্থান করা অর্থ দপ্তরের বাড়তি চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনওভাবে এই বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে দপ্তরকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, কোনও অবস্থাতেই যেন রাজ্যে সামাজিক প্রকল্প চালু রাখার কাজে কোনও বাধা না আসে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যশ্রী', 'কন্যাশ্রী', 'কৃষক ভাতা', 'বিধবা ভাতা' সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু রাখতে অর্থ দপ্তরকে টাকা জোগাড়ের বিষয়ে নিয়মিত হিমসিম খেতে হচ্ছে। তারই মধ্যে 'একশো দিনের কাজ', 'বাংলা আবাস যোজনা'র মতো প্রকল্পের কাজেও সরকারকে বিশাল পরিমাণ অর্থের জোগানও স্বাভাবিক রাখতে হচ্ছেই অর্থ দপ্তরকে। এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, একশো দিনের কাজ বা আবাস যোজনায় দিল্লি থেকে কেন্দ্রের টাকা পাওয়ার আশা প্রায় তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে টাকার জন্য দিল্লির অপেক্ষায় না থেকে এজন্য টাকার সংস্থান রাজ্যকেই করতে হবে। আর এসবই চাপ বাড়িয়েছে অর্থ দপ্তরের।'

কোন দপ্তরের কী খাতে টাকা পুরোটা খরচ করা যায়নি আর ভবিষ্যতেও খরচ করা সম্ভব নয়, বাড়তি এই টাকাই এখন নজরে রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। নবান্ন সূত্রের খবর, সামনের বছরেই বিধানসভা ভোট রাজ্যে। সেটা মাথায় রেখেই এখন রাজ্যের জেলায় জেলায় দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক চালু প্রকল্পগুলির ওপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। পুরোটা মনিটরিংয়ের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দায়িত্বে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্যের অর্থসচিবকে পাশে নিয়ে মুখ্যসচিব নিয়মিত এই কাজে রয়েছেন। টাকার ব্যাপারে বাড়তি চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের কাজ চলছে নিয়মিত।

মুখ্যমন্ত্রী খুব সম্ভবত আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নবান্নের সভাঘরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকতে পারেন। তাঁর মুখোমুখি হতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে এভাবেই তৈরি করার পদক্ষেপ চলছে বলে খবর নবান্নের।

যোগ্যের সংখ্যায় বিভ্রান্তির শেষ নেই

চাকরিহারাদের বিক্ষোভের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতায় আচার্য সদনের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

চাকরিহারাদের পাশে জুনিয়ার ডাক্তাররা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সোমবার দুপুর থেকেই অনশন আন্দোলন শুরু চাকরিহারাদের। সাধারণ মানুষের কপালে আবারও ভাঁজ। আরজি কর আবহ কি আবার ফিরছে? 'নাগরিক আন্দোলন'-এর যে জোয়ার মানুষ গত সেপ্টেম্বরে দেখেছিল, সেই একই জোয়ারের প্রভাব কি এপ্রিলের শিক্ষক আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে?

সোমবার সাধারণ নাগরিক হিসেবে দিতিপ্রিয়া সরকার সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট করে বলেন, 'সল্টলেকে থাকি। এসএসসি ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষিকা যাঁরা আছেন, বাথরুম বা কোনও দরকারে আসতে পারেন। দরজা খোলা রইল।' পোস্টটি প্রচুর শেয়ার হয়।

আরজি কর আন্দোলনে যাঁরা সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিলেন, চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভে সবার আগে হাত বাড়িয়েছেন তাঁরাই। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া সহ একটি দল সোমবার রাতেই পানীয় জল, খাবার নিয়ে পৌঁছে যান আচার্য ভবনের সামনে। সেখানে ত্রিপল পেতেই অসুস্থ আন্দোলনকারীদের চিকিৎসার জন্য ক্যাম্প শুরু করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, 'আন্দোলন বাড়লে ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আরও বাড়ানো হবে।'

শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। সেই ভয়েই জল খাচ্ছেন না বেশিরভাগ বিক্ষোভকারী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এসএসসি ভবনের সামনে অসুস্থ হয়ে পড়েন কিছু চাকরিহারা। সাবিনা কিসকু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা করলেও পুলিশের বাধায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেগুলি বসাতে পারিনি।' অবশ্য সজলের পাঠানো বায়ো টয়লেট দুপুরের পরে পৌঁছে যায় এসএসসি ভবনের বাইরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে একদল প্রতিনিধি খাবার ও জল সহ একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিয়েছেন বিক্ষোভ মঞ্চে।

কেউ অন্তঃসত্ত্বা, কারওর কিডনিতে সমস্যা, কারও আবার কোলে শিশু সন্তান। ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর পরেও তাঁরা এখনও অবস্থানে। তবে জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'আমরা যে দাবি নিয়ে অবস্থান শুরু করেছিলাম মানুষ সেগুলোকে সমর্থন করেছিল। তাই আন্দোলনের সঙ্গে অনেকেই জুড়েছিলেন। এই আন্দোলনেও মানুষ সাহায্য করছেন। তবে দুটো আন্দোলনকে সমান মনে করছি না।'

চাকরিহারাদের খিচুড়ি ও জল বিতরণ। মঙ্গলবার কলকাতায়।

জট কাটেনি শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে কনফারেন্স রুমে ৮ জন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীর অনশনের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে চাকরিহারা ১০ জন শিক্ষকের পাশাপাশি বৈঠকে শামিল হন গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র ৮ জন প্রতিনিধিও।

সোমবার আচার্য সদনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থানের পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাইরে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। মঙ্গলবার বিকাল অবধি এসএসসির চেয়ারম্যানের তরফে কোনও বার্তা না আসায় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে ২ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডিরোজিও ভবনের দরজার বাইরে অবস্থানরত 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর ৫০ জনের বেশি প্রতিনিধির দল।

> আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।
>
> **মৌমিতা বিশ্বাস,** *শিক্ষাকর্মী*

তাঁরা বলেন, 'ভবনের ভিতরের ক্যান্টিন থেকে খাবার খাচ্ছেন শিক্ষা কর্তারা। আর আমাদের মধ্যে ৮ জন প্রতিনিধি রাতভর অনশন করছেন। মরা-বাঁচার খবর শিক্ষা আধিকারিকেরা রাখেন না।' যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ না হলে আত্মহত্যারও হুমকি দেন শিক্ষাকর্মীরা।

মঙ্গলবার এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের পর চাকরিহারারা জানান, '১৭,২০৬ জনের যে তালিকা বিকাশ ভবন দিয়েছে তার মধ্যে ১৫,৪০৩ জন শুধু যোগ্য। মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি।' ফলে এখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন না বঞ্চিতরা। মঙ্গলবার ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে রামানুজের তরফেও কোনও বার্তা আসেনি অনশনকারী শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশে। সন্ধ্যায় এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের জট কাটল তো না-ই, বরং বেড়েছে।

শিক্ষকদের এসএসসির তরফে আপাতত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনওরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি। এমনকি এসএসসি তাঁদেরকে বেতন দিতেও অস্বীকার করেছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত বিবৃতি না প্রকাশ করলেও মৌখিকভাবে শিক্ষাকর্মীদেরকে এমনই বার্তা দিয়েছে এসএসসি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অনশনকারী শিক্ষাকর্মী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।'

বোসের বাইপাস সার্জারি

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কয়েকদিন পরে বাইপাস সার্জারি করা হবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। তিনি এখন কলকাতার বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কমান্ড হাসপাতাল ও ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ওই বোর্ডের সদস্যরা তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে অস্ত্রোপচার করা হবে। মুর্শিদাবাদ সফর শেষে কলকাতায় ফেরার পর রাজ্যপালের কাঁধে ব্যথা অনুভূত হয়। এর পরই তাঁকে প্রথমে কমান্ড হাসপাতাল ও পরে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেতন বিভ্রাটে সুকান্ত-পত্নী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ২৬ হাজার চাকরি চুরি কাণ্ডের জেরে রাজ্যজুড়ে স্কুল শিক্ষকদের বেতন বিভ্রাটের শিকার হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রী কোয়েল মজুমদার। গত মাসে তিনিও বেতন পাননি। তবে এই ঘটনার পিছনে কোনও চক্রান্ত দেখছেন না সুকান্ত নিজেও। তাঁর মতে, এটা নিছকই বিভ্রাট। তবে সুকান্ত বললেও জল্পনা থামছে কই।

দক্ষিণেশ্বরে সস্ত্রীক দিলীপ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে গেলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে গিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে স্ত্রীকে নিয়ে পুজো দেন তিনি। ভবতারিণীর মন্দির সহ শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিবিজড়িত 'ঠাকুর ঘর' ঘুরে দেখেন দিলীপ ও রিঙ্কু।

পোপের প্রয়াণে শোক কোর্টে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে কলকাতা হাইকোর্টে শোকজ্ঞাপন করলেন বিচারপতিরা। মঙ্গলবার আদালতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সূত্রের খবর, তিনদিন আদালতের পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় থাকবে।

মে'তে মুর্শিদাবাদে মমতা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ওয়াকফ ইস্যুতে চলতি মাসের মাঝামাঝি উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, সুতি। তারপর সেখানে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এবার সেখানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি মুর্শিদাবাদে যাবেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন। এদিন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধুলিয়ানের দুটি জায়গায় অশান্তি হয়েছে। আমরা চাই না দাঙ্গা হোক। কিন্তু এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় কিছু মানুষকে ব্যবহার করে এই গোলমাল পাকিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই চক্রান্ত আমরা ফাঁস করবই। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় আমি এই ক'দিন যাইনি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমি যাব ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলব।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগেই ঘোষণা করেছি, মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেব। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। যাঁদের দোকান ভেঙেছে, তাঁদেরও কীভাবে পাশে থাকা যায়, আমরা ভাবছি। এই জন্য একটা এস্টিমেটও করতে বলেছি। আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' অশান্তির পর মুখ্যমন্ত্রী কেন যাননি, তা নিয়ে বিরোধীরা বারবার আক্রমণ শানিয়েছে। এদিন মেদিনীপুরের মঞ্চ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি সঠিক সময়েই যাব। এই দুঃখজনক অশান্তির পিছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মুখোশ আমি খুলে দেব। আমাদের সরকার শান্তির পক্ষে। আমরা কেউ চাই না মানুষ ঘরছাড়া হোক, প্রিয়জনকে হারাক।'

দ্বিতীয় কিস্তি আগামী মাসে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মে মাসেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়নি। সেই কারণে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আমরা ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে ডিসেম্বর মাসেই দিয়ে দিয়েছিলাম। সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও আমরা মে মাসে দিয়ে দেব।'

যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম

অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতায় প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম। যৌন হেনস্তার অভিযোগ ও তার সুরাহা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় নীতি অনুযায়ী, সিপিএমের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি রয়েছে। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অভিযোগ এই কমিটির কাছে পৌঁছোয়। এই কমিটিতে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। তবে দলের অন্দরে নেত্রীরা প্রশ্ন তুলছেন, কমিটির কাছে বিষয়গুলি পৌঁছোলেও শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি নিয়ে সংশয় রয়েছে। কমিটির কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলের নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে বিষয়টি অভ্যন্তরীণ কমিটিতে বিচারাধীন। এর আগেও সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। কিন্তু রাজ্য সম্মেলনে হঠাৎই তাঁকে হাজির হতে দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগেও কলকাতার দুই তরুণ নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ রজকের একটি অশালীন ভিডিও ভাইরাল হয়। তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়। সম্প্রতি তরুণ নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, টালিগঞ্জের সিপিএম নেতা সোমনাথ ঝা, যুব সংগঠনের আরেক নেতা সোহম মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। একাধিক ক্ষেত্রে বিষয়গুলি অভ্যন্তরীণ কমিটির কাছে পৌঁছোলেও সুরাহা হয়নি বলে দলীয় নেত্রীদের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণী সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'আমি ৩৫ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করেছি। নভেম্বর মাসে জেলা নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। বিষয়গুলি কীভাবে ভাইরাল হল জানি না। অভ্যন্তরীণ কমিটি কতটা বিচার করে তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা হওয়ার পর শুধু আশ্বাসই দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তো বংশগোপালের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হল না। আমার মনে হয়, ওঁকে আশ্রয় দিচ্ছে দলের নেতারা।' দলের আরেক মহিলা নেত্রী কনীনিকা ঘোষ বোস বলেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরেই দলের বিভিন্ন সম্মেলন, কর্মসূচি ছিল। তাই হয়তো বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। তবে ঘটনায় বিচার হবে এটাই আশা করি।'

ত্রাণ নিয়ে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ত্রাণ কাজে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু। রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনে নিশ্চিত করাই যখন লক্ষ্য শুভেন্দুর, তখন সুকান্ত রাজপথে ত্রাণ সংগ্রহের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত। মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনায় বাঙালি হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষায় রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতৃত্বের এই দ্বি-মেরু অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গের গেরুয়া শিবির।

সোমবারই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, আগামী দু-তিন সপ্তাহ তিনি সর্বশক্তি দিয়ে মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে চান। সেই কারণে, ওই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ঘনিষ্ঠ মহলে শুভেন্দু সাফ জানিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে প্রকৃত অর্থে না দাঁড়াতে পারলে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় বিজেপি যে সত্যিই আন্তরিক, সেকথা হিন্দু বাঙালিকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

সেই কারণেই মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যাওয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন এমনকি রাজ্যপালকে উদ্দেশ করেও শুভেন্দু বলেছিলেন, শুধু ছবি তুলে চলে আসা নয়, আক্রান্ত হিন্দু বাঙালিরা কড়া পদক্ষেপ দেখতে চাইছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক সংস্থাগুলির ওপর চাপ বাড়াতেই এই বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু।

কারণ, মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে এনআইএ তদন্ত এখনও আদালতে বিচারাধীন। এই আবহেই এদিনও খোলা হাওয়ার মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদের ত্রাণ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ফরাক্কার সুতিতে বুধবার থেকে খোলা হাওয়া ও একাধিক এনজিও ত্রাণ কাজ শুরু করবে। প্রথম দফায় ৩০০টি

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ

পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়াই তাঁদের প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় দফায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জেলায় সাম্প্রতিক হিংসায় যে ৯টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির পুনর্নির্মাণ ও শুদ্ধিকরণের কাজ করা হবে। তৃতীয় দফায় বাকি ৪৫০ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শুভেন্দুর দাবি, ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণবাবদ সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার চেক বিলি করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে থেকে ত্রাণ সংগ্রহের ব্যাপারেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে এদিনই হাজরায় ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছিলেন সুকান্ত। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি কার্যত শুরুতেই শেষ হয়ে যায়।

হাজরা মোড়ে পাইলট কার সহ সুকান্ত এসে পৌঁছোনোর আগেই সেখানে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। হাতে ত্রাণ সংগ্রহের বাক্স নিয়ে নামার পরই সুকান্তকে পুলিশ জানিয়ে দেয়, অনুমতি ছাড়া তারা এধরনের কর্মসূচি করতে দেবে না।

পুলিশের সঙ্গে সামান্য কিছু বচসার পরই কার্যত গ্রেপ্তার বরণ করেন সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। ঘণ্টা দুয়েক বাদে লালবাজার থেকে মুক্তিও পান সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। হাজরা মোড়ে সুকান্তর কর্মসূচির মেয়াদ ছিল সাকুল্যে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের মুহূর্তে। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৩ সংখ্যা, বুধবার, ৯ বৈশাখ ১৪৩২

সরকারি উদ্দেশ্যে সন্দেহ

অসহায়তার চূড়ান্ত। কয়েক হাজার শিক্ষক কার্যত পথে বসেছেন। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে। তাঁরা জানেন, এই পথ ছাড়লে আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। পথে থাকলেও সমস্যার সুরাহা হওয়ার নিশ্চয়তা ক্ষীণ। দিশাহীন একদল শিক্ষিত মানুষ। যাঁদের অনেকের মেধা ঈর্ষণীয়। যে মেধা হতে পারত রাজ্যের সম্পদ। বদলে সেই মেধা এখন যেন রাজ্যের বোঝা। যে মেধাকে কাজে লাগানোর সদিচ্ছা সরকারের দেখা যাচ্ছে না।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষকতা শুরু করা একদল মানুষ বরং এখন নানা সন্দেহের মুখে। সত্যিই মেধা ছিল কি ওঁদের? নাকি ঘুষ দিয়ে শিক্ষকপদের নিয়োগপত্র কিনেছিলেন তাঁরা? সেই অভিযোগ সত্যি হলে এঁরা কি আদৌ শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? ওঁরা শিক্ষকতা চালিয়ে গেলে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর কি ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে না? সন্দেহ শুধু নয়, পথে বসে থাকা শিক্ষকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল।

অথচ রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবস্থা হবেই। শুধু সরকারের ওপর ভরসা রাখতে বলেছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন 'যোগ্য' শিক্ষকদের আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই অনুমতি মিলেছিল চলতি বছরের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগের শর্তে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত বাণী ছিল, আর চিন্তা নেই, সময় যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন সমস্যা আর থাকবে না।

জটিলতা কাটাতে তাঁর হাতে 'এ টু জেড' বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানো আছে শুনে বিশ্বাস করেছিলেন শিক্ষকরা। স্বস্তি পেয়েছিল তাঁদের পরিবার। আশ্বস্ত হয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই চৌপট হয়ে গেল সব পরিকল্পনা। চাকরি রাখতে প্রথম কাজটি ছিল যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ। সেই কাজ করতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকা কমিশন আদৌ দিতে পারবে কি না, তাও ঘোর অনিশ্চতায় ভরা। সে ব্যাপারে কমিশন কর্তাদের মুখে কুলুপ।

হঠাৎ জট পাকিয়ে দিতে তৈরি করা হল কাউন্সেলিংয়ের কাহিনী। যা নিয়ে সিবিআই তদন্ত বা আদালতে মামলা চলাকালীন এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। এখনকার নিয়মে শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে। কমিশনের তরফে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম তিনটি কাউন্সেলিং থেকেই শুধু যোগ্যদের বেছে নেওয়া হবে। বাকি কাউন্সেলিংয়ে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের কপাল পুড়ল। তাঁরা সবাই অযোগ্য বলে বিবেচিত।

এই কাহিনী ছড়ানোর অর্থ নানাবিধ। প্রথমত, এতে যোগ্য শিক্ষকের তালিকা খুব ছোট হবে। আদালতে পেশ করা সিবিআইয়ের অযোগ্য তালিকার বাইরে যাঁরা, তাঁদের খুব কম অংশ যোগ্য তালিকায় বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ হল তৃতীয় কাউন্সেলিংয়ের পর থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, সেগুলি সবই অবৈধ। তাতে দুর্নীতি কতটা পাহাড়প্রমাণ, সেটা বেআব্রু হল। তৃতীয়ত, যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার বিষয়টি বিশবাঁও জলে চলে যেতে পারে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই খামখেয়ালিপনায় বজ্রাঘাত হল হাজার হাজার শিক্ষকের মাথায়। নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও চাকরি নিশ্চিত নয়। বিরাট এক দুর্নীতি চক্রের ষড়যন্ত্রের বলি হলেন তাঁরা। যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশু কোনও পথ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের অনেকে জেলবন্দি থাকলেও শাস্তি কারও হয়নি। হবে- এমন নিশ্চয়তা নিয়েও ধন্দ আছে।

প্রশ্ন তোলা অসমীচীন হবে না যে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই চাকরি বহাল রাখার আর্জি কি তাহলে নিছকই সময় কেনার চেষ্টা? যাতে দুর্নীতিপর্ব আরও বেশি করে আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়া যায়? সেই চক্রান্তের বলি হয়ে শিক্ষকরা কি অকূলপাথারে পড়লেন না? এমনিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে থাকা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে কোমায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। যার খেসারত দেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

সম্পূর্ণ নির্দোষ পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা কোনওমতে ক্ষমা করা যায় না। পহলগামে পর্যটকদের ওপর আক্রমণ যন্ত্রণা এবং ব্যথার কারণ। এই অমানবিক কাজের নিন্দা করার ভাষা নেই। যাঁরা তাঁদের প্রিয় মানুষ হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি।

- দ্রৌপদী মুর্মু

ভাইরাল

সিংহের দলের থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করল একা কুদ্ধ মোষ। বাচ্চাটি মায়ের সঙ্গে ঘুরছিল। তাকে আক্রমণ করে কয়েকটি সিংহ। রুখে দাঁড়ায় মা। সিংহগুলিকে গুঁতিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। এক পাল মোষ চলে এলে পিছু হটে সিংহরা।

আজ

১৬১৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

১৯৯২

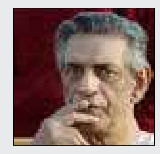

আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়।

সোজা-সাপটা

আমাদের দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত এক কিশোরী। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা।

কৈশোরে কষ্টের বোধ এবং গ্রীষ্মের অনুভূতি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গ্রীষ্ম হল কিশোরের, গ্রীষ্ম হল শিশুর। বেপরোয়া ঋতু। গ্রীষ্ম হল তপস্বীর। কষ্টের বোধ থাকলে গ্রীষ্মকে পাওয়া যায় না। আমরা যখন কিশোর তখন মনে আছে, দুরন্ত দ্বিপ্রহরে আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতুম, কখন বড়রা ঘুমিয়ে পড়বেন! যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছেন, ততক্ষণ ভীষণ মনোযোগী ছাত্র। হঠাৎ জানলার বাইরে তার আবির্ভাব। আমার মতোই আরেক কিশোর। আমার আগেই সে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। ফাঁকি দিতে পেরেছে শাসকশ্রেণিকে। একালে যাঁরা আরও প্রবল রূপ ধারণ করে কৈশোরটাকেই হত্যা করে বসে আছেন, তাঁদের।

গণিতের খাতা, অনুবাদের বই, ব্যাকরণ— সব তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভরদুপুরে পলায়ন। পাকা মানুষের, বিষয়ী মানুষের কল্পনার বাইরে। গরমে, রোদে যখন দমবন্ধ হয়ে আসে, মাটিতে পা ফেলামাত্রই যখন ফোসকা পড়ার মতো অবস্থা, ছাগলেও যখন ছায়া খুঁজছে, সেই সময় দুই উন্মাদ কিশোর গ্রীষ্মের অভিসারে চলেছে। জীবনের পাঠশালা থেকে রুদ্রের পাঠশালায় চৈত্রের ভৌতিক বাতাসে প্রান্তরের যত্রতত্র ধুলোয় ঘূর্ণি বাউলের মতো নেচে উঠছে। ঝরাপাতা ওড়ার শব্দে অদৃশ্য মানবীর আঁচলের উপস্থিতি। কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমবাগানের নিরালা ছায়ায় একটি কূপ। সেই কূপে জল তুলছে যে, সে আমাদের বাতাসী নয়, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। ভিক্ষু আনন্দ স্বয়ং গ্রীষ্ম। তৃষ্ণার্ত। তাঁর গম্ভীর প্রার্থনা—'জল দাও আমায় জল দাও।/ রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ হা,/ আমায় জল দাও।/ আমি তাপিত, পিপাসিত,/ আমায় জল দাও।/ আমি শ্রান্ত, হা/ আমায় জল দাও।'

শীত আমাদের মোলায়েম একটু রোদ্দুর ছাড়া কী-ই বা দিতে পেরেছে। আর রংবেরঙের বাহারি কিছু ফুল। ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট। ফল সব বাইরের। না আপেল, না কমলা।

গ্রীষ্ম তো ওই একটা জায়গায় টেক্কা মেরে গেছে শীতকে। চৈত্রের আমবাগানে মধ্যদিনে ঢুকলে নেশা ধরে যাবে। আম্রমুকুলের মাতাল করা গন্ধ। সর্বত্র মধু বর্ষণের পুটপুট শব্দ। ফলসার চ্যাটালো পাতায় কচি সবুজ। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নাকছাবির মতো হলুদ-হলুদ ফুল। ফল আসছে। গাছের তলায় দাঁড়ালে, মাথায় ঝরে পড়বে কুঁড়িফাটা পাপড়ি। জামের উঁচু উঁচু ডালে, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো লিটির লিটির জামের মুকুল। পেয়ারা গাছে মিল্কপাউডার খাওয়া ছুঁচোর মতো ছ্যাতরানো ফুল। বেলগাছ ছেয়ে গেছে সবুজ ত্রিপত্রে। পাতার খাঁজে খাঁজে সবুজ পান্নার মতো বেলের থেলো। হলুদ গেরুয়া। রোদের কাছে সবাই ঋণী।

দুই কিশোর হাতে গাবভ্যারেন্ডার ডাল নিয়ে মেটে পথ ধরে চলেছে। কোথাও ছায়া নেই। ফুস করে বাতাস ফুঁ মারল। ছাইগাদা থেকে সাদা পাউডার-লেজের ঝাপটা মেরে গেল। রাস্তার প্রতিটি বালি আর কাঁকরের

দানা জ্বলছে, কিন্তু গাছের পাতা সতেজ, সবুজ। রোদ শুষছে। সূর্যই যে সবুজের কারণ। রাস্তা চলেছে সামনে, চালা আটচালার জটলার ভেতর দিয়ে।

আমাদের নাকে হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে লাগবে। গুড় আর চিনি একসঙ্গে পাক হচ্ছে। এই হল গোপালদার বাতাসার কারখানা। তিনজন ভারিক্কি চেহারার মানুষ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বেশবাসে, চাটাইয়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায় একের পর এক বাতাসা পেড়ে চলেছেন। বিস্ময়কর দক্ষতা। ফুটো পাত্র থেকে মোটা রসের ধারা নেমে আসছে। হাত যেন ঘুরছে দক্ষিণী নাচের মুদ্রায়। আর একদিকে কাঠের গোল বারকোশে পাতা হয়েছে সাদা সুতো। বিশাল কড়ায় ফুটছে চিনির রস। কারিগর তাওয়া মেরে দেখছেন পাক কেমন হল! হিসেব বড় সাংঘাতিক। এক সুতো, দু-সুতো, সাত সুতো। কোন পাকে মিছরি জমবে, মিছরির ওস্তাদই তা জানেন। রস ঢালা হবে কাঠের ওই গোল থালায় সুতোর জালির ওপর। রস ঠান্ডা হলেই জমে যাবে দানা মিছরি। চালার ভেতরের বাতাস উনুনের গরমে থিরথির কাঁপছে। বাইরের জমি এত উত্তপ্ত, কে একখুরি জল ছুড়ল, তৃষ্ণার্ত বসুন্ধরা নিমেষে টেনে নিল। এই গ্রীষ্মে মিছরি আর বাতাসার কাটতি খুব বেশি। ফুল বাতাসা এক-একখানা জলে ভিজিয়ে গালে ফেলো, পিত্তনাশ হবে। কাঠের ওপর খড়ির দাগ টেনে গোপালদা হিসেব রাখছেন, ক-থালা মিছরি নামল!

আমরা গুড়-চিনির গন্ধ নাকে নিয়ে, গায়ে খানিক উত্তাপ মেখে এগিয়ে যাব সামনে। আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। বাঁই বাঁই করে চাক ঘুরছে। কুমোরপাড়া। লাল লাল হাঁড়ি, কলসি, খুরি, ভাঁড় রোদে শুকোচ্ছে। চাকে তৈরি হচ্ছে মাটির গেলাস। অভয়দার হাতের কেরামতিতে আমরা হাঁ হয়ে যাব। দেখলেই মনে হয় সূর্য দিয়ে তৈরি। রসের ছিটেফোঁটাও নেই। অভয়দার চালার ওপর লতিয়ে উঠেছে লাউগাছ। সকালের ফোটা ফুল দ্বিপ্রহরে চুপসে গেছে। ছাইয়ের গাদায় একটা ধুঁদুলের চারা চোখ মেলেছে। ধুলোর গাব্বুতে চড়াই নেমেছে চান করতে।

আমরা দুজন এদিক ওদিক তাকাই। একজনকে আমরা প্রায়ই খুঁজি। আমাদের বিশ্বাস এই জায়গাটাই সেই জায়গা। এইখানেই আমরা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুনকে খুঁজে পাব। হঠাৎ আমাদের মনে হত, গ্রীষ্মের এই ভয়ংকর দুপুরটাই ইন্দির ঠাকরুনের জ্বরতপ্ত বুক। বেড়ার গায়ে সবুজ একটি লতা, কি ছোট একটি ঝোপ। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বুকে শীতল সান্ত্বনা। অদূরেই বসাক জমিদারের মজা ডোবা। এতই তেষ্টা এই গ্রীষ্মের, সব জল টেনে নিয়েছেন গণ্ডূষে। ধারে ধারে তাল, সুপুরি গাছের সারি। ওদের যদি মা থাকত তাহলে তিনি বলতেন, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস, একটু ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নে না বাপু! তালগাছের যেমন বরাত, যার মাথায় অত হাতপাখার বোঝা, সে কেন একটু বাতাস দিতে পারে না। আমার সেই কৈশোরকালের বন্ধু হারু যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল বয়সের তুলনায়। সে বলেছিল, লেজ আর হাতপাখা নিজেকেই নিজে নাড়াতে হয়। অপরে নাড়ালে হয় না। তালের অত পাখা সব বাতাসে নাচাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ হারুর কাছেই শিখেছিলুম তুলসীদাসজির দোঁহা। যা আমরা খারাপ ধরনের বড়লোক দেখলেই মন্ত্রের মতো আওড়াতুম। সে এই শিড়িঙ্গে, মাথামোটা তাল, খেজুরকেই উদ্দেশ করে।

'বড়ে বড়ে যো কহতে হেঁয় বড়েমে তাল খজুর।/ যব ঠনকো ছায়া নহি, ফল পাওনকা দূর।'

বড় হয়েছিস তো কী হয়েছে! সে তো তাল, খেজুরও বিশাল লম্বা। তলায় গিয়ে বোসো সামান্য ছায়াও মিলবে না উত্তপ্ত এই নিদাঘে। আর ফল? তার নাগাল পেতে হলে ফায়ার ব্রিগেডের মই আনতে হবে। তাল, খেজুরের খরখরে ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যেত সুকুমার রায়কে, 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায় ভীষণ রোদে ভাজা।' 'হালকা মেঘের পানসে ছায়া' চেটে দেখিনি, চোখে দেখেছি। পাতলা একটা আঁচলের মতো মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। তালের কাঁদি পড়েছে। সবই শাঁস। টলটলে জলেভরা হৃদয়ের মতো। রুদ্র গ্রীষ্ম পারে না সেই অন্তঃকরণের জল শুষে নিতে।

বসাকদের সেই মজা ডোবা আমাদের কাছে ছিল কিং সলোমনস মাইনের মতো। কাদা শুকিয়ে ফাট ধরেছে। বৃদ্ধার ত্বকের মতো। আর সেইখানে সামান্য খোঁচাখুঁচি করলেই বেরিয়ে পড়ে একটি আনি কি দুআনি, নিদেন কয়েকটি ডাবল পয়সা। তখনও বছরকয়েক আগে চলা হালকা ধরনের ফক্কিকারি নয়া পয়সার চল হয়নি। এক আনায় সেকালে অনেক কিছু পাওয়া যেত। একটি বড় তালশাঁস সন্দেশ। চারটে আলুর চপ। আটটা গুলি লজেন্স। কপর্দকহীন দুই কিশোরের কাছে সেই অর্থ ছিল সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির মতো। আমাদের গবেষণার বিষয় হত, কোথা থেকে আসে এই অর্থ! এ কি ধরিত্রীর দান! বর্ষায় ডোবাটা যখন টইটুম্বুর পুকুর হয়ে যায়, তখন হয়তো পাড়াপ্রতিবেশী মহিলারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় মানসিক করা এই অর্থ জলকে দান করেন। আমাদের তখন আফসোস হত, সমুদ্র কেন শুকোয় না! আমরা একবার একটা সোনার দুল পেয়েছিলুম, সেটাকে আবার মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছিলুম। অন্যের অলংকার আমরা নিতে পারি না। সে হবে চুরির মতো।

আমরা হাঁ করে খেজুর গাছের খরখরে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। গ্রীষ্মের হাপর থেকে ফুস বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অধ্যবসায়ী কাক ঠোঁটে পাতা কামড়ে ঝুলছে। তার একটা সোঁটা চাই। আর কয়েকদিন পরেই সে মা হবে, বোশেখি কাক। এই তো বাসা বাঁধার সময়। দিশি খেজুরের থোলো নেমেছে। কিছু সবুজ, কিছু পেকে লাল। টুপটাপ ঝরছে। মহানন্দে আমরা কুড়িয়ে চলেছি। এমন কিছু সুস্বাদু নয়। আঁটি আর চামড়া। সামান্য কষা। তা হোক। একেবারে গাছপাড়া। আর কৈশোর হল সর্বভূক। ভেসে যেত সাবধানবাণী, খাসনি, পেট কামড়াবে!

আরও একটা আকর্ষণ তো আমাদের এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত, এক কিশোরী। ছিলই। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা।

জনমন জনমত

আইপিএল, আইএসএল ও ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা

প্রতি রাতেই এখন আইপিএল দেখি। প্রতি রাতেই নতুন কোনও নায়ককে দেখা যায়। যেভাবে আইপিএলে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে, তা চোখে পড়ার মতো। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস খারাপ লাগছে। চেতেশ্বর পুজারা, করুণ নায়ারের মতো টেস্ট তারকারা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বেশি টাকা পাচ্ছেন না। অনেক প্লেয়ার আবার দু-একটা ম্যাচ ভালো খেলছেন, তারপর আবার হারিয়ে যাচ্ছেন।

আইপিএলের পাশাপাশি আইএসএলও দেখি টিভিতে। খারাপ লাগে কোনও জায়গাতেই বাঙালি তারকা আর উঠে আসেন না। বাঙালিরা কি তাহলে খেলা ভুলে গেল? খুব কম বঙ্গসন্তানই আইএসএল বা আইপিএলে মাতান। অধিকাংশই জ্বলে উঠে নিভে যান।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আইএসএলে বাঙালির এক প্রাণের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। কলকাতা ময়দানে এখন পুরোনো কর্তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরান স্পনসররা। মোহনবাগান ক্লাবে পুরোনো কর্তারা অর্থহীন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কর্তারা এখনও প্রশাসন চালান। স্পনসররা গুরুত্ব পান না। তার ফলে লাল-হলুদ ক্লাবের ব্যর্থতা সীমাহীন। এই কর্মকর্তারা কবে ক্লাব থেকে সরবেন, প্রশ্ন। এঁরা যতদিন থাকবেন, ততদিন সাফল্য আসবে না।

অঙ্কিতা সাহা, শিলিগুড়ি

বাগ্রাকোটে শখের লুপে লুপ্ত বন্যপ্রাণ

বর্তমানে নেট স্ক্রল করলেই উত্তরবঙ্গের ভাইরাল লুপ পুলের ছবি মাঝেমধ্যেই চলে আসছে। মনুষ্যসমাজ লুপ পুলের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলছে, 'দ্যাখো গাইস যেন বিদেশে চলে এসেছি। আসলে বিদেশ নয় এটা আমাদের উত্তরবঙ্গ।' সেতুটি সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

কিন্তু সেতুর ছবিটি একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এখানে প্রকৃতির উপর নির্মম অত্যাচার হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্প, ঝড়ে যখন কোনও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তখন মানবসভ্যতার কান্নার শব্দ শোনা যায়। ওই সেতুর দিকে তাকালেও যেন শোনা যায়, এক নির্মম বুক ফেটে যাওয়া ক্রন্দন। উন্নয়ন যেমন দরকার তেমনি পরিবেশরক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের ভালোর জন্য আমরা যেভাবে বন্যপ্রাণকে ধ্বংস করে দিচ্ছি তার ফল অবশ্যই খারাপ হবে।

আমার মতে, সেতুতে ঘুরতে যাওয়া প্রত্যেক পর্যটকের উচিত, একটি করে বৃক্ষরোপণ করে আসা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে সেতুর নীচে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা। ইট-পাথরের সংসার ছেড়ে আমরা প্রকৃতি দেখতে যাই নিজেদের জীবনকে

স্বস্তি দিতে। সেই ভ্রমণে যদি ময়ূর, হরিণ, খরগোশ, নাম না জানা পাখিদের দেখি তাহলে আমাদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু লুপ পুলের পাশাপাশি গিয়ে মনে হবে আপ্যায়ন করার মতো কেউ নেই, যেন মৃত নগরী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনজনের বাড়িতে প্রবেশ করে অনেকটা খালি মুখে ফিরে আসার মতো।

কবিতা ঘোষ
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।

রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ নিয়ে সুপ্রিম রায়

অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার ও সেখানকার রাজ্যপালের বিরোধ নিয়ে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায় যে গোটা দেশে একটা আলোড়ন ফেলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তামিলনাড়ু সরকারের অভিযোগ ছিল, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল ২০২০ সাল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা আটকে রেখে রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে চাইছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যপাল আরএন রবির ১০টি বিলকে আটকে রাখার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একে অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বলে রায় দেন এবং বিল অনুমোদন বা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে সময়সীমা ধার্য করে দেন। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরই তামিলনাড়ু সরকার ওই ১০টি বিলকে আইন হিসাবে ঘোষণা করেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই আইনে পরিণত হল ১০টি বিল।

এই রায় নিয়ে কেরলের রাজ্যপাল এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। দুই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মাও নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিদের সমালোচনা করেছেন। এতে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে আঁচ করেই বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছেন, দল এই বক্তব্যের দায় নেবে না। কিন্তু তারপরেও নাড্ডার বক্তব্য উপেক্ষা করে এ রাজ্যের পদ্ম বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল যেভাবে নিশিকান্ত দুবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তাতে সন্দেহ সুপরিকল্পিতভাবেই কি শীর্ষ আদালত এবং বিচারপতিদের উপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে কোনও বিশেষ লক্ষ্যে?

সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজ্য-রাজ্যপালদের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযৌক্তিক বিতর্ক বন্ধে এই ঐতিহাসিক রায় যদি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক দিশা দেখায় তবে সেটাই মঙ্গল। আমাদের এখন অপেক্ষার পালা।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

ভুল সংশোধন

২২ এপ্রিলের কাগজে ভুলবশত গোপালকৃষ্ণ গান্ধির জন্ম সাল অন্য লেখা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। যে পাতা স্পর্শ করলে গা চুলকোয় ৫। একগুঁয়ে বা বেয়াদপ ৬। সামান্যতম জিনিসপত্র বা সংগতি ৮। শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ শরবতও হতে পারে ৯। যেখানে পদ্মফুল ফোটে ১১। খুবই রূপবান কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি ১৩। নলযুক্ত জলের পাত্র ১৪। স্নেহ-মায়া বা ভালোবাসার বন্ধন

উপর-নীচ : ১। জ্ঞাপন করা ২। ব্যথা, যন্ত্রণা বা অসুখ ৩। ময়দার ঘিয়ে ভাজা খাবার ৪। যা চলছে না ৬। স্বাদে নোনতা ৭। অপমানের চিহ্ন ৮। অসাধু উদ্দেশ্যে কিছু পাঠানো ৯। শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় ১০। ফন্দি-ফিকির ১১। জল বেরোনোর নালা ১২। মণ্ডপের শামিয়ানা ১৩। দেবতার অনুগ্রহ।

সমাধান ■ ৪১২১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।
উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯। অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

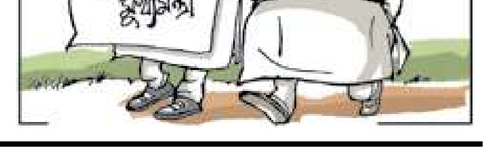

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটির রেলপ্রকল্পে ‘না’ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের পর এবার বাংলাদেশে চলা রেলপ্রকল্পগুলি থেকেও হাত গুটিয়ে নিল ভারত। বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচে নির্মীয়মাণ অন্তত ৩টি প্রকল্প বন্ধ এবং আরও ৫টি প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যেসব প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, আখাউড়া-আগরতলা ক্রস বর্ডার রেল লিংক, খুলনা-মোংলা পোর্ট রেললাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প। বাংলাদেশে ধারাবাহিক রাজনৈতিক হিংসা এবং ভারতীয় শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিরাপত্তার কারণে প্রকল্পগুলির কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসাবে নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর। এজন্য সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

কয়েক বছর ধরে পূর্ব ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছিল দিল্লি। প্রতিবেশী দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করা হচ্ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছে। বন্যা থেকে মূল্যবৃদ্ধি সব কিছুর জন্য ভারতকে দায়ী করা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। খোদ মুহাম্মদ ইউনূস চিনে গিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে ‘স্থলবেষ্টিত অঞ্চল’ এবং বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের ‘অভিভাবক’ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ যে সহজ নয় তা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেননি প্রধান উপদেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সিদ্ধান্ত কূটনীতি, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতির নিরিখে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্ভরতা কাটাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। এর মধ্যে

বিকল্প নেপাল আর ভুটান

রয়েছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে রেললাইনের সংখ্যা দ্বিগুণ বা চারগুণ করে সেগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরকে যুক্ত করা। সেই লিংক আগে থেকেই রয়েছে। এবার সেটিকে আরও মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল।

পাশাপাশি ভুটান ও নেপালের ভিতর দিয়ে রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারত-নেপাল রেল চুক্তি এবং ভুটানের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিগুলির মাধ্যমেই এটা সম্ভব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেল আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম ধাপে ভারত ও নেপালের মধ্যে রেল সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে।

স্থান, সময় ও নিশানা বাছাইয়ে উঠছে প্রশ্ন ■ পহলগামে ঘোড়ায় চড়ার সময় হামলা

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হানা!

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের লক্ষ্য করে জঙ্গিদের গুলিবর্ষণে গোটা ভূস্বর্গে আতঙ্কের পরিবেশ। শুধু উপত্যকায় নয়, চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে দিল্লির দরবারে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে। হাইঅ্যালার্ট জারি করা হয়েছে রাজধানী নয়াদিল্লিতে। শুধু দিল্লি নয়, দিল্লি সহ সব বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু কেন পর্যটকদের ওপর এই জঙ্গি হামলা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেছে বেছে কেন মঙ্গলবারই পহলগামের বাইসারান ভ্যালিতে জঙ্গি হামলা ঘটল তার উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গোয়েন্দারা। সোমবার ভারতে এসেছেন সস্ত্রীক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। হামলার সময় তিনি ভারতেই ছিলেন। আবার মঙ্গলবারই সৌদি আরব সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে অমরনাথ যাত্রা। পহলগামে সেই যাত্রার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। তাই একই সঙ্গে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ এবং ভারত-মার্কিন সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তেই এই হামলা চালানো হল কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা আধিকারিকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দুদের নিশানা করেছে। সম্প্রতি

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়েছিলেন। দেশভাগকে সঠিক কাজ বলে আখ্যা দিয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা যে আলাদা সেই কথা পাকিস্তানি অভিবাসীদের সামনে জোর গলায় দাবি করেছিলেন পাক সেনাপ্রধান। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অঙ্গ বলেও জানানোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাকে তাঁরা ভয় পান না বলে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। গোয়েন্দাদের একাংশের ধারণা, মঙ্গলবারের হামলার নেপথ্যে ইন্ধন জুগিয়েছে পাক সেনাপ্রধানের ওই উসকানি। পাক মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবা-র সংগঠন ‘টিআরএফ কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স ফোর্স’-এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

জঙ্গিরা সাধারণত পর্যটকদের নিশানা করে না। নিরাপত্তা বাহিনী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের এতদিন নিশানা করা হত। কিন্তু এদিন সেই মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি হামলার সময় এবং স্থান নির্বাচনের দিকে তদন্তের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জানান, দোষীদের কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শ্রীনগরে জরুরি বৈঠকে বসেন সেনা, সিআরপিএফ, এনআইএ, আইবি চিফ, লেফটেন্যান্ট গভর্নর সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। গোটা ঘটনার তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

‘তোকে মারব না, এটা মোদিকে বলিস’

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে বেড়াতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে বহু পর্যটকের। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কর্ণাটকের শিবমোগার বাসিন্দা মঞ্জুনাথ। বলিউডের বহু বিখ্যাত ছবির শুটিং হয়েছিল যে জায়গায় সেই বৈসরন উপত্যকায় তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন স্ত্রী পল্লবী এবং ছোট ছেলেকে নিয়ে।

চোখের সামনে গুলি করে মারা হয় মঞ্জুনাথকে। দিশাহারা পল্লবী এদিন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বারেবারেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটা দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ ঘটে। আমরা তিনজন পহলগামে ছিলাম। আমরা ভেলপুরী খাচ্ছিলাম। অনেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আচমকাই আমার স্বামীকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।’ তিনি বলেন, ‘যে গুলি চালাল সে বলল আমার স্বামী মুসলিম নয়, হিন্দু। তাই ওঁকে গুলি করা হয়েছে।’ পল্লবী আরও জানান, হামলার পর তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

পল্লবীর দাবি, আততায়ীরা বিশেষভাবে হিন্দুদের নিশানা করেছিল। তাঁর কথায়, ‘তিন-চারজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমি তখন বলেছিলাম, আমাকেও মেরে ফেলো, আমার স্বামীকে তো মেরেই ফেলেছ। তখন একজন আততায়ী বলল, ‘আমি তোকে মারব না। এটা গিয়ে মোদিকে বলিস।’

পল্লবীর আবেদন, যাতে তাঁর স্বামীর মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব শিবমোগায় আনা হয়। তিনি বলেন, ‘এভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। মরদেহ এয়ারলিফট করতে হবে। আমরা চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে ফিরিয়ে আনা হোক।’

ঘটনার নিন্দা করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এক্স-এ লিখেছেন, ‘এই দুঃখজনক ঘটনায় কর্ণাটকের মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জরুরি বৈঠক ডেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেছি।’ তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমরা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। যেকোনও ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। কর্ণাটক সরকার আক্রান্তদের পাশে আছে।’

পহলগামে জঙ্গি হামলার বহু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজমাধ্যমে। একটি ভিডিওতে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকা এক মহিলা বারবার বলছিলেন, ‘আমার স্বামীকে বাঁচান। ভাইরাল ভিডিওতে আরও দুটি দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অপর একটি

নিরাপত্তারক্ষীরা দৌড়ে যাচ্ছেন ঘটনাস্থলের দিকে। পহেলগামে।

ভিডিও ক্লিপিংসে এক মহিলাকে সাহায্য প্রার্থনা করতে শোনা গিয়েছে। পহলগামের যে বইসরন উপত্যকায় হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানে সাধারণত পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। মঙ্গলবারও তার অন্যথা হয়নি। তারই সুযোগ নিয়ে হামলা চালায় লস্কর মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ‘যখন ওই হামলা হয় তখন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম। যে দুজন জঙ্গি গুলি চালায় তাদের আমি দেখেছি। প্রচুর গুলি চলেছে।’

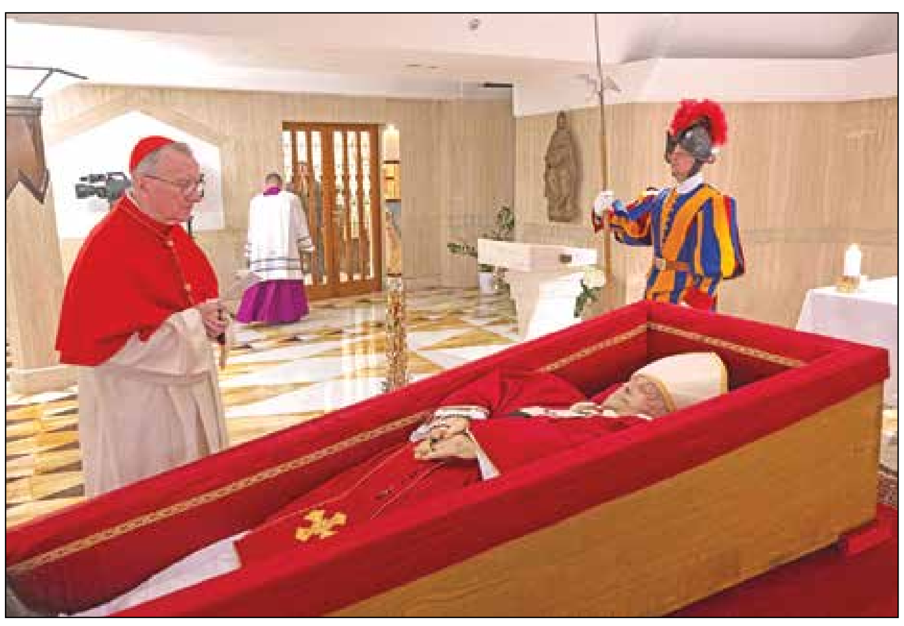

কফিনে পোপ ফ্রান্সিসের দেহ। মঙ্গলবার ভ্যাটিকান থেকে এই ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

খোলা কফিনের ছবি প্রকাশ

পোপের শেষকৃত্য শনিবার

ভ্যাটিকান সিটি, ২২ এপ্রিল : শনিবার সকালে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় শেষকৃত্য হবে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের। সোমবার ৮৮ বছর বয়সে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার ভ্যাটিকান প্রকাশ করেছে পোপের খোলা কফিনে শায়িত ছবি সহ শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা। সান্তা মার্তা বাসভবনের চ্যাপেলে কাঠের কফিনে শায়িত পোপের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুইস গার্ডরা। বুধবার থেকে প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পোপ ফ্রান্সিসের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহ সমাহিত হবে রোমের সেন্ট মেরি মেজর ব্যাসিলিকায় একেবারে অনাড়ম্বরভাবে। অন্তিম ইচ্ছায় তিনি লিখে গিয়েছেন, ‘আমার গোটা জীবন ঈশ্বর জননী কুমারী মেরির কাছে সমর্পিত। তাই আমি চাই আমার দেহ তাঁরই ব্যাসিলিকায় মাটির নীচে একেবারে সাধারণভাবে সমাহিত হোক। কোনও অলংকার ও আতিশয্য ছাড়াই, শুধুমাত্র একটি নামফলক থাকুক তাতে।’ অন্যদিকে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরই শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি। ভেঙে ফেলা হয়েছে ফিসারম্যান্স রিং ও শিসামোহর। কার্ডিনালদের একটি দল শেষকৃত্য ও চার্চ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনায় বসেছেন। শোকের আবহে পরবর্তী কে পোপ হবেন, তা নিয়েও বৈঠক চলছে। ভোটাভুটির মাধ্যমে পরবর্তী পোপ বাছাই হবে। ভারত থেকে চারজন ক্যাথলিক এই ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন। এশিয়া থেকে পরবর্তী পোপের দৌড়ে বেশ কয়েকজন রয়েছেন।

প্রয়াত পোপের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে সহ বিশ্বের বহু নেতানেত্রী।

জয়পুরে নতুন পৃথিবী গড়ার বার্তা

দার্জিলিং চা কিনলেন ঊষা

জয়পুর, ২২ এপ্রিল : চারদিনের ভারত সফরে এসে সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। শুল্কযুদ্ধের মাঝে দুই দেশের এই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি যে চূড়ান্ত হওয়ার পথে, দু-তরফেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে জয়পুর গিয়েছেন ভান্স। তাঁর সঙ্গে মরুরাজ্যে পা রেখেছেন স্ত্রী ঊষা এবং ৩ ছেলেমেয়ে। জয়পুরে অম্বর দুর্গের প্রবেশপথে তাঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী।

সেখানে আমেরিকার সেকেন্ড ফ্যামেলিকে সম্মান জানায় ২টি সুসজ্জিত হাতি। সেগুলির পরনে ছিল সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলংকার।

দুর্গে রাজস্থানি লোকশিল্পীদের নাচ, গান দেখে দৃশ্যত অভিভূত মনে হয়েছে ভান্সদের। দিওয়ান-ই-খাস (শিশমহল), দিওয়ান-ই-আম, বড়দারি এবং প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তাঁরা।

ভান্স পরিবারের আগমন উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুর ১২টা থেকে অম্বর দুর্গপ্রাসাদ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। অম্বর থেকে বেরিয়ে একে একে জল মহল, হাওয়া মহল, বিখ্যাত গোলাপি দেওয়াল ঘেরা রাস্তা, জয়পুরের প্রাচীন প্রাচীর এবং রামবাগ প্রাসাদ ঘুরে দেখেন তাঁরা। রামবাগের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে রাত্রিবাসের কথা ভান্সদের।

এদিন দুপুরে রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেখানে ভারত-মার্কিন বহুপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। ভান্স বলেন, ‘আমাদের গুরুদায়িত্ব হল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সমাজ গড়ে তোলা। আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে চাইছে। আমরা একটি উজ্জ্বল নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই, যা মানুষকে পরিবার গঠনে সহায়তা করবে।

সার্বিক বিকাশ, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যকে সহজ করে তুলবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে মোদি-ভান্স বৈঠকের পর ভারত ও আমেরিকার প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে দু-পক্ষই।

জয়পুরে ভান্স ও তাঁর পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে কথা বলেছেন মোদি ও ভান্স। একই সঙ্গে তাঁরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে ভান্সকে নিয়ে সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়ামে হাজির হয়েছিলেন ঊষা। সেখান থেকে ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং দার্জিলিং চা কিনেছেন মার্কিন সেকেন্ড লেডি।

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড

বস্টন, ২২ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। হার্ভার্ডের অনমনীয় মনোভাব রীতিমতো ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারকে। এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্প্রতি হার্ভার্ডকে ২২০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি) অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। সরকারের সঙ্গে টক্কর জারি রেখে ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে চেয়ে আদালতে গিয়েছেন হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ। সমাজমাধ্যমে তাঁরা লিখেছেন, অনুদান বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মামলা করা হয়েছে। কারণ, তাঁদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক। এটি ‘সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার’ ছাড়া কিছু নয়।

হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার বিবৃতি দিয়ে জানান, ‘অন্যায় দাবি মানতে না চাওয়ায় হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে একাধিক বেআইনি পদক্ষেপ করে যাচ্ছে ট্রাম্প সরকার।’ হোয়াইট হাউস অবশ্য পালটা প্রতিক্রিয়ায় কড়া মন্তব্য করেছে। প্রেসসচিব হ্যারিসন ফিল্ডস বলেন, ‘হার্ভার্ডের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করদাতাদের টাকায় আর আমলাতান্ত্রিক মোটা বেতনের উৎসব চলতে দেওয়া হবে না। অনুদান কোনও অধিকার নয়—এটা প্রাপ্যতা। হার্ভার্ড সেটা হারিয়েছে।’ অন্যদিকে হার্ভার্ডের সঙ্গেই একমত হয়েছেন অনেক প্রাক্তনী ও শিক্ষাবিদ। হার্ভার্ডের প্রাক্তন ছাত্রী অনুরিমা ভার্গব বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন আবারও বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ওপর আঘাত হানছে। হার্ভার্ড সাহসিকতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের গর্বিত করেছে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের সংগঠন আমেরিকার উচ্চশিক্ষা পরিষদ (আমেরিকান কাউন্সিল অফ এডুকেশন) হার্ভার্ডের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। সভাপতি টেড মিশেল বলেন, ‘আশা করি, আদালত এবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে—বিজ্ঞান ও শিক্ষার স্বাধীনতা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা চলবে না।’

কপ্টার ভেঙে মৃত পাইলট

আমরেলি, ২২ এপ্রিল : গুজরাটের আমরেলিতে প্রশিক্ষণরত হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হল এক পাইলটের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০টা নাগাদ। পুলিশ জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি দিল্লির একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। আমরেলি বিমানবন্দর থেকে সেটি উড়েছিল। পাইলট একাই ছিলেন।

‘সবার ওপরে সংসদ’

ফের ধনকরের নিশানায় বিচার বিভাগ ■ ভারসাম্যের বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই। সংবিধান কেমন হবে, সেটা ঠিক করবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই। তাঁদের ওপর আর কেউ নেই। মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বিচারবিভাগের বিরুদ্ধে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের এহেন আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই বিচারবিভাগ বনাম শাসনবিভাগের টানাপোড়েন আরও তীব্র হয়েছে।

তিনি এদিন জরুরি অবস্থার সময় আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ধনকর বলেন, ‘দুটি পৃথক মামলায় সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে দু’রকম রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। অপরদিকে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সংবিধানের অঙ্গ হল প্রস্তাবনা। সংবিধান নিয়ে মনের মধ্যে কোনও দ্বিধা রাখা উচিত নয়।’ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কথায় এদিন জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, ‘১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা একজন প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার ওপরে আর কোনও প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। কারণ, সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।’ ধনকরের জানিয়েছেন, সংসদে পাশ হওয়া আইনের ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার কারও নেই।

সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা অব্যাহত থাকায় কেন্দ্র এদিন বিচারবিভাগের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিচারবিভাগের প্রতি সম্মান সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভের উচিত, বিকশিত ভারতের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করা। বিচারবিভাগ এবং আইনবিভাগ একই মুদ্রার অভিন্ন দিক বলেও দাবি করেছে ওই সূত্রটি।

এবারও ধনকরের সমালোচনা করে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেন, ‘না সংসদ না শাসনবিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।’

সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

> সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।
>
> **জগদীপ ধনকর**

> না সংসদ না শাসন বিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।
>
> **কপিল সিবাল**

বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ ওই মামলা খারিজ করে সাফ জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছে।

অপরদিকে কর্ণাটক সরকারের একটি মামলায় বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, ‘প্রতিদিনই প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করা হচ্ছে। কাজেই আমি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চিন্তিত নই।’

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ৫ মে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা নিয়ে শাসকদলের সাংসদদের রোষানলে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতকে। বিচারবিভাগের ওপর সংসদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, কোন আইন কেমন হবে, তাতে কী কী সংশোধন আনা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার সংসদের রয়েছে। এদিন ধনকর বলেন, ‘গণতন্ত্রকে কখনও বাধা দেওয়া যায় না। আমাদের নীরবতা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষাকারীদের সংবিধান মেনে এবং সংবিধানের দেখানো পথেই চলতে হয়। আমরা আমাদের ভারতীয়ত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করি। কীভাবে আমাদের গণতন্ত্রকে নষ্ট করার চেষ্টা সহ্য করতে পারি। কোথাও সরকারি সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো কোথাও সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এসব শক্তিকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। প্রথমে সদ্ভাব বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে। তাতে কাজ না হলে প্রয়োজনে তেতো দাওয়াই দিতে হবে।’

যুদ্ধবিমান উড়িয়ে মোদিকে সম্মান

রিয়াধ, ২২ এপ্রিল : দু’দিনের সফরে মঙ্গলবার সৌদি আরব পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। দেখা করবেন সৌদি শাসক রাজা সালমানের সঙ্গেও। সেই সফরের শুরুতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সম্মান দিল সৌদি আরব। সেদেশের আকাশসীমায় প্রবেশের পরেই প্রধানমন্ত্রীর বিমানের দু-পাশে উড়তে দেখা যায় সৌদি বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি এফ-১৬ ফাইটার জেটকে। সেই বিমান বহর পথ দেখিয়ে জেড্ডা বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে যায় মোদির বিমানকে। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সৌদি সরকারের একাধিক মন্ত্রী। এছাড়া ভারত ও সৌদি আরবের বহু মানুষও বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন।

এদিন এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি হল আমাদের দুই দেশের লক্ষ্য। সৌদি আরবের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে ভারত সম্মান করে। গত

রিয়াধে নরেন্দ্র মোদি।

কয়েক বছরে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।’ বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি সফরে সৌদি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বাণিজ্য, জ্বালানি, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন মোদি।

> ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত।

ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত। বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ায় চিনে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে চিনে তেল রপ্তানি কমছে সৌদি আরবের। ভারতে রপ্তানি বাড়িয়ে সেই ঘাটতি কমাতে আগ্রহী রিয়াধ।

শোভন-রত্না বিচ্ছেদ মামলা

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ‘বনাম’ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়। আইনত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বিচ্ছেদ মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত অগাস্টের মধ্যে শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি রত্নার পক্ষের ৭ জন সাক্ষীর প্রত্যেকের সাক্ষ্য নিম্ন আদালতকে গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে বিচারপতি আসানউদ্দিন আমানুল্লা ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ।

২০১৭-র ১৩ নভেম্বর আলিপুর আদালতে স্ত্রী রত্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেছিলেন শোভন। প্রাক্তন মেয়রের পক্ষে ৩ জন সাক্ষী দিয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া ২০১৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য ১৮-২০ জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন রত্না। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় নিম্ন আদালত। এরপর রত্নার তরফে ৭ জন সাক্ষীর নামের তালিকা পেশ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিল রত্না-শোভনের ছেলে, রত্নার বাবা এবং ভাই। কিন্তু সেই আবেদনও খারিজ হয়ে যায়।

কেশরীর সাফল্যেও জঙ্গিহানায় মর্মাহত অক্ষয়

কেশরী চ্যাপ্টার ২। জালিয়ানওয়ালাবাগের খুন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস। কেশরী ২ শতকোটির ক্লাবে যোগ দিল বলে। এমন সুসময়েও বিষণ্ণ নায়ক অক্ষয়কুমার। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় মর্মাহত তিনি। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে এবং অন্যান্যরা। এই ধারায় আজও অক্ষয় অনন্য, প্রমাণ হালের স্কাই-ফোর্স। আবারও দেশের গৌরব তাঁর হাতে। এবার আর প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চর্বিতচর্বণ যুদ্ধ নয়, প্রাক স্বাধীনতার যুগের অন্যতম ভয়ংকর ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খোলনলচে উঠে আসছে পর্দায়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ- শিশু নির্বিশেষে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে ডায়ার নির্বিচারে গুলি করে খুন করেন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ার। আইনি লড়াইয়ে ইংরেজ সরকারকে নাস্তানাবুদ করে প্রমাণ করেছিলেন ডায়ারের কর্মকাণ্ড বেআইনি। কিন্তু সহজ পথে সেই জয় আসেনি। সেদিন আদালতে শঙ্করনের বিপরীতে ইংরাজ দাঁড় করায় আইনজীবী নেভাইল ম্যাককিনলেকে। শুরু হয় দুর্ধর্ষ রোমহর্ষক কোর্টরুম ড্রামা, উঠে আসে ভারতে ইংরেজদের 'অমানবিকতা'র এক অচেনা সত্য। ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী। তিনি এই পদে একেবারে নতুন। কিন্তু কোর্টরুম ড্রামার মতো দীর্ঘস্থায়ী ন্যারেটিভকে গল্পের মলাটে নিয়ে আসা কম কথা নয়। দেশের গৌরব তুলে ধরা বেশ ঝকমারি, কারণ সেখানে আবেগ এমন কামড়ে ধরে যে ছোট ছোট জায়গায় সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো চোখে পড়ে না, পড়লেও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে ছবি একপেশে হয়ে যেতে পারে। করণ এই ফাঁকগুলো এড়াতে পেরেছেন। ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে দিল্লিতে, উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। আইনজীবী চারু প্রজ্ঞা ছবি দেখে জানিয়েছেন, তিনি চোখের পলক ফেলতে পারেননি। প্রায় একই অভিজ্ঞতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তারও। তিনি জানিয়েছেন ছবির কিছুটা দেখেছেন, পরে পুরোটা দেখতে চান। ছবি দেখে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা দেশের জন্য মরতে পারিনি, কিন্তু দেশের জন্য বাঁচার কাজটা তো শুরু করতে পারি।' অক্ষয় ব্যক্তিজীবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসক, ফলে কেশরি ২-এ চারু বা রেখার প্রশংসার অর্থ বদলে যেতে পারে—মনে হতে পারে, অক্ষয়ের ছবি বলে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশংসা করছে। তবে ছবিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম আছে, সেখানে দেশজনিত আবেগ, দেশের জয়টাই আসল, অন্তত আসল হওয়া উচিত। অক্ষয় বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের এই ছবি দেখা উচিত।' সে দেশের পার্লামেন্টের এক সদস্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য ইংল্যান্ডের ভারতের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন। নেটমহল ছবির টিজার ও ট্রেলার দেখে অভিভূত। অনেকেই বলছেন প্রধান চরিত্রের অভিনেতাদের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত।

অক্ষয়ের অভিনয় দেখে চারু বলেছেন এখনও পর্যন্ত তাঁর সেরা অভিনয়। পিছিয়ে নেই আর মাধবন। ধূর্ত, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, নীতিহীন আইনজীবী ইংরেজদের হয়ে লড়াই করে 'ভয়ংকর' এক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই মানুষ এই চরিত্রে আমাকে দেখে ঘৃণা করুক—একমাত্র তখনই চরিত্রের প্রতি সুবিচার করা হবে।' চমক দিয়েছেন অনন্যা পাণ্ডে। পুতুলমার্কা চরিত্রে তাঁকে দেখে অভ্যস্ত দর্শক বিস্মিত, অনন্যাকে এই পরিশীলিত আইনজীবী দিলরীত গিল-এর চরিত্রে দেখে। কীভাবে চরিত্রপযোগী হলেন, ব্যাখ্যা করেননি তিনি। অনভ্যস্ত চোখে তাঁকে দেখাটাও কেশরি ২-এর আরেক বিশেষত্ব।

রঘু পালট ও পুষ্পা পালটের লেখা 'দ্য কেস দ্যাট শুক দ্য এম্পায়ার' বই অবলম্বনে তৈরি কেশরি ২। কেশরী চ্যাপ্টার ২ ভারতীয় বক্স অফিসে প্রথম দুই দিন মোট ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার ব্যবসা করেছে। এমনটাই একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ভারতের বাইরে দু-দিনে ১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৯ কোটি টাকার মতো ব্যবসা করেছে। ফলে ভারত এবং দেশের বাইরে মোট ব্যবসার অঙ্ক মিলিয়ে দুই দিনে বক্স অফিসে কেশরী ৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। এখনই বক্স অফিসে কেশরী চ্যাপ্টার ২ যেভাবে প্রভাব দেখাচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে এই সপ্তাহের শেষেই ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে।

এই সুসময়েও অক্ষয়ের মন ভারাক্রান্ত। মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও অনেকে। নিন্দায় গর্জে উঠেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, 'পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার খবর শুনে আমি ভীত। এভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা নিছক জঘন্য কাজ। তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।' এই দেশভক্তিই অক্ষয়ের শক্তি। বাস্তবে ও পর্দায়, সেই 'দেশভক্তি' ই অক্ষয়ের গাণ্ডীব—আজও।

একনজরে সেরা ৫

কৃতিও আছেন

ফারহান আখতার পরিচালিত ডন ৩-এ কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে। জানা গিয়েছে তিনি রোমা-র চরিত্রে থাকবেন। প্রথমে ডন-এর নায়িকা হওয়ার কথা ছিল কিয়ারা আডবানির। তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা, তাই শর্বরী ওয়াগ এসেছেন তার জায়গায়। ডন হচ্ছেন রণবীর সিং। এবার এলেন কৃতিও। ফলে নজর কাড়ছে ডন ৩। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে।

ফোটোগ্রাফার আলি

আলি ফজল হচ্ছেন সেলেব্রিটি ফোটোগ্রাফার। দেশে ও বিদেশে সাফল্য পাওয়া এই অভিনেতা এই নতুন চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবির গল্প বি-টাউনকে কেন্দ্র করে লেখা। চিত্রনাট্য লেখার কাজ প্রায় শেষ। শোনা গিয়েছে, পাপারাৎজি সংস্কৃতির পিছনের দুনিয়াই উঠে আসবে এই ছবিতে। চলতি বছরেই শুটিং শুরু হতে পারে।

বচ্চনদের ভিলা

দুবাইয়ে জুমেইরাহ গল্ফ এস্টেটে ১৫ কোটি টাকার বাংলোর মালিক অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই। মেয়ে আরাধ্যার নামেই এটি কেনা। পেশা ও মেয়ের স্কুলের জন্য তাঁরা মুম্বাইয়ে থাকলেও ছুটি কাটাতে যান এই ভিলায়। অবশ্য মেয়ের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই ওঁরা এই বিনিয়োগ করেছেন। এখানে শাহরুখ খান, শিল্পা শেট্টিদেরও ভিলা আছে।

দ্বীপে বাড়ি

কাতারের দোহায় সেন্ট রেগিস মারসা আরবীয়া দ্বীপে বাড়ি কিনেছেন সইফ আলি খান। তাঁর কথায়, 'এমন জায়গায় বাড়ি চাইছিলাম যা ভারতের কাছে হবে, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হবে। আর একটা দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ তৈরি করে থাকার চিন্তাটা দারুণ লেগেছিল। ওখানকার খাবারও ভালো। মুম্বাইয়ে আক্রমণের পর সইফ-করিনা বাড়ি বদলাতে চেয়েছিলেন।

অনুরাগের ক্ষমা

অনন্ত মহাদেবনের ছবি ফুলে সেন্সর বোর্ডের কোপে পড়লে অনুরাগ কাশ্যপ বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণদের ওপরে মূত্রত্যাগ করি'। তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলে তিনি ক্ষমা চান। এরপর বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সংঘ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তাঁর 'কু-মন্তব্যের জন্য শাস্তিস্বরূপ' তাঁর মুখ 'কালিমালিপ্ত' করার নিদান দিলে পরিচালক আবার ক্ষমা চেয়েছেন।

সোনুর বিষোদ্গার

সমাজমাধ্যমে সেলেবদের নামে থাকা ভুয়ো অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গায়ক সোনু নিগম। সোমবার নিজের সোশ্যাল মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, এখানে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ভান করা হচ্ছে। গত ৮ বছর ধরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, 'আমি দেখেছি, কেউ আমার নাম ব্যবহার করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দয়া করে মনে রাখবেন, আমার কোনও প্রতিনিধি কারওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যদি কেউ তেমন করে তাহলে সাবধানে তার সঙ্গে কথা বলবেন। গত ৮ বছর ধরে আমি টুইটারে বা এক্স হ্যান্ডলে নেই। সেখানে এমন কিছু অ্যাকাউন্ট আছে যা আমার বলে অনুরাগীরা ভুল করতে পারেন। সেটা আসলে অন্য কেউ চালাচ্ছেন। যদি এই সব অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও বার্তা পান তাহলে তা ব্লক করুন বা তার নামে রিপোর্ট করুন।' সংগীতশিল্পীকে তাঁর অনুরাগীরাই এই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

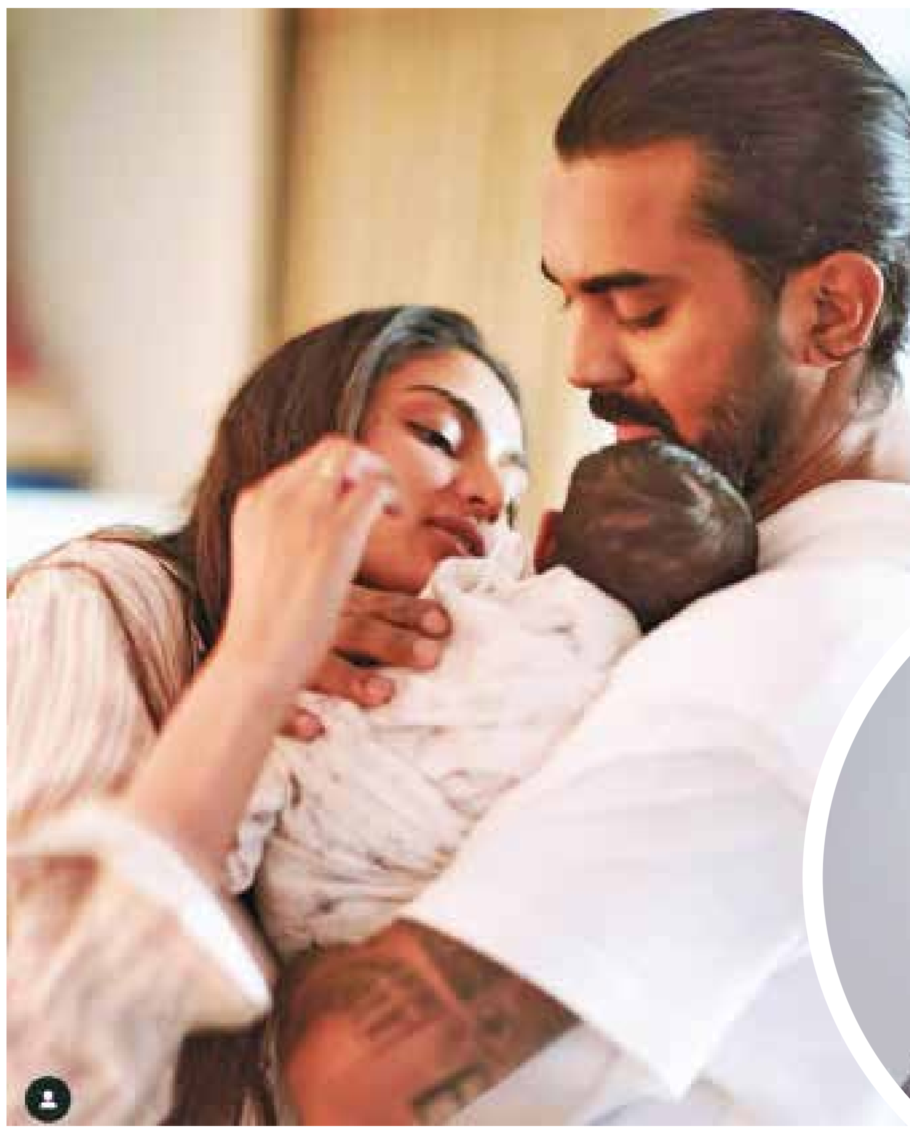

দাদু হয়ে স্বপ্ন পূরণ করবেন সুনীল

সম্প্রতি আথিয়া শেট্টি ও কে এল রাহুল কন্যাসন্তান ইভারাহর গর্বিত মা ও বাবা হয়েছেন। একইসঙ্গে গর্বিত দাদু হয়েছেন সুনীল শেট্টি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মোনা এখন মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটছেন দাদু-দিদিমা হয়ে। সুনীল জানিয়েছেন, এটা অপরিসীম আনন্দের মুহূর্ত এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁরা এ যাবৎ পাননি। সুনীল বলেছেন, 'আমি এখন নাতনির সঙ্গে সেই সব কাজ করব যা আথিয়া আর আমার ছেলে আহানের জন্য করতে পারিনি। তখন আমি সারাদিন শুটিং করতাম। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখাও হত না ভালো করে। ইভারাহ আমার কাছে আথিয়া ২.০।' উল্লেখ্য, সুনীল এখন হেরা ফেরি ৩ নিয়ে ব্যস্ত।

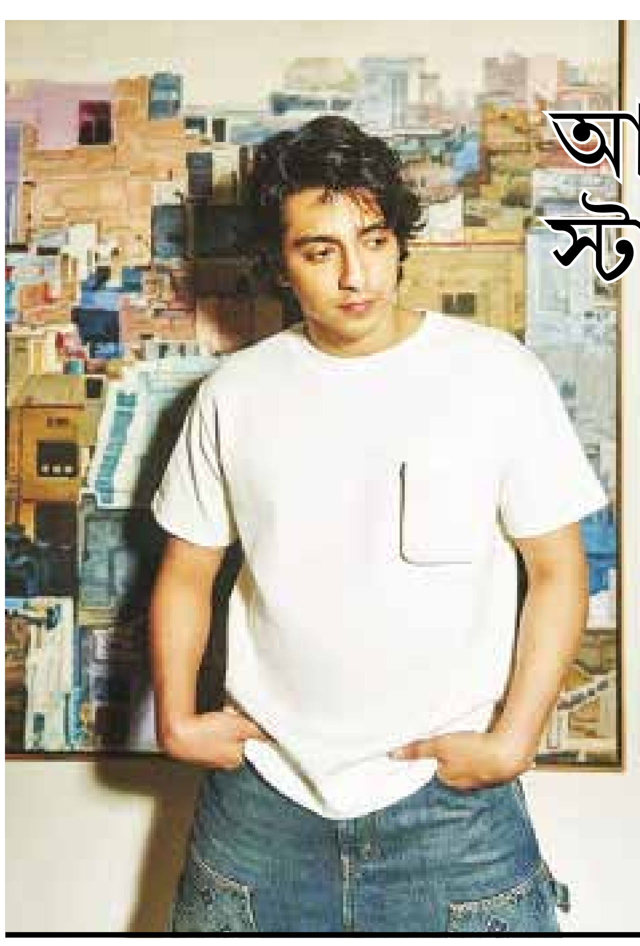

আর এক স্টারকিড

যশ রাজ ফিল্মস তাদের 'সাইয়ারা' ছবিতে আর এক ফিল্ম পরিবারের সদস্যকে লঞ্চ করছে। তাঁর নাম আহান পাণ্ডে, ইনি অনন্যা পাণ্ডের তুতো ভাই, অর্থাৎ চাংকি পাণ্ডের ভাই চিক্কি পাণ্ডের ছেলে। আহান দীর্ঘদিন যশ রাজদের, বলা ভালো আদিত্য চোপড়ার অধীনেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অভিনয়ের। তারপরই তিনি আসছেন পর্দায়, ক্যামেরার সামনে। পরিচালক মোহিত সুরী। ইনি আশিকি ২, এক ভিলেন, আওয়ারাপন ইত্যাদি ছবি করে বিখ্যাত। যশ রাজ তাদের এক্স হ্যান্ডলে মোহিত-যশ রাজের এই মিলিত উদ্যোগের কথা জানিয়েছে।

বাঙালি হচ্ছেন সইফ

দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের চরিত্রে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে। পরিচালক রাহুল ঢোলাকিয়া। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সময়ে প্রথম নির্বাচনী যজ্ঞ পরিচালনা করেন সুকুমার সেন। তাই নিয়েই এই পিরিয়ড ফিল্ম তৈরি হচ্ছে নেটফ্লিক্সের জন্য। সইফ ছাড়া ছবিতে থাকবেন প্রতীক গান্ধি ও দীপক দোবরিয়াল। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে শুটিং হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে প্রথম নির্বাচন হয়। ৪৫০০ আসনে ভোট হয়, ছিল ২০ লক্ষ ইস্পাতের ব্যালট বাক্স। নির্বাচকদের নাম টাইপ করে নির্বাচনকেন্দ্র অনুযায়ী সাজিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্য ১৬৫০০ কর্মী ছ মাসের জন্য নিযুক্ত হন। এইসবই হয় শ্রী সেনের নেতৃত্বে। তিনি প্রথমে সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার কথা জেনে নেহেরু নির্বাচন সামলানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপরই দেন। বর্ধমানের এই ভূমিপুত্র কীভাবে তা করেছিলেন, সে কথাই থাকবে এই ছবিতে।

ধীরে চলো পন্থায় বনশালি

আগামী ইদে বহু প্রতীক্ষিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর মুক্তি হচ্ছে না। পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির স্বপ্নের প্রোজেক্ট এটি। এতে দেখা যাবে হিন্দি ছবির অন্যতম প্রতিভাধর অভিনেতা রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশলকে। ঠিক ছিল ২০২৬ সালের ইদে ছবি মুক্তি পাবে সেই মতো শুটিং ও সঠিক সময়েই শুরু হয়। কিন্তু এখন বনশালি ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ইদে মুক্তি পাবে কন্নড় অভিনেতা যশ-এর টক্সিক। এই সংঘাত এড়াতেই বনশালির এই নতুন পন্থা নেওয়া। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুটিং শেষ হত চলতি বছর নভেম্বরে। এখন নতুন শিডিয়্যুল অনুযায়ী তা শেষ হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। সেক্ষেত্রে ছবির মুক্তি হবে আগামী বছরের মাঝামাঝি। আর একটি কারণও আছে শুটিংয়ে দেরি করার। টাকার সমস্যা হচ্ছে বনশালির। এই পিরিয়ড ফিল্ম তাঁর নিজের টাকায় তৈরি হচ্ছে এবং ঠিকভাবে ছবি তৈরির জন্য তিনি বাজেট নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা করছেন। টাকার ব্যবস্থা করে আবার শুটিং করবেন। তাই ২ মাসের জন্য শুটিং স্থগিত রেখেছেন বনশালি। লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর মুক্তির তারিখ দ্রুত জানা যাবে।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি এসপিএম শিক্ষানিকেতনের প্রথম শ্রেণির ছাত্র রাজ সরকার ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কলারসার্চ পরীক্ষায় রাজ্যে সপ্তদশ স্থান অধিকার করেছে।

দুর্নীতি ও অপশাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির

পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : রাজ্য সরকারের দুর্নীতি এবং অপশাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন বিজেপির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সহ জেলার বিজেপির বিধায়করা। বিজেপির এদিনের কর্মসূচি ছিল পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দাবি জানানো। যদিও পুলিশ সুপারের দপ্তরের গেটের আগেই লোহার ব্যারিকেড তৈরি করে আটকে দেওয়া হয় তাদের।

এদিন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দুপুর আড়াইটা নাগাদ বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। প্রায় হাজারখানেক কর্মী-সমর্থক এদিনের মিছিলে ছিলেন। প্রথমে পিডব্লিউডি মোড়েই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সেই ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশ সুপারের দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায় মিছিল। এরপর পুলিশ সুপারের দপ্তরের গেটের আগে দেওয়া লোহার ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিফল হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে পুলিশকে লক্ষ করে প্রথমে ছোড়া হয় জলের বোতল। এরপর বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে এক-দুটো ঢিল ছোড়ে। এখানেই শেষ নয়, এদিন পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতোও দেখান তাঁরা।

অন্যদিকে, এদিন পুলিশকে কার্যত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দেখা গিয়েছে। জলের বোতল ছোড়ার পরেও লোহার ব্যারিকেডের উলটোদিকে ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ। প্রায় এক ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে আন্দোলন থেকে সরে আসেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'বর্তমানে রাজ্যজুড়ে এক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর জন্য দায়ী তৃণমূলের সরকার। রাজ্য সরকারের অপশাসন এবং দুর্নীতির প্রতিবাদ জানাতেই আজ আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার। কিন্তু লৌহকপাট তৈরি করে পুলিশ আমাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে। তবে এভাবে বিজেপির কণ্ঠরোধ করা যাবে না।'

এদিন চাকরিহারা শিক্ষকদের নিয়ে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বকে। চাকরিহারাদের প্রসঙ্গে শ্যামল বলেন, 'আমরা যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে আছি। তৃণমূল সরকার শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে একদিকে যেমন দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে, তেমনই চাকরিহারা শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করছে।'

চাকরিতে দুর্নীতির জন্য এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাংসদ জয়ন্ত সরাসরি রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন। তিনি বলেন, 'আজ যে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে তার জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এই রাজ্য সরকার চাকরি দেওয়ার নাম করে এতটাই দুর্নীতি করেছে যে, এখন তারা সঠিকভাবে কোনও উত্তর দিতে পারছে না। এই সরকারের জন্য ভুক্তভোগী ২৬ হাজার পরিবার। বর্তমানে রাজ্যে অপশাসন চলছে। মুর্শিদাবাদে অত্যাচারের শিকার হয়ে যেভাবে মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক ঘটনা। এসবের প্রতিবাদে এদিন পুলিশ সুপারের অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছিল। আমরা চাই এই রাজ্য থেকে এই ধরনের হিংসার রাজনীতি চলে যাক। আমরা চাই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সরকারকে সরাতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।'

পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে উত্তেজিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে। -শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ঘটনাক্রম

- পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়
- প্রথমে পিডব্লিউডি মোড়ে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ
- সেই ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশ সুপারের দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায় মিছিল
- সেখানে লোহার ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন কর্মী-সমর্থকরা
- বিফল হওয়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় জলের বোতল, ঢিল

করলায় মাছের খোঁজে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

গর্তে ভর্তি রাস্তা, যাতায়াতে বিপদ

ময়নাগুড়ি শহরে ভোগান্তি বাসিন্দাদের

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : চায়ের দোকানের সামনে রাতারাতি ডোবা হল কীভাবে? জনে জনে একই উত্তর দিতে ক্লান্ত দোকান মালিক সজল শর্মা। দোকানের সামনের শহিদগড়পাড়ার রাস্তাটি গর্তে ভর্তি। ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার মোড় থেকে ১৫ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুখ পর্যন্ত এটাই রাস্তার ছবি। ক'দিন সামান্য বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের ভোগান্তি চরমে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম চক্রবর্তী বলেন, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই এখন দুষ্কর। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস ডিপোর সামনে রাস্তাটিরও একই হাল। ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছেন নাগরিকরা। এলাকার পাইকারি ফল ব্যবসায়ী রতন মজুমদার বলেন, বৃষ্টি হলেই দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

যদিও শুধু ওই রাস্তাটি নয়, ময়নাগুড়ি পুরসভার ৯, ১১, ১৩, ১৭, ৭, ৮ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার একেবারে কঙ্কালসার চেহারা। সামান্য বৃষ্টি হলে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। পথ চলতে আছাড় খেয়ে চোট পাচ্ছেন অনেকে। তবু পুরসভার হেলদোল নেই, অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। সমস্যার কথা অস্বীকার করছেন না পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। বৃষ্টির জন্য যে সমস্যা বেড়েছে, তাও জানেন তিনি।

মনোজ আশ্বাস দিলেন, 'প্রকল্প তৈরি করে পুরসভায় জমা দেওয়া হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ মিললে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' ১৬ কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস বলেন, সামনেই বর্ষা। এখনই রাস্তা নির্মাণ না করলে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিনা বিশ্বাসের গলায় হতাশা, 'পুরসভার টাকা নেই। প্রস্তাব দিলেও অনুমোদন হচ্ছে না। কিন্তু নাগরিকরা তো অতশত বোঝেন না।

স্টেট ডিপোর সামনে রাস্তার হাল। মঙ্গলবার ময়নাগুড়িতে।

নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ললিতা রায়ও মানছেন, 'স্টেট বাসের ডিপো থেকে জরদা নদীর বাইপাস পর্যন্ত একমাত্র রাস্তাটির সত্যিই বেহাল দশা। নাগরিকরা কটূক্তি করছেন। চেয়ারম্যানকে একাধিকবার সমস্যাটি জানিয়েছি।' ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁরা পরিষেবা না পেয়ে দোষারোপ করছেন।'

সিপিএমের ময়নাগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক অপূর্ব রায় বলেন, 'গোটা শহরেরই রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। আমরা পুরসভাকে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছি।'

কংগ্রেসের পথসভা

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পুরসভার অনিয়ম, রাজ্য সরকারের দুর্নীতি এবং শিক্ষকদের প্রতি অমানবিকতার মতো নানা বিষয় নিয়ে কংগ্রেস মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে একটি পথসভা করে। দলের শহর, ব্লক কমিটি এবং ১, ২, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে রায়কতপাড়ার গাঙ্গুলি মোড়ে পথসভাটি হয়। কমিটির সভাপতি অম্লান মুন্সি বলেন, 'কাজের দিক দিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার ব্যর্থ। সরকার যে দুর্নীতির পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, সেটা শিক্ষকদের চাকরি যাওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি পুরসভাও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছে। রাস্তা, পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামলাতে তাঁরা হিমসিম খাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে আজ আমরা পথে নেমেছি। আগামীতেও নামব।' দলের জেলা সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, অমিত ভট্টাচার্য, দেবাশিস লাহিড়ি প্রমুখ এদিনের এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন।

পদ্ম নেতার জীবনাবসান

ধূপগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার ভোররাতে শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন বিজেপির টাউন মণ্ডল কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অলোক পাল। বয়স হয়েছিল ষাট বছর। ১৯৯৩ সালে তিনি বিজেপির টিকিটে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত এই বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। নিয়মিত ডায়ালিসিস চলছিল তাঁর। শেষপর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ধূপগুড়ি মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়। মিলপাড়ায় দলীয় দপ্তরে শোকসভার আয়োজন করেছিল বিজেপি।

আলোচনা সভা

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে 'বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা' শীর্ষকে একটি আলোচনা সভা হয়। ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের সংঘাত ও সাপের সাম্প্রতিক উপদ্রবের মতো বিষয়গুলি এদিনের আলোচনায় উঠে আসে।

যানজট

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : মালবাজার শহরের থানা মোড় এলাকায় সেনাবাহিনীর গাড়ি বিকল হয়ে মঙ্গলবার সাময়িক যানজট হয়। সেনাবাহিনীর ট্রাকটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় থানা মোড়ে ট্রাফিক গার্ডের সামনে। চালক চেষ্টা করেও গাড়িটি চালু করতে পারেননি। ততক্ষণে যানজট লেগে যায়। প্রায় দু'ঘণ্টা পর ক্রেন দিয়ে ট্রাকটি রাস্তা থেকে সরানো হয়। ট্রাফিক পুলিশের ওসি দেবজিৎ বোস বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা পর ট্রাকটি মেরামত করে নিয়ে গিয়েছে।

জলের হাহাকার মাল বাসস্ট্যান্ডে

বিকল মেশিন, ভরসা ছোট ট্যাংকে

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : দিনভর যাত্রী কম আসেন না মাল বাসস্ট্যান্ডে। বাসের চালক, কনডাক্টর, কর্মী ছাড়াও আশপাশের ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নয়। অথচ জলের জন্য তীব্র হাহাকার ওই বাসস্ট্যান্ডে। ভরসা একটি মাত্র ছোট ট্যাংক। সেই ট্যাংকের জলই খাওয়া থেকে গাড়ি সাফাই- সবকিছুতে কাজে লাগে। ফলে নাকাল হন দোকানদার, গাড়ি মালিক ও নিত্যযাত্রীরা।

বাসস্ট্যান্ড থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন রুটে ও জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস ছাড়ে। চলাচল করে বেশকিছু ছোট গাড়িও। বেশ কয়েকটি খাবারের দোকান আছে আশপাশে। সবারই সমস্যা পানীয় জল নিয়ে। পানীয় জলের একটি মেশিনের ব্যবস্থা কোন সময় করেছিল বটে মাল পুরসভা, কিন্তু এখন সেটা খারাপ হয়ে পড়ে থাকলেও সারাইয়ের উদ্যোগ নেই। ফলে চাপ পড়ে ট্যাংকের জলে। স্থানীয় স্কুল পড়ুয়ারাও সেখান থেকে জল খায়।

অপচয়ও কম হয় না। অনেকে জল খেয়ে কল খুলে চলে যান। ট্যাংকে জল তুলতে স্থানীয় দোকানদারাই পাম্প চালান। তাঁরা জানান, চাহিদা এত যে, কমপক্ষে দিনে কুড়িবার পাম্প চালাতে হয়। বারবার পাম্প চালানোয় বিদ্যুতের বিল বাড়ে। পাম্প মাঝেমধ্যে অচল হয়ে পড়লে দুর্ভোগ আরও বাড়ে। কখনো-কখনো এক-দু'দিন জল ছাড়াই চলতে হয়।

> মাল বাসস্ট্যান্ডে জলের সমস্যা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে খুব দ্রুত আলোচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **উৎপল ভাদুড়ি**
> *চেয়ারম্যান, মাল পুরসভা*

মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'মাল বাসস্ট্যান্ডে জলের সমস্যা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে খুব দ্রুত আলোচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।' স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পাম্পঘরটির অবস্থা তথৈবচ। ঘুপচি পাম্পঘরে বিদ্যুতের তার এমনভাবে ঝুলে থাকে যাতে যে কোন সময় বড়সড়ো বিপদ ঘটতে পারে।

প্রাইভেট বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের বাপ্পা ঘোষ বলেন, 'পরিস্রুত পানীয় জলের আধুনিক যন্ত্রটি ২০১৮ সালে বসানোর কিছুদিনের মধ্যে খারাপ হয়ে যায়। এখন সেটা আগাছায় ঢাকা। প্রশাসনের হুঁশ নেই।' বাসস্ট্যান্ডের মধ্যেই আইএনটিটিইউসি'র অফিস। সংগঠনের সভাপতি টুটুল রায় বলেন, 'প্রশাসনকে অনুরোধ করব, বাসস্ট্যান্ড ও বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার জন্য বড় মাপের রিজার্ভার তৈরি করতে।'

বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'সঠিক পরিকল্পনার অভাবে এই অবস্থা।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত প্রস্তাব দিলেন, 'পুরোনো সুপার মার্কেটের পিছনের রিজার্ভারটি থেকে বাসস্ট্যান্ডে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	১০
এবি পজিটিভ	১

পুলিনের আশ্বাস

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : মাল শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৪৪ বছর বয়সি পরিযায়ী শ্রমিক দীপক ওরাওঁ চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়ে ২২ দিন ধরে নিখোঁজ। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুলিন গোলদার মঙ্গলবার পরিবারটিকে পুরসভার তরফে প্রতি মাসে ২০ কেজি করে চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক বোর্ডে জানিয়েছেন। দীপককে খোঁজার চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন। বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দীপকের বড় মেয়ে ১৩ বছরের সুস্মিতা ওরাওঁ তার বিশেষভাবে সক্ষম বোন, ছোট ভাই ও ঠাকুমার দেখাশোনা করছে।

ডায়াবিটিস কর্মশালা

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : 'জুভেনাইল ডায়াবিটিস' ঠেকাতে শিক্ষকদের সচেতন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার কর্মশালা হল মালবাজারে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে কর্মশালাটিতে এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। স্কুলপড়ুয়া কচিকাঁচাদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, সঠিক ডায়েট নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় জানানো হয় শিক্ষকদের। উপস্থিত ছিলেন মালের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহম্মদ তৌফিক আলম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির ব্লক কোঅর্ডিনেটর রূপসা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

কংগ্রেস ভবন চত্বরে জঞ্জাল, ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা

মালবাজার, ২২ এপ্রিল : মাল শহরের ক্যালটেক্স মোড়ে অবস্থিত ঐতিহাসিক কংগ্রেস ভবন চত্বর আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। ফলে এলাকায় মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। অভিযোগ এলাকার একাংশ অসচেতন ব্যক্তি সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। কংগ্রেস ভবন চত্বরের এই দশায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা-কর্মীরা।

কংগ্রেসের মাল শহরের দায়িত্বে থাকা গোপাল সাহা বলেন, 'কিছু অসচেতন মানুষের জন্যই আমাদের দলীয় ভবন চত্বরটি আবর্জনায় পূর্ণ হচ্ছে। আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে পুরসভাকে জানাব।' দলের তরুণ ব্রিগেডও শহরের দলীয় কার্যালয় ও দলের হাল ফেরাতে তৎপর। দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা তরুণ সৈয়দ শাহনাজ আহমেদ বলেন, 'আমরা স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব'।

যদিও বিষয়টি নিয়ে পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ওই চত্বরটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, তাই সেখানে তারা নিজে থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করবে না। সেক্ষেত্রে পুরসভার কাছে আবেদন করতে হবে। সেই ধরনের কোনও আবেদন তাদের কাছে আসেনি।

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ

পথকুকুর খোঁজে ছায়া, পোষ্যরা ঠান্ডা ঘরে

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : রাস্তার ধারে একটু ছায়ার জন্য এদিক-ওদিক উঁকি মারছে ডোগেশ, বাঘু, জলী, লালুরা। কেউ পাত্রে জল দিলে মিটছে তৃষ্ণা, না হলে নালার জল জিন্দাবাদ। অন্যদিকে, গরম পড়েছে বলে নিজের প্রিয় পোষ্যদের জন্য এসি চালিয়ে দিতেও দ্বিধা নেই রিয়া, রবিদের।

শখ করে প্রাণী পোষাটা একসময় নেশা থাকলেও এখন জলপাইগুড়ি শহরে যেন ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। আগে যেমন বাইরের কুকুরদের কিছু খাওয়ার কিনে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যেত, এখন সেখানে পোষ্যদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা মাস্ট। তবে এই পোষ্যদের যত্ন নেওয়া খুব কঠিন, বিশেষ করে গরমকালে। মানুষজন যেমন তীব্র গরমে নানা সতর্কতা অবলম্বন করেন, তেমনই প্রিয় পোষ্যর ত্বক, লোম পড়ার সমস্যা, সর্দিকাশি কিংবা পেটের সমস্যা যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে দেখা গেল অধিকাংশ পোষ্য মালিককে।

জলপাইগুড়ির বাসিন্দা গৌতম চক্রবর্তীর বাড়িতে দেশি ও বিদেশি নিয়ে ২০টির বেশি কুকুর রয়েছে। তাঁর যুক্তি, 'এত গরমে কুকুরকে মাংস জাতীয় হাই প্রোটিনের খাবার কম দেওয়াই ভালো। শরীর ঠান্ডা রাখতে কুকুরদের সবজি আর লিকুইড স্যালাইন দিচ্ছি। এক-দু'দিন অন্তর স্নান করাচ্ছি। দিনের বেলায় যখন তাপমাত্রা বেশি থাকে তখন ফ্যান এবং এসিতে রাখার চেষ্টা করা হয়। খেয়াল রাখা হয় যাতে এসিতে ঠান্ডা না লেগে যায়। একটা শিশুর যেভাবে যত্ন নেওয়া হয়, ঠিক তেমনভাবেই ওদের রাখি আমরা।'

পশুপ্রেমীদের মতে, এই সময় পশুদের বাইরের খাবার খাওয়ানো একেবারে উচিত না। বরং প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে। না হলে পেট খারাপ হতে পারে।

ভিন্ন আরাম। কেউ ঠান্ডাঘরে, কারও রাস্তার ছায়াতেই স্বস্তি।

পশুপ্রেমী বিশ্বজিৎ দত্তচৌধুরীর মতে, পোষ্যকে নিয়ে হাঁটতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে ওরা যেন বাইরের কিছুতে মুখ না দেয়। এছাড়া সময়মতো রোগ প্রতিরোধক টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

পশু চিকিৎসক রাজেশ্বর সিংয়ের কথায়, এই সময় পোষ্যদের ঠান্ডা জায়গায় রাখা খুব দরকার। বিদেশি কুকুরদের তো প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল খাওয়ানো প্রয়োজন। ওদের ডিহাইড্রেশন হলে মানুষের মতোই লবণ-চিনি জলে মিশিয়ে খাওয়ানোয় ক্ষতি নেই। এছাড়া পথকুকুরদের জন্য বাইরে বাটিতে পরিষ্কার জল রাখা দরকার। পাশাপাশি পোষ্যদের এসিতে রাখা যেতে পারে, তবে সেটা যেন অভ্যাস না হয়ে যায়। ২৬-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাদের রাখা যেতে পারে খানিকটা সময়ের জন্য।

এই গরমে পোষ্যদের এসিতেই রাখেন বলে জানালেন বাসিন্দা সুমন্ত বিশ্বাস। বললেন, 'বাড়িতে দুটো কুকুর রয়েছে। দুটোই দেশি। কিন্তু তাও এই গরমে ওদের এসি ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছি। আমরা এসিতে থাকব আর ওরা বাইরে থাকবে এটা হতে পারে না। ওদের বাড়ির খাবারই দিই। ছোট মাছ অথবা বড় মাছ দেওয়া হলেও সেটা আলাদাভাবে তেল ছাড়া রান্না করা হয়। ওদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই সময় দুধ জাতীয় খাবার এবং মাংসটা একটু এড়িয়ে চলি।' একইভাবে টুনি এবং সেন্টির মালিক অমিত দেবনাথও তাঁর পোষ্যদের সবসময় এসিতে না রাখলেও ঠান্ডা জায়গা কিংবা ফ্যানের নীচেই রাখছেন।

পাশাপাশি গরমে পশুদের সানস্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে। সেদিকে নজর রাখার পরামর্শও দিয়েছেন পশু বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি। ছবি : সূত্রধর

রঞ্জনের ভূমিকায় অস্বস্তিতে শাসকদল

পথে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাস্তায় তৃণমূল! আর তা নিয়েই এখন অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলের অন্দরে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের ঘরে ঢুকে 'দাদাগিরি' ও তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলার তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার ভূমিকায় নিন্দার ঝড় ওঠে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এই মিছিল আখেরে শাসকদলের ক্ষতি করছে বলে দাবি করেন রঞ্জন। অবশ্য রঞ্জনের দাদাগিরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'দলের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব সকলের। যেহেতু দুজনেই আমাদের দল করেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি রঞ্জন শীলশর্মা ও দিলীপ রায়কে নিয়ে আমি বৈঠকে বসব। যাতে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি অবিলম্বে মেটানো যায়।'

যদিও শিক্ষক সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি তৃণমূল নন বলে জানিয়ে রঞ্জনের বক্তব্য, 'উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এসে মিছিল করা হল। আমার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জড়োই করতে পারল না।'

এদিন কলেজপাড়ার শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি চক্রের অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অফিসের সামনে থেকে মিছিল করে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসে যান। বিষয়টি নিয়ে সমিতির দার্জিলিং (সমতল) জেলা সভাপতি অবর্ণা দাস দত্ত বলেন, 'বারেবারে বিদ্যালয় পরিদর্শক, চেয়ারম্যানের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে উনি খবরের শিরোনামে এসেছেন। ভবিষ্যতে যদি রঞ্জন শীলশর্মা এমন কাজ আবার করেন, সেক্ষেত্রে তিনি চেয়ারম্যান পুলিশের দ্বারস্থ হন, সেই পরামর্শ দেব। যেভাবে দাদাগিরি করা হল, তার বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন। এই আন্দোলন তৃণমূলের বিরুদ্ধে নয়।' অবর্ণার সংযোজন, 'চেয়ারম্যান যখনই অনৈতিক কাজকর্মে সহমত প্রকাশ করেন না, তখনই রঞ্জন শীলশর্মা এমন ঘটনা ঘটান। আন্দোলনে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে না।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জুনিয়ার হাইস্কুলে অনৈতিকভাবে বদলি করার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রঞ্জনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে সোমবার চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করা হয়েছিল। পাশাপাশি অভিযোগ তোলা হয়, এক শিক্ষককে দু'বার নিয়মবহির্ভূতভাবে 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মাদার স্কুল থেকে কোনও শিক্ষককে অ্যাটাচমেন্ট বদলি সাময়িকভাবে করা যায়। মাদার স্কুল থেকে তাঁর বেতন হবে। তবে তিনি পড়াবেন বদলি হওয়া স্কুলে। তারপর বদলি করা স্কুল থেকে তাঁকে মাদার স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু খড়িবাড়ি সার্কেলের এক শিক্ষককে বদলি করা স্কুল থেকে ফের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রঞ্জন বলেন, 'আমি কোনও সময়ই তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য নই। সরকারের ভালো কাজ হলে প্রশংসা করি, খারাপ হলে প্রতিবাদ করি। তাই পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উচিত, আমার নামে ধিক্কার স্লোগান না দিয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিক। কেননা, চেয়ারম্যান অনৈতিক কাজ করছেন। অথচ মিছিল বের করে তৃণমূলের নাম খারাপ করা হচ্ছে।'

মণিরুলকে জেরা করতে পারে সেনা

প্রথম পাতার পর

সেই বিষয়ে জেরাও করা হচ্ছে মণিরুলকে। পাশাপাশি তার পেছনে আর কারা রয়েছে, সেটাও মণিরুলের কাছে জানতে চান তদন্তকারীরা।

দিনের পর দিন থানায় বসে সে জাল শংসাপত্রে স্ট্যাম্প লাগালেও কেন থানার অফিসারদের তা নজরে এল না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে। বাড়িতে সাইবার ক্যাফের আড়ালে জাল শংসাপত্রের কারবার কবে থেকে চলছে সেই নিয়েও খোঁজ করছে পুলিশ।

মাল থানার ডিআইবি সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিরুলের হাতে তৈরি জাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট গিয়েছে প্রায় ২০০ পরীক্ষার্থীর কাছে। জাল শংসাপত্র নিয়ে পোর্টার পদে নিযুক্ত হলে দেশের সেনাবাহিনীর তথ্য পাচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। সেজন্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা আধিকারিকদের একটি দল জেরা করতে পারে মণিরুলকে। ইতিমধ্যেই জেরার অনুমতি পেতে সরকারি প্রক্রিয়া শুরু করেছে সেনা পুলিশ। মণিরুলকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন সেনা গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, এর আগেও বিভিন্ন নিয়োগে হয়তো সেনাবাহিনীতে। সেই নিয়োগেও এই জাল শংসাপত্র চক্রের হাত থাকতে পারে।

ধৃত মণিরুল ইসলামের বাড়ি মাল থানার কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর বস্তি এলাকায়। সিভিকে নিয়োগের আগে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিল সে। মণিরুলের তৃণমূল-ঘনিষ্ঠতার কথা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তর্জা। বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'যেখানে সেনাবাহিনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ হতে চলেছে সেখানে ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে কোনও স্লিপার সেলের এজেন্টকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তো? এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হবে পুলিশকে।' তৃণমূলের জেলা সম্পাদক তমাল ঘোষ বলেন, 'যিনি ভুয়ো সার্টিফিকেট দিলেন আর যাঁরা নিলেন উভয়েই সমান দোষী। পুলিশ অভিযোগ আসামাত্রই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মণিরুলের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকলে তাদেরও গ্রেপ্তার করা উচিত।'

কলকাতায় টি বোর্ডের সদর কার্যালয়ে বৈঠক

মেশানো চা রপ্তানিতে উদ্বেগ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : প্রতিবেশী নেপাল তো রয়েইছে। এমনকি কেনিয়া, উগান্ডার মতো আফ্রিকার দেশগুলি থেকে সস্তার চা আমদানি করে ফের দেশীয় চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে রপ্তানি কিংবা প্যাকেটজাত করে ঘরোয়া বাজারে বিক্রির পরিমাণ বাড়তে থাকায় উদ্বেগের কথা উঠে এল টি বোর্ডের সভায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বণিকসভা সহ চায়ের বিপণনের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে নিয়ে কলকাতায় টি বোর্ডের সদর কার্যালয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের স্পেশাল সেক্রেটারি এল সত্য শ্রীনিবাস রাজু-র এটাই ছিল প্রথম বৈঠক। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানের হাতে বর্তমানে চা শিল্পের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠা ক্ষুদ্র চা চাষের প্রসারে টি বোর্ডের আরও সক্রিয় সহযোগিতা চেয়ে একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। সিস্টার সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'গত বছর উৎপাদন বন্ধ করার দিনক্ষণ অনেকটাই এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করার ফলে চা শিল্প যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, সেই ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় চেয়ারম্যানকে জোরালো ভাবে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশাবাদী।'

এদিনের সভায় ঘরোয়া বাজারে চাহিদা বাড়ানোর জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে চা-কে জনপ্রিয় করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য এখনই যাতে চা বণিকসভাগুলি তাদের পরিকল্পনা পেশ করে চেয়ারম্যান সেকথা জানান। উঠে আসে আমেরিকা সহ একের পর এক দেশের আমদানির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর সমস্যার কথা। নিষিদ্ধ রাসায়নিকমুক্ত স্বাস্থ্যবান্ধব গুণগতমানের উৎপাদনই যে ধুঁকতে থাকা এই শিল্পের মৃত সঞ্জীবনী সুধার কাজ করবে সেব্যাপারে সহমত পোষণ করেন বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেকেই। ছিলেন চা বণিকসভা আইটিএ-র চেয়ারম্যান হেমন্ত বাঙ্গুর, টাই-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য, টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল, ইন্ডিয়ান টি এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অংশুমান কানোরিয়া প্রমুখ।

চা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলকে নিয়ে টি বোর্ডের বৈঠক। মঙ্গলবার কলকাতায়।

> গত বছর উৎপাদন বন্ধ করার দিনক্ষণ অনেকটাই এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করার ফলে চা শিল্প যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, সেই ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় চেয়ারম্যানকে জোরালো ভাবে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশাবাদী।
>
> **- বিজয়গোপাল চক্রবর্তী**
> *সভাপতি, সিস্টা*

মৃত্যু উপত্যকা

প্রথম পাতার পর

যিনি সেনা আধিকারিকদের উদ্দেশে বলছিলেন, 'আমার স্বামী, পুত্রকে বাঁচান। ওদের খুঁজে পাচ্ছি না।' ওই মহিলা অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দা না পর্যটক, তা বোঝা যায়নি। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ওই মহিলা স্বামীর সঙ্গে ভেলপুরি খাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েকজন বন্দুকবাজ তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় পহলগাম। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার কয়েকজন পর্যটক ট্রেকিং করছিলেন। অনেকে বসে ছিলেন খোলা জায়গায়। সেই সময় হামলা চলে। পর্যটকদের ভিড়ে মিশে ছিল জঙ্গিরা। মণীশ নামে একজন পর্যটক জানিয়েছেন, বেছে বেছে পর্যটকদের খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা স্থানীয়দের আক্রমণ করেনি। মুখ ও পোশাক দেখে বুঝে নিচ্ছিল কারা পর্যটক। অনেকের পরিচয়পত্রও পরীক্ষা করেছে।' তাঁর কথায়, গুলি চলেছে প্রায় ৫ মিনিট ধরে। পরে স্থানীয়রাই আহতদের শুশ্রূষা করেন ও হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের কথায়, অন্তত ৪০ জন পর্যটক আক্রান্ত হয়েছিলেন। জুলাইয়ে অমরনাথ যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগে পহলগামে জঙ্গি হামলার উদ্বেগ বেড়েছে। ঘটনার পরে এলাকা ঘিরে বিশাল নিরাপত্তাবাহিনী চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ভাষায়, হামলাটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম ভয়াবহ। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)-র প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেন, 'এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।' বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দোষীদের শাস্তি যেন অবশ্যই হয়।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই হামলাকে 'মানবতার কলঙ্ক' বলে মন্তব্য করেন। নিন্দা করেন রাহুল গান্ধিও।

জীবনসংগ্রাম।। গাজোলের আলাল এলাকায় ভুটভুটি করে নৌকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

কপালজোরে বেঁচে গেল

প্রথম পাতার পর

দুপুরে আমাদের হোটেলের কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করছিলাম। হঠাৎ শুভমের ফোন। জানাল, বৈসরণে পর্যটকদের ওপর হামলা করেছে জঙ্গিরা। অনেকে মারা গিয়েছে। আমরা যেন এখনই হোটেলে ফিরি। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হোটেলের দিকে ছুটলাম সকলে।

তারপর থেকেই হোটেলে বন্দি। জানলা দিয়ে দেখলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকাটার চেহারা কেমন বদলে গেল। আগে যেখানে কয়েকশো মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই জায়গাটা শুনসান। শুধু ভারী বুটের শব্দ তুলে টহল দিচ্ছেন উর্দি পরা জওয়ানরা।

হোটেলে ফেরার পর এখানকার কর্মীরা আমাদের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন। কোনওকিছু লাগলে ওঁরাই এনে দিচ্ছেন। যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি ওঁদের থেকে। কেন যে এখানে জঙ্গি হামলা হয়, বুঝতে পারি না। আগামীকালই শ্রীনগর থেকে বিমানে ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু কী করে ফিরব, আপাতত সেই চিন্তায় রয়েছি সকলে।

মাদক সহ ধৃত

কোচবিহার ও সিতাই, ২২ এপ্রিল: শীতলকুচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার বানানোর কারখানার হদিস মিলেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ৭৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গিতালদহ-১ অঞ্চলের তৃণমূলের চেয়ারম্যান মাফুজার রহমান, এলাকারই তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সেরাজুল হক সহ মোট পাঁচজন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) হাতে গ্রেপ্তার হল। এই মাদক বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে এসটিএফ জানিয়েছে। মাফুজার দলের অঞ্চল চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজলি বিবির স্বামী।

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন তিন শিল্পপতি

বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে পেরুতে অর্থমন্ত্রী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরের 'চাষ-কথা' এবার সুদূর পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকায় দেশটিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এখানকার স্বর্ণশিল্পের হালহকিকত। দুই দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ২৬-৩০ এপ্রিল পেরু সফর করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর তাঁর সঙ্গী হয়েই দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখতে চলেছেন উত্তরের তিন বাঙালি শিল্পপতি মান্না চৌধুরী, বিপ্লব ঘোষ ও বিশাল ঘোষ।

জানা গিয়েছে, সফরকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনায় বসবেন পেরুর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পরিদর্শন করবেন পেরুর রাজধানী লিমার কয়েকটি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে।

ভারতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আলুর চাষ হলেও পেরুতে বছরের প্রতিটি ঋতুতেই তা হয়ে থাকে। অবশ্য তা গ্রিনহাউসের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় কথা, পেরু একমাত্র দেশ, যেখানে আলুর প্রতিটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং তা সংরক্ষিত থাকে। পটেটো চিপস তৈরির ক্ষেত্রেও পেরু টেক্কা দিয়েছে একাধিক দেশকে। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে এখানে যেতে পারার সুযোগ মেলায় যারপরনাই খুশি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট আলু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মান্না চৌধুরী।

তিনি বলছেন, 'মূলত চাষ পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শিখতে যাচ্ছি। কিন্তু সুযোগ যখন মিলছে, তখন আমাদের এখানকার আলু চাষের পদ্ধতিও তুলে ধরব।' উত্তরবঙ্গে পটেটো চিপস হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মান্নার বক্তব্য, 'পেরুর শিক্ষা এখানকার হাব তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

তবে কীভাবে এখানকার জুয়েলারিশিল্প পেরুর বাজার ধরতে পারে, সেই চেষ্টা থাকবে স্বর্ণশিল্পপতি বিপ্লব ও বিশালের। বিপ্লবের কথায়, 'স্বর্ণশিল্পের ক্ষেত্রে পেরু অনেক এগিয়ে। কিন্তু ডিজাইনিং জুয়েলারির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রগণ্য। যে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে ভারতীয় ডিজাইনিং জুয়েলারির যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই কীভাবে সেখানকার বাজার আরও ভালোভাবে ধরা যায়, সেই চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে।' রপ্তানিতে নজর রয়েছে বিশালেরও। তিনি বলছেন, 'অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেরু অনেক উন্নত। ফলে সেখানকার সঙ্গে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, তবে আমরাও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উন্নত হব। বাণিজ্যের পরিধি যত বাড়বে, ততই কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে।'

এই সফরে সুযোগ মিলেছিল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারনম্যান সঞ্জিত সাহার। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার জন্য পেরুর বিমানে ওঠা হচ্ছে না তাঁর।

১৪০ দিন বন্ধ গজলডোবার সেতু

প্রথম পাতার পর

করেছে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সবকিছু নিয়মমাফিক চললে ১৪০ দিন ধরে সংস্কারের পর সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আবার যানবাহন চলাচলে অনুমতি দেবে প্রশাসন।

বর্ষায় সেবক হয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ মাঝে মাঝেই থমকে যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা ধসের কারণে। সেই সময় বিকল্প পথ হিসেবে সমস্তরকম যানবাহন ওদলাবাড়ি-গজলডোবা হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করে। এবারের বর্ষায় সেবকে একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ডুয়ার্স থেকে আরও ঘুরে দোমোহনি-ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়িকে বাইপাস করে শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে হবে। যাতায়াতের সময় ও খরচ দুই-ই বাড়বে তাতে।

গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল বলেন, 'সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদেরও সমস্যা হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু তিস্তা ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কারের কারণে আমরা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।' এদিন প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস। সেতু সংস্কারের কাজে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তরফে যাতে কোনওরকম গড়িমসি না হয় সেই দাবিও তুলে ধরেন তিনি। সেতু সংস্কারের জন্য কয়েকমাসের জন্য এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হচ্ছে বলে ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিব্যেন্দু দেব জানান।

তিস্তা ব্যারেজের একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কয়েক দশকের পুরোনো সেতুটি বহু বছর ধরে সংস্কার করা হয়নি। তাছাড়া ২০২৩-এ সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর সেতুতে তিস্তার জলের প্রবল স্রোতের ধাক্কা লেগেছিল। সেতুর পিচের প্রলেপের নীচে লোহার পুরু আস্তরণ রয়েছে। যখন সেতু তৈরি হয় তখন এত যানবাহন ছিল না। এখন যানবাহনের চাপ বাড়ছে। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পুরো সেতুটির ওপরের পিচের পুরু আস্তরণ তুলে ফেলে ডেক সংস্কারের কাজ করা হবে।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এদিন ওই রুটে চলা সমস্ত ধরনের পরিবহণের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে ১৪০ দিন সেতুর ওপর রাস্তা বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, ব্রিজের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলাচল করা যাবে। পুলিশ সর্বত্র ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে। সেতুর রাস্তা সংস্কারের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হাতির হানায় মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

হাতির তাড়া খেয়ে বিনীত কোনওক্রমে পালিয়ে গেলেও হাতিটি পা দিয়ে নান্দুকে পিষে দেয়। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা চিৎকার শুরু করে। হাতিটি স্থানীয়দের চিৎকারে জঙ্গলে পালিয়ে গেলে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরা নান্দুকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দাঁতালটি লাটাগুড়ির জঙ্গলের ডায়া গণেশ নামে পরিচিত। সাধারণত শান্ত স্বভাবের এই হাতিটি কেন নান্দুকে পিষে মারল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন। সরকারি নিয়মানুযায়ী মৃতের পরিবারকে সরকারিভাবে সাহায্য করা হবে বলে তিনি জানান।

অপরদিকে, মঙ্গলবার সকালে বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনের বাসিন্দা মনোজকুমার সাহানির গোয়াল থেকে একটি ক্ষতবিক্ষত বাছুরের মৃতদেহ মেলে। স্থানীয়দের অনুমান, সোমবার রাতে এলাকায় বৃষ্টিপাতের সুযোগে চিতাবাঘ মনোজের গোয়ালে ঢুকে বাছুরের ওপর হামলা চালায়। তবে বাছুরটি যেহেতু দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল তাই চিতাবাঘ সেটিকে নিয়ে যেতে পারেনি। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয়রা এলাকায় নজরদারি বাড়াবার পাশাপাশি চিতাবাঘটি ধরার জন্য খাঁচা পাতার দাবি জানান। খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার বনকর্মীরা মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'খাবারের লোভে চিতাবাঘ যে ফের এলাকায় আসবে না সেই নিশ্চয়তা নেই। তবে বাগান কর্তৃপক্ষ আবেদন করলে এলাকায় খাঁচা পাতার ব্যবস্থা করা হবে।' বন দপ্তর সূত্রে খবর, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার নির্দিষ্ট রেঞ্জে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।

তালিকা-জট কাটল না

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ চলাকালীন সুচিত্রা মল্লিক নামে চাকরিহারা এক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র একজন করে চাকরিহারা অসুস্থ বলেও খবর।

এই আন্দোলনের পিছনে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেছেন। মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, 'আমি কলকাতায় থাকলে হয়তো এক সেকেন্ডে সমস্যার সমাধান করে দিতাম। কাল সন্ধ্যা থেকে ১০ বার আমি ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দু'একজন অনড় মনোভাব নিয়ে রেখেছেন। আর কে যোগ্য, কে অযোগ্য আপনার দেখার তো দরকার নেই। আপনার চাকরি করা ও মাইনে পাওয়া দরকার। আপনি সেটা নিয়ে ভাবুন। বাকিটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। যাঁরা কষ্ট করে বসে আছেন, এই গরমে কেন বসে আছেন? আপনারা স্কুলে যান। সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের চাকরি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা তো রিভিউ পিটিশন করেছি। আমরা বলছি আপনারা মাইনে পাবেন। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। দরকারে আবার রিভিউ করব।' এই আন্দোলনের পিছনে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা চাকরি খেয়েছেন, তাঁদের ওপর ভরসা করবেন না। যাঁরা চাকরি দিয়েছেন, যাঁরা আগামীতে চাকরি দেবেন, তাঁদের ওপর ভরসা করুন। আমরা আইনের পথেই উপায় বের করব। আমি তো চাইব না আমাদের রাজ্যে বেকার বাড়ুক। রাজনীতি করতে গেলে দানবিক নয়, মানবিক মুখের বেশি প্রয়োজন। এরা কারা, যারা চাকরি খেয়ে নেয়? একবারও এদের পরিবারের কথা মনে পড়ে না? মাইনে কিন্তু সরকার দেবে। যারা আপনাদের উসকাচ্ছে, তারা দেবে না।' যদিও আচার্য ভবনের সামনে থাকা চাকরিহারারা জানিয়েছেন, কেউ উসকাচ্ছে বলে তাঁদের মনে হচ্ছে না।

এদিন বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে ব্রাত্য বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য কোনও তালিকা এখনই প্রকাশ করা যাবে না। আইনি পরামর্শ মেনেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এরকম কোনও নির্দেশ দেয়নি। আমরা তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে। আমরা আইনি পথেই এগোচ্ছি। আমাদের সদিচ্ছা রয়েছে বলেই আমরা কাউকে টার্মিনেশন লেটার দিইনি। রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের পাশে ছিল ও থাকবে।' তবে চাকরিহারাদের এই আন্দোলন নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের কেউ কেউ টাকা খেয়ে দুর্নীতি করেছে। এর দায় মুখ্যমন্ত্রীর। আজই এসএসসি দপ্তরের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠেছে। তাই আমরা বলছি, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।'

এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। জল ও বায়োটয়লেট সঙ্গে নিয়ে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ কাকভোরে এসএসসি দপ্তরের সামনে পৌঁছে যান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকালে সেখানে শুকনো খাবার নিয়ে যান। প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রী ও ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের চিকিৎসকরা সেখানে যান। এরই মধ্যে এই আন্দোলনকে ঘিরে বামেদের কয়েকটি সংগঠনের বিরুদ্ধে আরজি কর আন্দোলনের ধাঁচে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। যদিও তারা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আমরা শেষ দেখে ছাড়ব

মৌমিতা পাল
(চাকরিহারা শিক্ষিকা)

আমাদের সঙ্গে সবাই রয়েছে। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার থেকে শুরু করে এলাকার পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ, শহরের অসংখ্য মানুষ, সকলে আমাদের পাশে রয়েছেন। কেউ আমাদের জন্য খাবার এনে দিচ্ছেন, কেউ জল দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আবার শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাঁদের দেখেই আমাদের মনোবল বাড়ছে।

আমি তো আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশজন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জয়দীপ সরকারের মতো আরও অনেকেই রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এসেছেন। কলকাতার তাপমাত্রা আলিপুরদুয়ারের থেকে অনেকটা বেশি। এই গরমের মধ্যেই দিনের বেলা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক বিছিয়ে আমরা বসে রয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকের ডিহাইড্রেশন হয়ে যাচ্ছে।

এই আন্দোলনের জন্য রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঐক্য মঞ্চের তরফে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ কর্মসূচি ছিল। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনে শামিল হয়েছি। প্রথমে আমাদের খাবারের সমস্যা ছিল। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা দুপুরে খিচুড়ি দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের আন্দোলনে অনেক প্রবীণ শিক্ষকও অংশ নিয়েছেন। এদিন চাকরিহারাদের মধ্যে একজন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

তীব্র গরমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্বস্তি পেতে মাঝে মাঝে আমরা ফ্লাইওভারের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। আচার্য ভবনের সবক'টি গেটের সামনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন। এই গরমে আমরা দু'দিন ধরে স্নান করিনি।

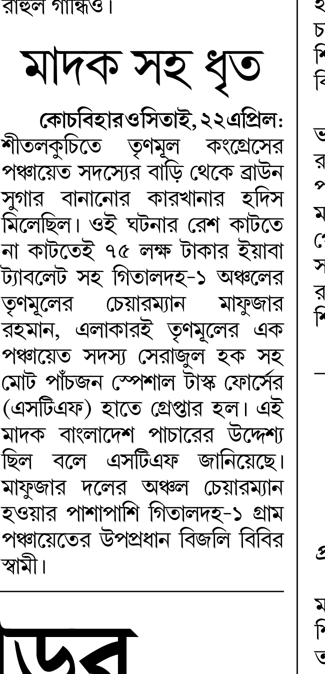

মৌমিতা পাল

টানা এক ঘণ্টার জন্য দুই চোখের পাতা এক করিনি। আমরা একটু অসতর্ক হলেই পর্ষদ সভাপতি চলে যেতে পারেন। তাই সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে।

আন্দোলনের স্লোগান দিতে দিতে গলা বসে গিয়েছে। পানীয় জল অনেকেই দিয়েছেন। তবে সমস্যা হচ্ছে শৌচালয় নিয়ে। সোমবার রাতে সংলগ্ন এলাকার একটি সুলভ শৌচালয় আমরা ব্যবহার করেছি। তবে রাতে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন মহিলারা কাছাকাছি একটি পেট্রোল পাম্পের শৌচালয়ে যেতে পেরেছেন। প্রশাসনের কাছে বায়োটয়লেটের আবেদন করা হয়েছিল। তবে ওরা তা দেয়নি।

মঙ্গলবার আমার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। ভেবেছিলাম তার মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তবে পর্ষদ বা সরকার আমাদের দাবি না মানায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্রেনের টিকিট বাতিল করেছি। যত কষ্টই হোক, আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

অনুলিখন : প্রণব সূত্রধর

গড়াপেটার অভিযোগ টিম দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটা হতে পারে।

কিছুদিন আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে লিখিতভাবে সাবধান করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী নাকি

‘লখনউয়ের কাছে ইচ্ছে করে হেরেছে রাজস্থান’

আইপিএলে গড়াপেটা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার হতে পারে নয়, সরাসরি ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ!

দাবি, লখনউ সুপার জায়েন্টস-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউয়ের কাছে হেরেছে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান। উত্তেজক দ্বৈরথে জেতা ম্যাচ ২ রানে হারে রাজস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল দুরন্ত শুরু করার পরও জয় হাতছাড়া।

রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির এক সদস্যের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবেই ম্যাচ ছেড়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে। তদন্ত হওয়া উচিত। অতীতেও রাজস্থান রয়্যালস দলকে ঘিরে গড়াপেটার শিকড় ছড়িয়েছিল আইপিএলে। দলের একাধিক প্লেয়ার নির্বাসিত হয়।

অতীত আশঙ্কা উসকে দিয়ে অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক জয়দীপ বিহানি এই মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, ‘৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।’

> ৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।
>
> **জয়দীপ বিহানি**
> *রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির সদস্য*

শেষ ওভারে ক্রিজে ছিলেন সিমরন হেটমেয়ার ও ধ্রুব জুরেল। দুজনেই স্পেশালিস্ট ব্যাটার। যদিও আবেশ খানের ওভারে একটা চারও মারতে পারেনি ব্যাটাররা। হেটমেয়ার আউট হয়ে যান। শেষপর্যন্ত ২ রানে হারে রাজস্থান। অভিযোগ, জেতার তাগিদই ছিল না গোলাপি ব্রিগেডের।

জয়দীপের মতে, এভাবে হারটা যন্ত্রণাদায়ক। সমর্থকরা হতাশ। দল সমর্থকদের কথা ভাবছে না। ইচ্ছে করেই ম্যাচ হারছে। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচেও প্রায় একইভাবে জেতা ম্যাচ হেরেছিল রাজস্থান রয়্যালস। শেষ ওভারে ৯ রান দরকার পরিস্থিতিতে মিচেল স্টার্ক ৮ রান দেন। সুপার ওভারে ম্যাচ গড়ালে ভুল স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছিল রাজস্থান।

লখনউ ম্যাচেও যার পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্নটা বড় আকার নিয়েছে। গড়াপেটা গন্ধ পাচ্ছেন কেউ কেউ। রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক জয়দীপের প্রশ্ন, পরপর দুই ম্যাচে একই পরিণতি কীভাবে হয়? আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের উচিত, বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা।

চলতি মেগা লিগে এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২টিতে জিতেছে রাজস্থান। চার পয়েন্ট নিয়ে দশ দলের লিগ তালিকায় আট নম্বরে। এখান থেকে সঞ্জু স্যামসনদের পক্ষে প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে শিমরন হেটমেয়ারের আউটে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায় রাজস্থানের জন্য।

উইজডেন সেরা বুমরাহ-স্মৃতি

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ক্রিকেটের বাইবেল হিসেবে পরিচিত উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও স্মৃতি মান্ধানা। গত মরশুমে ব্যক্তিগত সাফল্যের সুবাদে উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় স্পিডস্টারকে। বুমরাহর পাশাপাশি মহিলা বিভাগে বর্ষসেরার সম্মান স্মৃতি মান্ধানাকে।

মঙ্গলবার উইজডেনের ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের ২০২৫ সালের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পান ভারতের দুই ক্রিকেট তারকা। ২০২৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত ব্যর্থ হলেও গোটা সিরিজে বুমরাহর ব্যক্তিগত পারফরমেন্স প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

প্রায় একার কাঁধে অজিদের পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ১৩.০৬ গড়ে সিরিজে ৩২ উইকেট নেন। সবমিলিয়ে গত মরশুমে ৭১টি টেস্ট উইকেট। বিশ্বের একমাত্র বোলার হিসেবে ২০-র কম গড়ে ২০০ টেস্ট উইকেট পান বুমরাহ। যার প্রতিফলন উইজডেনের বর্ষসেরা পুরস্কারে। অবদান রাখেন ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়েও।

অপরদিকে ভারতীয় মহিলা দলের সহ অধিনায়ক মান্ধানা মহিলা ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক ১৬৫৯ রান করেন। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা নজির। ২০২৪ মরশুমে ওডিআই ক্রিকেটে চারটি শতরান করেন স্মৃতি।

চার বছরের জেল স্লেটারকে

বিসব্রেন, ২২ এপ্রিল : গার্হস্থ্য হিংসা সহ প্রায় একডজন অভিযোগ। আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটারকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

২০২৩ সালে কুইন্সল্যান্ডের এক মহিলা স্লেটারের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন। জানা যায়, ওই মহিলাকে নানাভাবে ভয় দেখাতেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার। এমনকি বিনা অনুমতিতে ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে একবার গলাও টিপে ধরেছিলেন। এরপরও ওই মহিলা যাতে পুলিশের কাছে অভিযোগ না করেন সেজন্য আত্মহত্যার হুমকি দিতেন স্লেটার। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ ছিল। তারই ভিত্তিতে গত বছরের এপ্রিলেই গ্রেপ্তার হন ৫৫ বছরের স্লেটার।

মঙ্গলবার কুইন্সল্যান্ড মারুশাইডোর জেলা আদালত মাইকেল স্লেটারকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বিচারপতি বলেছেন, ‘অতিরিক্ত মদ্যপানই প্রাক্তন ক্রিকেটারের মূল সমস্যা। মদ্যপান ওঁর জীবনের সঙ্গে এমনভাবেই জড়িয়ে গিয়েছে যে পুনর্বাসনও সহজ হবে না।’ শাস্তিস্বরূপ তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে গত এক বছর কারাবাসেই ছিলেন স্লেটার। তদন্তেও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। যে কারণে আপাতত প্যারোলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেশের জার্সিতে একশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন স্লেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪টি শতরান সহ প্রায় ছয় হাজার রান রয়েছে। অনেকেই মনে করেন মদ্যপান না করলে আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত স্লেটারের কেরিয়ার।

রশিদ-সমালোচকদের তোপ সাইয়ের

বাড়তি আবেগ কাজ করছিল শুভমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ সবে শেষ।

পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়। শুভমান গিলকে দেখা গেল অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন। ভারতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন সহকারী কোচ। বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাপোর্ট টিমের অন্যতম মুখ।

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোরকেও দেখা গেল শুভমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হতাশা, আক্ষেপ সরিয়ে বিজয়ী, ম্যাচের নায়কের তথা প্রাক্তন নাইটের প্রতি সৌজন্যতা। কলকাতা পা রাখা থেকে নাইট বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে অন্যতম চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন শুভমান।

প্রাক্তন দল। একসময় নাইট অধিনায়ক হিসেবেও ধরা হচ্ছিল। যদিও শেষটা তিক্ততার কাহিনী। জবাবি ইনিংসের খুশি তাই একটু বেশিই। তবে দারুণ একটা জয় তুলে নিয়েও দলের পারফরমেন্সে পুরোদস্তুর খুশি হতে পারছেন না। লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা (১২ পয়েন্ট) দলের অধিনায়কের মতে, আরও ১০-১৫ রান বেশি করা উচিত ছিল!

উন্নতি প্রয়োজন জানিয়ে শুভমানের যুক্তি, ‘আমরা (বি সাই সুদর্শন ও শুভমান) শুরুটা ভালো করেছি। কিন্তু ফিনিশিংও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফর্ম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।’

৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা পা রাখেন শুভমান। ছন্দে থাকা নাইটদের বিরুদ্ধে জয় পাখির চোখ। টিম মিটিংয়ে হেডকোচ আশিস নেহেরা বলেও দেন, লিগ টেবিলের নিরিখে এই ম্যাচ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ। ১১৪ রানের জুটিতে সেই ভিত তৈরি করে দেন সুদর্শন-শুভমানই। গুজরাট অধিনায়কের কথায়, লক্ষ্য ছিল পার্টনারশিপ যথাসম্ভব লম্বা করা।

ব্যাট হাতে ৯০ রানের নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। মাথা ঠান্ডা রেখে নাইট স্পিনারদের ভোঁতা করা। যদিও সেই শুভমানকে দেখা যায় ভেঙ্কটেশ আইয়ারের আউটের পর আগ্রাসী সেলিব্রেশন করতে। গিলের কথায়, আবেগ কাজ করছিল। নাইট রাইডার্স রান তাড়ায় ভালো দল। প্রথম থেকে

পার্পল ও অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। গুজরাট টাইটান্সের প্রসিধ কৃষ্ণা ও বি সাই সুদর্শন।

> *ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফরম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।*
> *- শুভমান গিল*

ম্যাচের রাশ হাতে থাকলেও উত্তেজক দ্বৈরথের সম্ভাবনাও উঁকি মারছিল। কিন্তু বোলাররা সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়ার পর বাড়তি উত্তেজনা।

নাইট বধের সঙ্গে গুজরাটের প্রাপ্তি রশিদ খানের ছন্দে ফেরা। গত সাত ম্যাচে মাত্র ৪ উইকেট। সেভাবে দাগ কাটতে পারছিলেন না। গতকাল সেই রশিদ কার্যত অপ্রতিরোধ্য। সতীর্থের সাফল্যের দিনে রশিদের হয়ে সমালোচকদের একহাত নিলেন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

ধারাভাষ্যকার নিক নাইটের এক প্রশ্নে সাই কিশোরের পালটা জবাব, রশিদ টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা বোলার। আফগান স্পিনারের দক্ষতা নিয়ে দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ, প্রশ্ন ছিল নেই। জানেন না, কমেন্ট্রি বক্সে রশিদের ফর্ম নিয়ে এত কাটাছেঁড়া হয় কেন। দলের বিশ্বাস ছিল শীঘ্রই ফর্মে ফিরবে, ভালো করবে। ইডেন গার্ডেন্সে সেটাই ঘটেছে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

কম্বিনেশন ও পরিকল্পনার অভাবেই ফ্লপ শো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ারদের মতো ক্রিকেটারদের কেউ ছেড়ে দেয়!

সম্প্রতি এক ঘরোয়া ক্রিকেট আড্ডায় কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন বিস্মিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

তখনও কেকেআর ‘কেকেহার’-এ বদলে যায়নি। তখনও ফিনিশার আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। তখনও নাইটদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চর্চা এত জোরদার হয়নি। তখনও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের বিদায় ঘণ্টা বাজা শুরু হয়নি। তখনও দলের ব্যাটিংয়ের এমন বেহাল দশাও সামনে আসেনি।

অনেক আগেই নাইটদের সমস্যা, দুর্বলতা ধরে ফেলেছিলেন মহারাজ। কিন্তু সরকারিভাবে, প্রকাশ্যে বললেই হবে বিতর্ক। তাই মুখ বন্ধ রেখেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু ভুলের পাহাড়ে বসে থাকা একটা দলের (সেই দলটা আবার শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন) ক্রিকেটীয় সমস্যা কতদিন আর চাপা থাকবে। থাকার কথাও নয়। তাই সময়ের সঙ্গে নাইটরা একের পর এক ম্যাচ হারছে। আর দলের অন্দরের কঙ্কালটা সামনে চলে আসছে নিয়মিতভাবে। আপাতত ছবিটা হল, আট ম্যাচে পাঁচটি হার নাইটদের। পয়েন্ট ছয়। বাকি ছয় ম্যাচের মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে জিততেই হবে কেকেআর-কে।

এমন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রশ্ন একটাই, পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে কি নাইটদের ফ্লপ শো বন্ধ হয়ে নতুন শুরু দেখা যাবে? সম্ভব? সহজ জবাব হল, না। অবিশ্বাস্য কোনও ঘটনা না ঘটলে অথবা রাহানের দলের কোনও নাইটের ব্যক্তিগত ক্রিকেটীয় প্রভাবে মিরাক্যাল ঘটলে আলাদা কথা। তেমনটা না হলে এখনই লিখে দেওয়া যায়, নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে গিয়েছে। অন্তত এবারের মতো।

কিন্তু কেন এমন হাল হল নাইটদের? কেকেআরের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে সামনে আসছে নানা ক্রিকেটীয় বিষয়। দোসর হিসেবে সঙ্গে রয়েছে কোচ চান্দু স্যারের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথাও। যা বহু চেষ্টায় চেপে রেখেছেন মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। কেকেআরের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কারণ হল, নিলামে দল গঠনের ব্যর্থতা। বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল যখন বিকল্প নিশ্চিত করে কোনও তারকার পিছনে টাকার থলি নিয়ে দৌড়েছে, তখন কেকেআর অদ্ভুতভাবে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। ‘বুড়ো’ সুনীল নারায়ণ, রাসেলকে এখনও বয়ে বেড়ানোর সিদ্ধান্তও ভুল। হতে পারে তাঁরা একটি, দুইটি ম্যাচে দলকে জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের বৈতরণী পার করতে হলে প্রয়োজন তরুণ, তাজা রক্ত। স্টার্ককে না রেখে স্পেনসার জনসনকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কেন? কারণ, কারওর জানা নেই। কুইন্টন ডি ককে নেওয়া হয়েছিল নিলামে। ডি কক এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অতীত। তিনিও রাসেল-নারায়ণদের মতো একটা-দুটি ম্যাচে খেলে দিয়েছেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের জন্য এসবের কোনওটাই যথেষ্ট নয়।

ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পর্যালোচনার শেষ এখানেই নয়। আরও রয়েছে। যার নিউক্লিয়াস হল, যথার্থ বিকল্প না করেই দল গঠন। আধুনিক ক্রিকেটে যা অপরাধ। ডি ককের পরিবর্ত রহমনুল্লাহ গুরবাজ হওয়ার নয়। আফগান তারকার প্রাক আইপিএল পারফরমেন্স ছিল জঘন্য। এমন পরিকল্পনাহীন দল গঠনের পর রয়েছে ভূতুড়ে ব্যাটিং অর্ডার। কোনও ম্যাচে রাসেল-রিঙ্কু সিংরা সাত-আট নম্বরে ব্যাটিং করছেন। আবার কোনও ম্যাচে ছন্দে থাকা অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে নয় নম্বরে ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামানো হচ্ছে। নাইটদের কোচ পণ্ডিতমশাইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুম্বই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ সহ নানা দলকে রনজি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। তুলে এনেছেন বহু

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে হারলেই কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচের আসন চলে যেতে পারে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের।

তরুণ প্রতিভা। কিন্তু সেটা লাল বলের ক্রিকেটে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ পণ্ডিতের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথা সবার জানা। সেই ভাবনা আইপিএলে চালু করতে গিয়ে এবার জোর ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। দলের বন্ডিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন অভিযোগও রয়েছে।

যার পরিণাম হিসেবে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারলে কোচ পণ্ডিতের বিদায় কার্যত চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে খবর। কিন্তু তারপরও কি নাইট সংসারের বেহাল দশার পরিবর্তন হবে? শুনতে খারাপ লাগলেও নাইট সমর্থকদের বাস্তবটা মেনে নিতে হবে এবার। কারণ, জবাবটা না। ভুল দল গঠন থেকে শুরু করে কম্বিনেশনের ভৌতিক ভাবনা আগেই নাইটদের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে। এখন দেখার, শেষটা আর কত খারাপ হয়।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

এখনও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, দাবি রাহানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : নতুন সকাল। নতুন দিন। নতুন ভাবনা।

আর সেই ভাবনার নির্যাস হল, ক্রিকেটকে একদিনের জন্য টাটা করে গলফে ডুব দেওয়া। গলফ খেলে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফেরানোর পথ খোঁজা। গলফ খেলে নিজেদের একটু তাজা করে নেওয়া।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কাজে দেবে, সময় তার জবাব দেবে। তবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৫টিতে হারের পর নাইটরা কার্যত ভেন্টিলেশনের দোরগোড়ায়। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফের বিপর্যয় ঘটলে এবারের মতো প্লে-অফ স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের।

দলের ব্যাটিং নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো। ফিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বোলিং তুলনায় একটু ভালো। কিন্তু শুধু বোলিং দিয়ে কি ম্যাচ জেতা সম্ভব? সহজ জবাব, না। নিটফল, ব্যর্থতার কানাগলিতে ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বই সংকটে ফেলে দিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। জঘন্য ক্রিকেটের পাশে দলের ভারসাম্য এখনও ঠিক করতে না পারার ফল ভুগতে হচ্ছে নাইটদের। যদিও আজ সারাদিন ধরে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এক গলফ ক্লাবে গলফের আসরে হাজির হওয়ার পাশে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখিও হয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। কীভাবে দল সাফল্যের সরণিতে ফিরতে পারে, তার সঠিক কোনও দিশা দিতে না পারলেও অধিনায়ক

হারের যন্ত্রণা ভুলতে গলফে মেতে আনরিচ নর্তজে। ছবি : কেকেআর

রাহানে দাবি করেছেন, নাইটদের এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভব। বলেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়টা হয়তো ভালো যাচ্ছে না আমাদের। কিন্তু দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এখনও রয়েছে আমাদের। একটা-দুইটি ম্যাচ জিততে পারলেই ছবিটা বদলে যাবে।’

পরিস্থিতির বদল করতে হলে সেটা অত্যন্ত দ্রুত করতে হবে। কারণ, আট ম্যাচের মধ্যে পাঁচ হার, কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। কঠিন পরিস্থিতি বদলের লক্ষ্যে গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মেন্টর ব্রাভো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে আন্দ্রে রাসেলকে ‘বাদ’ দেওয়া হতে পারে। তাঁর পরিবর্তে রোভমান পাওয়েলের কথা ভাবতে পারে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও আজ নাইট মেন্টরের গলায় ভিন্ন সুর শোনা গেল। ব্রাভোর কথায়, ‘গতকাল গভীর রাতে ম্যাচ শেষের পর ছেলেদের সঙ্গে এখনও বসিনি আমরা। দ্রুত সেই কাজটা হবে। বুঝতে হবে কোথায়

ব্যর্থতা ভুলে গলফে ডুবে নাইটরা

সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া পরিবর্তন করব বললেই তো করা যায় না সহজে।’ দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ২০১৪ ও ২০২১ সালের আইপিএলের আমেজে ডুব দিতে চাইছেন। অতীতের সেই দুই বছরই অত্যন্ত খারাপ শুরুর পর কেকেআর শেষ পর্বে গিয়ার বদলে দু’বারই ফাইনালে উঠেছিল। ২০১৪ সালে দল চ্যাম্পিয়ন হয়। আর ২০২১ সালে রানার্স। এবারও এমন পালাবদল আশা করছেন তিনি।

আনরিচ নর্তজে, কুইন্টন ডি কক, ওটিস গিবসন, স্পেনসার জনসনদের গলফের আসরের মাঝেই আজ কেকেআরের তরফে ঘোষণা হয়েছে, বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে নয়া উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। ‘সাহসী রানি’ নামে একটি প্রকল্প চালু করা হচ্ছে শাহরুখ খান, জুহি চাওলার দলের তরফে।

টিকে থাকার ম্যাচ হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল : মঞ্চটা বদলেছে। বদলেছে ভূমিকা।

যদিও দুইজনের দ্বৈরথের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। রোহিত শর্মা বনাম প্যাট কামিন্স। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক একাধিক দ্বৈরথে দুই মহারথী। কখনও টেক্কা দিয়েছেন কামিন্স, কখনও পালটা রোহিতের। আইপিএলের টক্কর হলেও বুধবারও নজর কামিন্স-রোহিতের শুরুর দ্বৈরথে।

টানা ব্যর্থতা ঝেড়ে আগের ম্যাচেই রানে ফিরেছেন হিটম্যান। ভরসা জুগিয়েছেন দলকে। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটেও চেনা ঝড়। সঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিকে প্লে-অফের সম্ভাবনা বাড়িয়ে নেওয়া। আত্মবিশ্বাসের একঝাঁক রসদ নিয়েই আগামীকাল চারমিনার শহরে হায়দরাবাদ সানরাইজার্সের মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

নীতা আম্বানির দল ৮ ম্যাচে ৪টিতে জিতে ষষ্ঠ স্থানে। কামিন্সের হায়দরাবাদ সেখানে সাত ম্যাচে দুইটি জয়ে নবম স্থানে। ফের হার মানে খাদের কিনারে। প্লে-অফের দরজা খুলে রাখতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। ঘরের মাঠে আগামীকাল যে লক্ষ্যে নামছে গতবারের ফাইনালিস্টরা।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো শতরানে অভিযান শুরু করেছিল কাব্যা মারানের সানরাইজার্স। পাঞ্জাব ম্যাচে অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ১৪১। দুইটি ইনিংস সরিয়ে রাখলে

বোলিং অনুশীলনের মাঝে খোশমেজাজে মহম্মদ সামি ও প্যাট কামিন্স।

ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। অথচ, এবার দলের ব্যাটিং অনেক বেশি শক্তিশালী। বোলিংয়েও ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু অতি-আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ডুবছে। রাতের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে বল বদল, বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি-জোড়া সুবিধা পাচ্ছেন বোলাররা। ব্যাটারদের একবল্গা দাপটে অনেকটা রাশ টানা গিয়েছে। থাকছে ব্যাটের মাপজোখও। কামিন্সরা স্বীকার না করলেও যার প্রভাব পড়ছে সানরাইজার্সের ‘দেখো আর মারো’ ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি।

চাইলেও যে স্ট্র্যাটেজি বদলানো সহজ নয়। কারণ ব্যাটিং অর্ডারে ধরে খেলার মতো লোক নেই। প্রায় প্রত্যেকেই বিগহিটার। কামিন্সের বিশ্বাস, আগামীকাল যে থিয়োরি হিট করবে। ব্যাটাররা বড় স্কোর করতে সক্ষম হবে। পারলে বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করবে না মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেড। শুরুতে হোঁচট খাওয়া মুম্বই ক্রমশ ছন্দে। অতীতে খারাপ শুরুর পরও চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখিয়েছে নীতা আম্বানির দল। জয়ের হ্যাটট্রিকে হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের প্লে-অফের দৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পর যে সম্ভাবনাই উসকে দিচ্ছে। যা আরও বাড়িয়ে নিতে আগামীকাল রোহিত, সূর্য, তিলক ভার্মাদের ব্যাটে ধারাবাহিকতা দরকার।

তিলকের আবার ঘরের মাঠ। হায়দরাবাদের ছেলে তিলক মঙ্গলবার বলেও দেন, ‘আর পাঁচটা ম্যাচের

চারমিনার শহরে রোহিত বনাম কামিন্স

মতোই। তবে এটা আমার ঘরের মাঠ। আবেগ থাকবে। চেষ্টা করব নিজের ক্রিকেটীয় বেসিকে জোর দিয়ে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে।’

অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেনদের চ্যালেঞ্জার সেখানে স্বয়ং জসপ্রীত বুমরাহ। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছেন। ক্রমশ স্বমেজাজে। আর বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টদের ঘিরে বেশ ধারালো দেখাচ্ছে মুম্বইয়ের বোলিংকে। হায়দরাবাদের পাটা পিচে সেই ধার বজায় থাকলে চিন্তা বাড়বে সানরাইজার্সের। চ্যালেঞ্জটা কামিন্স ব্রিগেড আগামীকাল কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে সেদিকে।

মুকেশ, পোড়েলের দাপটে জয় দিল্লির

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৫৯/৬
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬১/২
(১৭.৫ ওভারে)

লখনউ, ২২ এপ্রিল : ডান হাতের কবজিতে মোটা ব্যান্ডেজ নিয়ে টস করতে নেমেছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল, কিপিংয়ে অস্বস্তি না হলেও ব্যাট করতে সমস্যা হবে ঋষভ পন্থের। বাস্তবে হলও তাই। লখনউ সুপার জায়েন্টস ইনিংসের শেষ তিন বল থাকতে মাঠে নামলেন পন্থ। কিন্তু জঘন্য শটে খাতা খোলার আগেই মুকেশ কুমারের (৩৩/৪) বলে ফিরতে হল তাঁকে। বাকিরাও একানা স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে ছোবল মারতে ব্যর্থ হলেন। নিটফল, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১৫৯/৬ স্কোরে আটকে যায় এলএসজি। মুকেশের গড়া মঞ্চে বাংলা দলে তাঁর সতীর্থ অভিষেক পোড়েল দাপট দেখিয়ে দিল্লিকে জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে আনলেন।

এদিন প্রথম ওভারে বল হাতে দেখা যায় দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে (২৯/০)। পাওয়ার প্লে-তে তিন ওভার বোলিং করলেও তাঁকে লখনউ ব্যাটাররা একটিও ছক্কা মারতে পারেননি। তবে একানার মন্থর বাইশ গজকে সত্যিকারের ব্যবহার করলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার মুকেশ। হাতে পেস খুব একটা নেই। কিন্তু এদিন বেশ বুদ্ধি করে গতির হেরফের ঘটালেন। নিজের প্রথম ওভারে মার খেলেও ফিরতি স্পেলে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা মিচেল মার্শকে (৩৬ বলে ৪৫) ফিরিয়ে লখনউয়ের বড় রানের আশা শেষ করে দেন মুকেশ। পরে তুলে নেন আব্দুল সামাদ (২), আয়ুষ বাদোনি (২১ বলে ৩৬) ও ঋষভকে। এর আগে এবারের আইপিএলে প্রথমবার নামা দুষ্মন্ত চামিরা (২৫/১) আইডেন মার্করামকে (৩৩ বলে ৫২) তুলে নিয়ে লখনউয়ের ওপেনিং জুটি ভাঙেন। মার্করাম ও মার্শের গড়ে দেওয়া ভিত অবশ্য কাজে লাগাতে পারেনি লখনউয়ের মিডল অর্ডার।

চার উইকেট নিয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে ভাঙলেন মুকেশ কুমার।

অর্ধশতরানে উজ্জ্বল ৫ হাজারি লোকেশ

রানতাড়ায় নেমে রং ছড়িয়েছেন অভিষেকও। প্রথম বলে তিনি একটা হাফ চান্স দিলেও তা তালুবন্দি করতে পারেননি ডেভিড মিলার। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৬ বলে ৫১ রানের ইনিংসে দিল্লির বাকি ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন অভিষেক। অবশ্য শুরুর দিকে শার্দূল ঠাকুর, রবি বিষ্ণোইদের ভুল লাইন-লেংথে বল করার সুবিধাও তিনি পেয়েছেন। তাঁর বিদায়ের পর বাকি কাজটা সেরে নেন লোকেশ রাহুল (৪২ বলে অপরাজিত ৫৭) ও অক্ষর (২০ বলে অপরাজিত ৩৪)। গত বছর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মেঠো বিতর্কের পর এদিনই প্রথম লখনউয়ে রাহুল আইপিএল খেলতে নেমেছিলেন। এলএসজি কর্ণধারের উপস্থিতিতে শুধু অর্ধশতরান নয়, তিনি পেরিয়ে গেলেন আইপিএলে ৫ হাজার রানের গণ্ডিও। যার সুবাদে দিল্লি ১৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬১ রানে পৌঁছে যায়। সেইসঙ্গে ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে তারা প্লে-অফের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ করে ফেলল। এই মুহূর্তে দিল্লি আছে ২ নম্বরে।

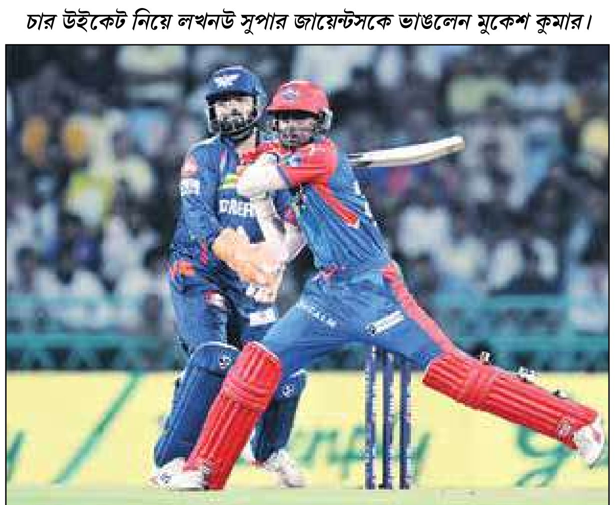
আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের ভিত গড়ে দেন অভিষেক পোড়েল।

শুভমান-অভিষেকদের ‘পার্টি’ বন্ধে ঘরে তালা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে অভিষেক শর্মা। মঙ্গলবার।

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কড়া মেজাজে হেডস্যার।

কোচ হিসেবে ক্রিকেটমহলে এমনই পরিচিতি যোগরাজ সিংয়ের। যে কঠোর অনুশাসন পুত্র যুবরাজকে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছে, তেমনই বাবাকেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার তৈরির কারিগরও মানেন। তবে সবসময় একটা ভয়ে ভয়ে থাকতেন বাবাকে নিয়ে। রান না পেলে বকুনি খাবেন। বাজে শট খেলে আউট হলে, হয়তো ছক্কা মারাই বন্ধ করে দেবেন।

নিজের কেরিয়ারজুড়ে থাকা বাবার যে অনুশাসন নিয়ে এদিন যুবরাজ কিছুটা আবেগতাড়িত। বলেছেন, ‘অত্যন্ত কড়া মেজাজের ছিলেন। বুঝতাম নিজের স্বপ্নটা আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। একেক সময় ভালো লাগত না। পরে বুঝতাম, কিছু পেতে গেলে ঘাম ঝরাতে হবে। আমাকে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে দেওয়ার পিছনে বাবাই। সাড়ে আঠারো বছর বয়সে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার মূল কারণ সেটাই।’

যুবরাজের কথায়, বাবা মাঠে আসুক, তাঁর খেলা দেখুক, একদম চাইতেন না। কারণ খারাপ শট খেলে আউট হলেই জুটবে বকুনি। ‘বাবা সবসময় বলত মাটিতে রেখে খেলো। গ্রাউন্ড শটে স্কোর করো। তাই ভয়ে থাকতাম, যদি উঁচু শট খেলতে গিয়ে আউট হই, তাহলে হয়তো বিগহিট আর মারতেই দেবেন না বাবা,’ বলেছেন যুবি।

জীবনের সেরা মুহূর্ত? সিনিয়ার বিভাগে প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলে ফেরা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংস কেরিয়ার বদলে দেয় যুবরাজের। যখন ফেরেন, বাবা-মা (ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তখন) যুবিকে নিতে বিমানবন্দরে হাজির। দুইজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এখন নিজে দুই সন্তানের পিতা। বোঝেন, বাবা-মার একসঙ্গে থাকা সন্তানদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের মেন্টর হলেও পুত্র আরিয়নকে ক্রিকেটে আনতে চান না যুবরাজ! বলেছেন, ‘ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। বলে বাবা তোমার সঙ্গে খেলব। ভালো লাগে। তবে আমি চাই না ও ক্রিকেটার হোক। অবশ্য নিজে থেকে উৎসাহ দেখালে, পাশে থাকব।’

যেমনটা করেছিলেন শুভমান, অভিষেকদের উত্থানে। কড়া হাতেই সামলেছেন দুই তরুণ তুর্কিকে। দুইজনে বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। অভিষেককে নাকি পার্টি, বান্ধবী থেকে দূরে রাখতে তালা দিয়ে পর্যন্ত রেখেছিলেন যুবরাজ!

অভিষেক সম্পর্কে যোগরাজের আরও চাঞ্চল্যকর দাবি, ‘পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং কোচদের থেকে অভিষেক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। ওরা জানায়, ও বোলার। যদিও যুবরাজের চাপ দিতে অভিষেকের ব্যাটিং রেকর্ড সামনে আসে। দেখা যায় ২৪টি শতরান রয়েছে। মিথ্যে কথা বলে অভিষেককে আটকে দেওয়ার চেষ্টা।’

বাবা ছক্কা মারতে দেবেন না, ভয়ে ভয়ে থাকতেন যুবরাজ

এখান থেকে অভিষেকের কেরিয়ার বদলে যাওয়া। প্র্যাকটিস, ঘাম ঝরানো, লড়াইয়ের শুরু। এমনকি যুবরাজ বাবাকে বলে বন্ধ করেছিলেন অভিষেকের পার্টি, বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারা। সবসময় নজর রাখতেন। বাবাকে বলেও ছিলেন, অভিষেক যাতে পার্টি করতে বেরিয়ে না যায়, তারজন্য ঘরে তালা লাগিয়ে রাখতে! শুভমানের ক্ষেত্রেও নাকি একই দাওয়াই দিয়েছিলেন!

ইপিএলে প্রত্যাবর্তন বার্নলে ও লিডসের

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই উৎসব শুরু বার্নলের গ্যালারিতে। সেই রেশ পৌঁছে গেল লিডস ইউনাইটেডের মাঠেও। শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে আগামী মরশুমে আবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করে ফেলল বার্নলে। অন্যদিকে, স্টোক সিটিকে ছয় গোলে হারানোর পাশাপাশি বার্নলের জয়ের সুবাদে দুই মরশুম চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার পর ফের ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল লিডস। তবে ইপিএলে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল শেফিল্ডের।

সোমবার ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় বার্নলে। মিনিট দশেকের মধ্যে শেফিল্ড গোল শোধ করলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা গোলে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয় বার্নলে। গতবারই প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গিয়েছিল তারা। বছর না ঘুরতেই ফের প্রিমিয়ারে প্রত্যাবর্তন হল। আরেকদিকে, দুই মরশুম পর ইপিএলে ফিরছে লিডস। সোমবার ম্যাচের প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল করে স্টোকের বিরুদ্ধে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল। ম্যাচ শেষে বার্নলের জয়ের খবর পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া লিডস শিবিরে। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগের ছাড়পত্র পেতে প্লে-অফের দুইটি ম্যাচ জিততে হবে শেফিল্ডকে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

- খবর এগারোর পাতায়

অস্কারকে নিয়ে ক্ষোভ লাল-হলুদ সমর্থকদের

বিদায় দেওয়া হতে পারে ক্রেসপোকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : হঠাৎই অস্কার ব্রুজোঁর উপর ক্ষুব্ধ সমর্থকরা।

ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল। তিনি নিজেও থাকতে আগ্রহী। যদিও সুপার কাপে এতটা খারাপ ফল হবে, সেই কথা সম্ভবত আগে বোঝেনি ইমামি কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দল বিশ্রিভাবে আত্মসমর্পণ করার পর অস্কার পরোক্ষে ফুটবলারদের মানসিকতা বা বলা চলে দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। প্রকাশ্যেই দলে পরিবর্তন চেয়েছেন ম্যাচের পর। আর তাতেই উঠছে নানা প্রশ্ন। সমর্থকরাও তাঁর এই কথাবার্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। প্রথমত, টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে ক্লেইটন সিলভার ঝামেলা হওয়ার প্রভাব যে দলের মধ্যে পড়েছে, তা বুঝতে ফুটবল বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। কেন সেই সময়ে ওই সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া গেল না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। বিশেষ করে দলের মধ্যে অধিনায়ক ক্লেইটনের এবারের পারফরমেন্স ভালো না হলেও দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁর বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত না করলেও আগে অন্যান্য শৃঙ্খলাজনিত বিষয় নির্দ্বিধায় হজম করে গিয়েছেন অস্কার। যেমন নন্দকুমার শেখর কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি চলে যান। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অকারণে লাল কার্ড দেখাটা অভ্যাসে পরিণত করে দলকে ডোবানো লালচুংনুঙ্গাকে নিয়েও কোনও সময়েই মুখ খুলতে দেখা যায়নি কোচকে। সাউল ক্রেসপোর চোট-প্রবণতায় বসে থাকার পরেও ম্যানেজমেন্টের কাছে অস্কার পরিবর্ত চাননি। অথচ ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই বিষয়ে তিনি মুখ খুললে হয়তো সেসময় পরিবর্তের খোঁজ করতেন কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অস্কার দলগঠন থেকে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী দলের খেলার ধরন বদলাতে ব্যর্থ হন। দলের তরুণ ফুটবলার যেমন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা কী আমান সিকেদের প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগাননি। এসবেরই সাম্প্রতিকতম উদাহরণ সুপার কাপে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ। মাঝমাঠে ক্রেসপো চোটের জন্য শুরুতে নামার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সৌভিক চক্রবর্তীকে প্রথম একাদশে রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাঁকে যখন নামান ততক্ষণে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। রাফায়েল মেসি বাউলি বা রিচার্ড সেলিস পারছেন না দেখেও ডেভিডকে নামান একেবারে শেষমুহূর্তে। দল পিছিয়ে আছে দেখেও পিভি বিষ্ণু বা নাওরেম মহেশ সিংকে দিয়ে উইং প্লে করানোর কোনও ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং ২ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকেই সবথেকে দিশেহারা দেখিয়েছে। সবমিলিয়ে তাঁকে নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো শেষপর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার সময়ে উঠবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সমর্থকরা।

সুপার কাপের ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

তবে তাঁদের জন্য এই সুখবর যে এবারের বেশিরভাগ বিদেশিই বিদায় নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন ক্লেইটন এবং অবসর নিয়ে ফেলেছেন হেক্টর ইউস্তে। চোটের জন্যই ক্রেসপোর সঙ্গে সোনালি করমর্দন করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেলিস বা মেসি বাউলির সঙ্গে মরশুমের শেষপর্যন্তই চুক্তি ছিল। তাঁদের চুক্তি বাড়ার সম্ভাবনা কম। একমাত্র হিজাজি মাহেরের সঙ্গেই চুক্তি আছে। এখন তিনি ফিট হয়ে ফিরে আসেন কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি ম্যাচে ৫ গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবার সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারালেন সুহেল আহমদ ভাটরা। হ্যাটট্রিক করলেন সুহেল।

প্রতিপক্ষ সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব মোটেও কোনও শক্তিশালী দল নয়। কিন্তু সুপার কাপের আগে বড় ব্যবধানে জিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান। যেহেতু সুপার কাপে প্রথম একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড়রা কেউ খেলছেন না, তাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াটা জরুরি ছিল মোহনবাগানের।

এদিন দুইটি অর্ধে দুইটি দলকে খেলান বাগান কোচ বাস্তব রায়। প্রথমার্ধে সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, দীপক টাংরির মতো আইএসএল খেলা খেলোয়াড়দেরকে দেখে নেন তিনি। এই অর্ধে চারটি গোল করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সুহেল হ্যাটট্রিক করেন এবং সালাউদ্দিন একটি গোল করেন। প্রথমার্ধে খেলেছিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। তাঁকে সেভাবে বড় কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে পাসাং দোরজি তামাং, গ্লেন মার্টিন্স, সেরতো কমদেরকে খেলিয়ে দেন বাগান কোচ বাস্তব। এই অর্ধের শুরুতে সেরতো একটি গোল করেন। শেষদিকে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব একটি গোলশোধ করে। শুক্রবার ভুবনেশ্বর রওনা দেওয়ার আগে কলকাতায় আরও দুইটি প্র্যাকটিস সেশন পাচ্ছে মোহনবাগান। এই সময়ে দ্রুত দলের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চান কোচ বাস্তব।

টেনিসকে আর ‘মিস’ করেন না নাদাল

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিল : অবসরের পর পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। এখন আর টেনিস নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই ক্লে কোর্টের রাজা রাফায়েল নাদালের। অথচ একটা সময় টেনিস র‍্যাকেট হাতে গোটা বিশ্বে ঝড় তুলেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা।

সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদাল। সেখানে তাঁকে ‘স্পোর্টিং আইকন’-এর সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী বলেছেন, ‘আমি টেনিসকে একটুও মিস করছি না। এমনটা নয় যে, টেনিস কোর্টে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি কিন্তু খুশি মনেই খেলা ছেড়েছিলাম। টেনিস আমার কাছে একটা নেশার মতো। তবে শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে কোনও কিছু করা যায় না। তাই আমি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

লরিয়াস পুরস্কার হাতে রাফায়েল নাদাল।

পরে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাদাল বলেছেন, ‘আমার অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেড়ি হয়েছে। সিদ্ধান্তটা ঠিক হবে কিনা সেটা জানার জন্য সময় নিয়েছিলাম। পরে দেখলাম কোর্টে নেমে খেলাটাকে উপভোগ করতে পারছি না। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

দলে ইতিবাচক মানসিকতা চাইছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কার্লোস ফ্রাঙ্কা দেশে ফিরেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরও। সুপার কাপে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে বিদেশিদের মধ্যে সবেধন নীলমণি মার্ক আন্দ্রে সমারবক। এর বাইরে রবি হাঁসদা, ইস্রাফিল দেওয়ানদের নিয়েই লড়াইয়ের ডাক দিলেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। দলের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলবে মহমেডান। বুধবার সকালে জিম সেশনের পর দুপুরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর রওনা হবে দল। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতর ভিতর কর্তারাও বলছেন, এই দল নিয়ে জয়ের আশা না করাই ভালো। পরিস্থিতি যা তাতে দলের রক্ষণ দাঁড় করানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচ মেহরাজের কাছে। সেক্ষেত্রে হয়তো মাঝমাঠের অমরজিৎ সিং কিয়াম, আক্রমণের ইসরাফিল দেওয়ানদের নতুন পজিশনে দেখা যেতে পারে। এদিন প্রস্তুতির পর মহমেডান কোচ বলেছেন, ‘তিনদিনের অনুশীলনে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। দলটাকে যতটা তৈরি করা সম্ভব ততটাই করেছি। এবার দেখা যাক কী হয়। এটুকু বলতে পারি ছেলেরা খুব ফোকাসড।’

সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে দলের শিবিরে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। এদিন প্রস্তুতি শেষে বলছিলেন, ‘দলের মধ্যে সমস্যা তো রয়েছে। তবে যারা অনুশীলনে এসেছে তারা খেলার জন্যই এসেছে। এর আগে যাঁরা খুব বেশি সুযোগ পায়নি তারা মাঠে নামার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তরুণ ফুটবলারদের আমি বলব, এত বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাচ্ছ, এটা তোমাদের প্রমাণ করার জায়গা। সেরাটা উজাড় করে দাও। তারপর যা হওয়ার হবে।’

এদিকে, দিল্লি এফসি-র বিদেশি জুনিয়ার ওঙ্গুয়েনেকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল। দলের সঙ্গে তিনদিন অনুশীলনও করেন তিনি। তবে সুপার কাপে তাঁর নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট ক্যামেরুনের এই ফুটবলার।

বিশাখার হ্যাটট্রিক

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-২ গোলে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে দিয়েছে। মিলন সংঘের মাঠে ম্যাচের সেরা বিশাখা বর্মন হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল মনীষা ওরাওঁয়ের। ঘুঘুডাঙ্গার অনিতা রায় গোল করেন। অন্যটি আত্মঘাতী।

বাগডোগরায় কাল শুরু অল ইন্ডিয়া এলিট বক্সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি বক্সিং সংস্থার প্রথম বর্ষ গোর্খা কাপ অল ইন্ডিয়া এলিট বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ বৃহস্পতিবার বাগডোগরার পাইওনিয়ার মাঠে শুরু হবে। সাধারণ সচিব অরূপ সাহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে রয়েছে অনূর্ধ্ব-৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫ ও ৮০ কেজি ওজন বিভাগ। মহিলাদের জন্য অনূর্ধ্ব-৪৮, ৫১ ও ৫৪ কেজি ওজন বিভাগ থাকছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। সাংগঠনিক সচিব দেবজিৎ রায় বলেছেন, ‘এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ব যুব বক্সিংয়ে রুপো জয়ী চঞ্চল চৌধুরী নামবেন মহিলাদের ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে। এমসি মেরি কমের বক্সিং অ্যাকাডেমির ৪ পুরুষ বক্সার ও ৩ মহিলা বক্সারকে এই মঞ্চে দেখা যাবে। স্থানীয় আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বাগডোগরার নয়ন লিম্বু।’

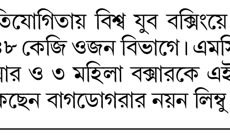

মেয়র কাপ ক্যারম শুরু ২৫ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিচালনায় ও শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় দুইদিনের মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল ক্যারম ২৫ এপ্রিল শুরু হবে। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, সংহতি ক্লাবে অনুষ্ঠেয় আসরে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে ৭৫-৮০ জন অংশ নেবে।

জয়ী বিএসকে, ব্লু স্যাফায়ার্স

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৮ দলীয় জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বিএসকে বলরাম ৪ উইকেটে এএএ সাকসেসকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে এএএ সাকসেস ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। বিবেক ওরাওঁ ২০ রান করেন। অনীক নন্দী ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিএসকে ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পৌঁছে যায়। সমর রায় ২৯ রান করেন। শুভেন্দু ঘোষাল ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

অন্য ম্যাচে মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স ৯ উইকেটে বিপিসিটি একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বিপিসিটি গুটিয়ে যায় ৮৫ রানে। শুভজিৎ দাস ২৩ রান করেন। বিরাজ কৃষ্ণ ১৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ব্লু স্যাফায়ার্স ৯ ওভারে ১ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। অতুল সিং সুরওয়ার ২৯ রান করেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে জেমস মুর্মু (বাঁয়ে) ও আদিত্য ছেত্রী।

শান্তিপ্রিয় ট্রফি ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নবাঙ্কুর সংঘ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ৪-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের সেরা জেমস মুর্মু একাই ৪ গোলে করে। পরে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু ফুটবল সেন্টার ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে দেশবন্ধু তরাই মর্নিংকে। অরবিন্দ ছেত্রী জোড়া গোল করে। ম্যাচের সেরা আদিত্য ছেত্রী ছাড়াও একটি করে গোল রয়েছে অনীত ছেত্রী ও নিহাল মাঝির। বুধবার খেলবে উইনার্স কোচিং ক্যাম্প-পুরনিগমের ফুটবল কোচিং সেন্টার ও বিবেকানন্দ মর্নিং সকার-হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শান্তিপ্রিয়র স্ত্রী মালা, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

27.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 28362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। স্বল্প পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে একজন কোটিপতি হওয়া মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এই অবিশ্বাস্য সুযোগ প্রদান করছে, যার ফলপ্রসূ আমি একজন কোটিপতিতে পরিণত হতে পেরেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা আসাদুল মল্লিক - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।